আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

জুমা ও রমজানে মাগরিবের আজান মাইকে প্রচার করা যাবে

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ জুমার নামাজ ও রমজান মাসে মাগরিবের নামাজের আজান প্রচারের অনুমতি দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবার (বাকি অংশ ১৭ পাতায়

২৬ বছরে

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

বর্ষ ২৭ || সংখ্যা ৪৮ || সোমবার || ভাদ্র ২০ || ১৪৩০ || সফর ১৯ || ১৪৪৫ || Vol. 27 || Issue 48 || September 4 || 2023 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

খুলছে স্কুল, বাড়ছে কোভিড, করণীয় কী?

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ কোভিড-১৯ এর সাম্প্রতিক চেহারা একটু একটু করে ভীতিকর হয়ে উঠছে। নিউইয়র্কে এর সংক্রমনের হার বাড়ছে। এবং কর্তৃপক্ষ সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে পুরোনো কিছু চর্চার ফেরার ওপর জোর দিচ্ছে। বিশেষ করে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, নার্সিং হোম ও হাসপাতালগুলোর জন্য বিধি-বিধান মেনে চলার নির্দেশনা এসেছে। এটা সত্য আগের অতিমারির সময়ে জনস্বাস্থ্য নিয়ে যত উদ্বেগ ও উদ্যোগ দেখা গিয়েছিলো ততটা এখন হচ্ছে না বা হবেও না। স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা বলেছেন, ভ্যাকসিনেশন, চিকিৎসা সেবা ইত্যাদির কারণে ভাইরাসটি ততটা দাপট এখন আর খাটাতে পারবে না। তবে উদ্বেগ এখনো রয়েছে। আর নিউইয়র্কে তা বাড়ছেই কারণ এখানে এই ভাইরাসের বিস্তার ব্যাপক হতে পারে এবং (বাকি অংশ ১৭ পাতায়)



গর্ভবতী নারীকে গুলি করে হত্যা করল পুলিশ

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ যুক্তরাষ্ট্রের ওহিও অঙ্গরাজ্যে কৃষ্ণাঙ্গ এক গর্ভবতী নারীকে গুলি কতে হত্যা করেছে দেশটির এক পুলিশ। এ নিয়ে বডিক্যামে (বাকি অংশ ১৭ পাতায়)



বাস ধর্মঘট হচ্ছে না, স্বস্তিতে স্কুলে ফিরবে শিশুরা

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ নিউইয়র্কের শিশুরা অপেক্ষা করছে তার স্কুল শুরুর দিনটার। দীর্ঘ ছুটির পর আগামী বৃহস্পতিবার থেকে নিউইয়র্কের স্কুলগামীরা ফিরবে তাদের ক্লাসরুমে। তা নিয়ে তাদের উত্তেজনা ও আগ্রহের শেষ নেই। কিন্তু এতদিন ধরে একটা উদ্বেগ-অস্বস্তি ছিলো বাবা-মায়েদের। কীভাবে ফিরবে তাদের শিশুরা স্কুলে। কারণ আগে থেকেই ধর্মঘটের (বাকি অংশ ১৭ পাতায়)

শেখ হাসিনার সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করবেন মোদি

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ আগামী সপ্তাহে ভারতের দিলিতে জি-২০ সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সেখানে বিশ্বের বিভিন্ন (বাকি অংশ ১৭ পাতায়)

আশ্রয় প্রার্থীদের দায়িত্ব কেন্দ্রকেই নিতে হবে, হোয়াইট হাউজকে গভর্নর হোকুল

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ হোয়াইট হাউজের কর্মকর্তার সঙ্গে দুই ঘণ্টার বৈঠক শেষে নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোকুল জানালেন, আশ্রয়প্রার্থীদের কিভাবে দ্রুত কাজ দেওয়া যায় সে ব্যাপারে তিনি জোর দিয়েছে। বিষয়টির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা যাতে হোয়াইটহাউজ বুঝতে পারে সেটাই আমি চাই, বললেন হোকুল। আমি মনে করি এটি একটি কেন্দ্রীয় সঙ্কট, আর (বাকি অংশ ১৭ পাতায়)



ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মামলার শুনানি লাইভ কাস্ট হবে টেলিভিশনে!

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ জর্জিয়ায় ২০২০ সালের নির্বাচনে হস্তক্ষেপের চেষ্টার অভিযোগে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পসহ ১৯ জনের বিরুদ্ধে করা মামলার বিচারিক কার্যক্রম টেলিভিশন ও ইউটিউবে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে। গত বৃহস্পতিবার মামলার শুনানি চলাকালে জর্জিয়ার একটি আদালতের বিচারক স্কট ম্যাকাফে এমন নির্দেশনাই দেন। স্কট ম্যাকাফে বলেন, 'অঙ্গরাজ্যের ফুলটন কাউন্টি (বাকি অংশ ১৭ পাতায়)

প্রবাসী আয় হ্রাস বাংলাদেশে আগস্টে কমেছে ২১.৫৬%

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ আগস্টে দেশে প্রবাসী আয় কমে গেছে। গত মাসে দেশে সব মিলিয়ে প্রবাসী আয় এসেছে প্রায় ১৬০ কোটি মার্কিন ডলার, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় (বাকি অংশ ১৭ পাতায়)

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC.
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ ৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

WIN ZONE REALTY INC
Licensed Real Estate Broker
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-899-7000
F: 718-899-2000
khanf04@yahoo.com
Ferdous Khan
Licensed Real Estate Sales Assoricate
Zillow
81-15 Queens Blvd. 2Fl
Elmhurst, NY 11373

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax - Sales Tax - Payroll - Notary Public
- Bookkeeping - Business Formation
- Financial Statement - Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

www.banglapatrikausa.com

২৩ জানুয়ারি ২০২৩ থেকে ট্যাক্স ফাইলিং শুরু হচ্ছে

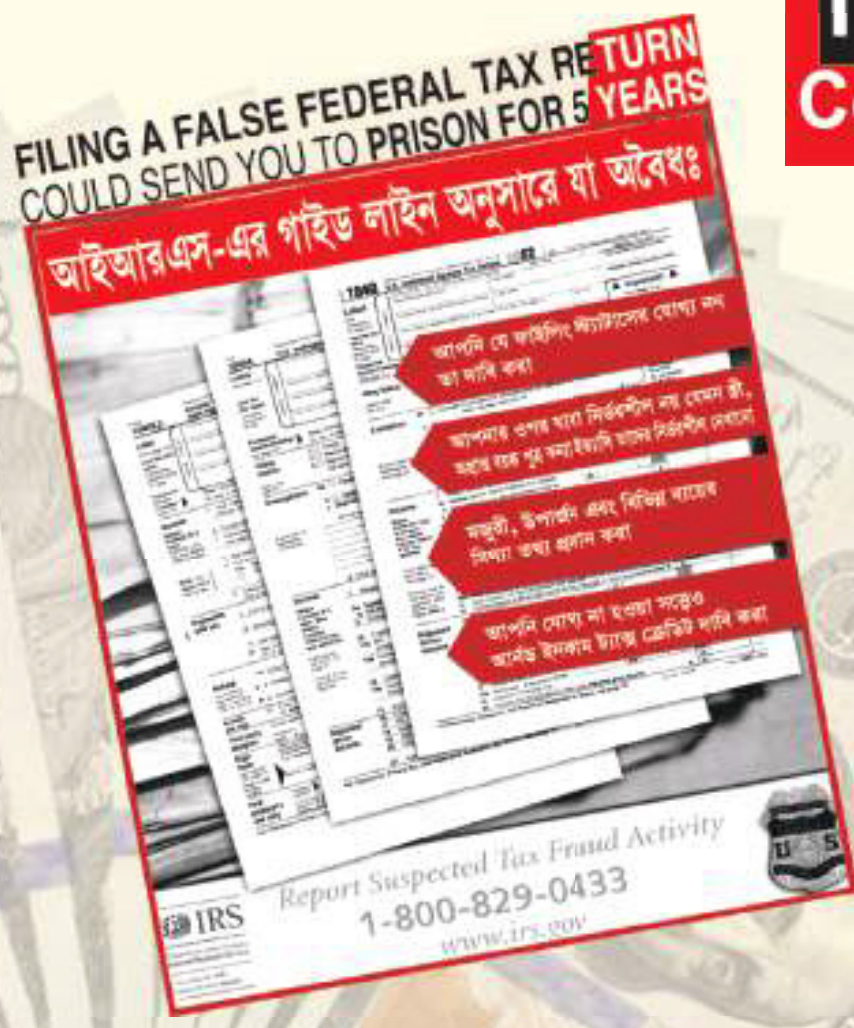
কোনো প্রফেশনালকে দিয়ে ট্যাক্স ফাইল করান তাহলে সর্বাধিক রিফান্ড পাবেন এবং ভবিষ্যৎ জটিলতা থেকেও রক্ষা পাবেন।

We are Top 500 intuit Company

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER



Steven M. Levy, CPA



আপনাদের ট্যাক্স ফাইলিং সুষ্ঠু ও নিখুঁতভাবে সম্পন্নের জন্য আমাদের সাথে রয়েছেন সার্টিফাইড পাবলিক একাউন্টেন্ট।

Southeast USA Income Tax Services

জ্যাকসন হাইটস
74-09 37th Avenue, Suite # 206
Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207
Cell: 917-566-1612

জ্যামাইকা
168-16, Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432
Phone: 646-464-5944
718-487-4507

ব্রংক্স
1445 Unionport Roa, Bronx, NY
পার্কচেষ্টার ফ্যামিলি ফার্মেসির ভিতরে
Phone: 347-621-0378
718-427-5919

email: usa.bd54@gmail.com

বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

The Weekly Bangla Patrika // Monday // September 4 // 2023

রাজকীয় ক্ষমার আবেদন জানিয়েছেন থাকসিন



ঢাকা ডেস্ক, ১ সেপ্টেম্বর : রাজকীয় ক্ষমা চেয়ে আবেদন জমা দিয়েছেন থাইল্যান্ডের সাবেক প্রধানমন্ত্রী থাকসিন সিনাওয়াত্রা (৭৪)। বৃহস্পতিবার দেশটির বিচার মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে দেশটির স্থানীয় গণমাধ্যম। থাকসিনের এক প্রতিনিধির কাছ থেকে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার তথ্য নিশ্চিত হতে চেয়েছিল রয়টার্স। যদিও কোনো মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানায় সেই প্রতিনিধি। আগের দিন থাকসিনের আইনজীবী জানিয়েছিলেন, থাকসিন নিজেই আবেদনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তবে থাকসিনের রাজকীয় ক্ষমা চেয়ে আবেদনের তথ্য এএফপিকে নিশ্চিত করেছেন তত্ত্বাবধায়ক বিচারমন্ত্রী উইসানুর সিনিয়র সহকারী উইসানু ক্রি-এনগাম। রাজকীয় ক্ষমার অনুরোধ প্রথমে সংশোধন বিভাগের মাধ্যমে বিচারমন্ত্রীর কাছে জমা দিতে হবে। এরপর এটি বিবেচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী।



জাতিসংঘের সামনে স্টেট বিএনপির বিক্ষোভ

(শেষের পাতার পর)

দুপুরে জাতিসংঘের সামনে এই বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। নিউইয়র্কস্টেট বিএনপির আহবায়ক মাওলানা অলিউল্যাহ আতিকুর রহমানের সভাপতিত্বে এবং সদস্য সচিব সাঈদুর রহমান সাঈদের পরিচালনায় বিক্ষোভ সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য গিয়াস আহমেদ। প্রধান বক্তা ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মিজানুর রহমান মিল্টন ভূইয়া। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আব্দুস সবুর, নাসিম আহমেদ, গোলাম ফারুক শাহীন, বদরুল হক আজাদ, ভিপি জসীম, দেওয়ান কাওছার, জাহাঙ্গীর হোসাইন, কাওসার আহমেদ প্রমুখ। বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তারা বলেন, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবশ্যই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হতে হবে। শেখ হাসিনা যদি পদত্যাগ কওে তত্ত্বাবধায়ক অধীনে নির্বাচন না দেয় তাহলে এই প্রবাস থেকেই তার বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। সেই সাথে তারা বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি, তারেক রহমানের ওপর থেকে সকল মিথ্যা মামলা ও সাজা প্রত্যাহারের দাবি জানান।

শেষ হলো ফোবানার সবগুলো আয়োজন

(শেষের পাতার পর)

চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। অংশ নেন বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার বাংলাদেশি প্রবাসীরা।

পারস্পরিক মতবিনিময়ের মধ্যদিয়ে নেটওয়ার্ক বিস্তৃতই ছিলো এই ফোবানা আয়োজনের মূল লক্ষ্য। উত্তর আমেরিকার প্রধান দুই দেশ কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের বসবাসরত বাংলাদেশিদের মধ্যে মেলবন্ধন তৈরি করাও ছিলো এর উদ্দেশ্য।

বাংলা গানের কিংবদন্তি সাবিনা ইয়াসমিন ছাড়াও সম্মেলনে মমতাজ এমপি, তপন চৌধরী, মুজা, বালাম, লাভলী দেব প্রমুখ সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

চলতি বছরে ৫ দলে বিভক্ত হয়ে ফোবানা সম্মেলন আয়োজন করা হয়। এর মধ্যে দুটি সম্মেলন হয় কানাডার টরন্টোয়, ১ টি মন্ট্রিয়লে এবং যুক্তরাষ্ট্রের ডালাসে দুটি। টরোন্টোর একটি গ্রুপের নেতৃত্ব দেন এলডারস হোমকেয়ারের প্রধান ও কমিউনিটি নেতা গিয়াস আহমেদ। অপরটির নেতত্ব দেন নিউইয়র্ক ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির প্রধান শাহ নেওয়াজ। ডালাসে দুটি ফোবানার একটি আয়োজনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন হাসমত মোবিন ও সাইদ চৌধুরী। আয়োজক সংগঠনের নাম বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব টেক্সাস। ডালাসের অপর ফোবানার আয়োজক সংগঠনের নাম বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব নর্থ টেক্সাস।

ফোবানার সম্মেলন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি কমিউনিটিতে আগ্রহ বরাবরের। তবে দীর্ঘ সময় ধরে ফোবানা দুই ভাগে বিভক্ত ছিলো। ফলে তা নিয়ে সমালোচনা ছিলো কমিউনিটিতে। এবার সংগঠনটির নেতারা ৫ ভাগে ভাগ হয়ে যাওয়ায় ফোবানা নিয়ে শুরু অনেকেই সিদ্ধান্তহীনতায় পড়ে যান। ফলে কোনো কোনো আয়োজনে আয়োজকরা আশানারূপ জনসমাবেশ ঘটাতে ব্যর্থ হন।

৯ ও ১০ সেপ্টেম্বর লাগোর্ডিয়া মেরিয়ট হোটেলে বাংলাদেশ কনভেনশন



(শেষের পাতার পর)

লংআইল্যান্ড সিটিতে ২৮ আগস্ট সন্ধ্যায় "মিট দ্যা প্রেস" নামে একটি সাংবাদিক সম্মেলন এবং বার্বিকিউ পার্টির আয়োজন করা হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে শো টাইম মিউজিকের কর্ণধার আলমগীর খান আলম জানান, এই কনভেশনে উত্তর আমেরিকায় বসবাসরত বাংলাদেশী শিল্পীরাসহ বাংলাদেশ থেকে আমন্ত্রিত অনেক জনপ্রিয় শিল্পী অংশগ্রহণ করবেন। পঞ্চম বাংলাদেশ কনভেনশনের আহ্বায়ক হয়েছেন নাফিউল ইসলাম পান্না এবং সদস্য সচিব আলমগীর খান আলম, চেয়ারম্যান নুরুল আজিম, সভাপতি এমডি আব্দুর দিলীপ এবং চিজ কোডিনেটর হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন মিয়া মোঃ দুলাল। সম্মেলনে অংশগ্রহনের জন্য প্রবাসী বাংলাদেশিদের আহবান জানানো হয়েছে। এতে কোন প্রবেশ মূল্য নেই।

ধিক্কার! প্রতিহিংসার রাজনীতি

(শেষের পাতার পর)

ফিগার কিভাবে জন্ম নিলো সেটা একটা বিস্ময়। সম্ভবত প্রফেসর ইউনুস বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর প্রথম গোবাল সিটিজেন। বর্তমানে জীবিত লিডিং ইন্টালেকচুয়ালের যেকোন তালিকাতে প্রফেসর ইউনুস টপ #৫ এর মধ্যে থাকবেন। অনেকে তাকে #১ নম্বরে রাখবে। একজন বাঙালি মুসলমান দুনিয়ার লিডিং স্কলার, এটা ইতিহাসে কখনো ঘটে নাই। আবার কবে হবে কেউ জানে না।

পৃথিবীর সবচেয়ে সম্মানজনক পুরস্কার তিনটি হল নোবেল, আমেরিকার প্রেসিডেনশিয়াল মেডেল অব ফ্রিডম, ও কংগ্রেসনাল গোল্ড মেডেল। ইতিহাসে এই তিনটা পুরস্কারই পেয়েছেন মাত্র সাত জন, এরমধ্যে প্রফেসর ইউনুস একজন। ২০২০ সালে জাপান অলিম্পিকের মশাল বাহক(প্রধান অতিথি) ছিলেন ড. ইউনুস। ভাবা যায়? তিনি যে কত বড় সেটা বুঝতেও বাঙালির কমপক্ষে ৩০/৪০ বছর লাগবে।

তার রেইন চাইল্ড ক্ষুদ্র ঋন, সামাজিক ব্যবসা, এবং থ্রি জিরো, এই তিনটি তত্ত্বই গোবাল কমিউনিটি গ্রহন করেছে। এই তিনটা তত্ত্বের তিনটাই যে খুব ভাল, আমি এমনটা মনে করি না। যেকোন সুদ ভিত্তিক পদ্ধতি ভাল হতে পারে না। তবে পয়েন্ট হল সারাবিশ্ব এটাকে গ্রহন করেছে। সামাজিক ব্যবসা এবং থ্রি জিরো এই দুইটা খুবই জনহিতকর তত্ত্ব, এটা নিয়ে বিতর্ক নেই।

এই রকম একটা পারসোনালিটির বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে, তিনি নাকি ১৩ জন সহকারীকে নিয়ে ২৫ কোটি টাকা আত্মসাত করেছেন। উনি মাঝে মাঝেই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে বক্তব্য দেন, কত টাকা সম্মানী নেন জানি না, তবে উনার অনেক জুনিয়র কলিগ (বয়েসে না, পদে) নেন এক মিলিয়ন ডলার। উনার এর বেশি ছাড়া কম হবার কথা না। হাস্যকর। অবশ্য খালেদা জিয়া নাকি তার ১৬/১৭ জন সহকারী নিয়ে ২ কোটি টাকা চুরি করেছিলো, সেই হিসাবে ঠিকই আছে। করা হচ্ছে একের পর এক ফালতু মামলা করে। আদালত গেলে বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ রাখা হচ্ছে। তাই ৮৩ বছর বয়েসি মানুষকে সিড়ি বেয়ে ৬ তলা উঠতে হয়েছে।





বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

Not-for-profit Tax Exempt under IRS Section 501(c)(4). EIN: 20-5160921

চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন ইন্‌ক

CHURCH MCDONALD BANGLADESHI BUSINESS ASSOCIATION INC.

14th Brooklyn Street Fair

নর্থ আমেরিকার সর্ববৃহৎ ব্রুকলীন ১৪তম পথমেলা ২০২৩



র‍্যাফল ড্রতে থাকছে গাড়ী সহ
আরও অনেক আকর্ষনীয় মূল্যবান পুরস্কার

স্টল বরাদ্দ চলছে আজই
যোগাযোগ করুন:
জাহাঙ্গীর আলম:
(347) 422-4963
আনোয়ারুল আহমেদ
(646) 261-4386
ভেন্ডর লাইসেন্স
স্টল বুকিং এর জন্য
এর কপি জমা দিতে হবে

তারিখঃ শনিবার, সেপ্টেম্বর ১৬, ২০২৩
McDonald Ave (Bet. Church Ave & Ave C)

সংগীত পরিবেশন করবেন
দেশী ও প্রবাসের শিল্পীবৃন্দ

Mamun Ur Rashid
Convener
(917) 476-8914

Moinul Alam Bappy
Member Secretary
(347) 459-4538

Abdur Rob Chowdhury
President
917-975-1264

Rafiqual Islam Patwary
General Secretary
917-217-5040

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
Editor : **Abu Taher**
Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

পুরাতন কাপড়েও সিন্ডিকেট সরকারের দৃষ্টি প্রয়োজন

পুরাতন কাপড়ের 'মনোপলি' ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে নানা কৌশলে আমদানি বিলম্বিত করার চেষ্টা করছে এ খাতের সিন্ডিকেট, যাদের কাছে মজুত আছে প্রচুর পুরাতন কাপড়।

অভিযোগ উঠেছে, তারা পুরাতন কাপড়ের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে অতিমুনাফা করার উদ্দেশ্যে আমদানি বিলম্বিত করতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। উল্লেখ্য, প্রতিবছর শীত মৌসুম সামনে রেখে অক্টোবরের মধ্যে পুরাতন কাপড় আমদানি করা হয়। কিন্তু এবার আমদানিকারকদের পূর্বানুমতি প্রদানের শিডিউল এক মাসের মধ্যে তিন দফা সংশোধন করে চতুর্থ দফা গণবিজ্ঞপ্তি জারি করেছে আমদানি-রপ্তানি নিয়ন্ত্রক দপ্তর।

এতে দেখা যায়, কাপড় আমদানির পূর্বানুমতিপত্র জারি বা লাইসেন্স ইস্যুর তারিখ প্রায় দুই মাস পিছিয়ে ৩০ নভেম্বর নির্ধারণ করা হয়েছে। এ সময়সীমা অনুযায়ী অনুমতিপত্র নিয়ে এলসি খুললে কাপড় বন্দরে পৌঁছাবে ২০২৪ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি নাগাদ। এতে শীত মৌসুম পেরিয়ে যাবে।

ফলে কাপড় বিক্রির আর সুযোগ থাকবে না। বিষয়টি উদ্বেগজনক। কারণ এসব শীতের কাপড়ের ক্রেতা মূলত নিুবিত্ত। সিন্ডিকেটের কারণে তাদের উচ্চমূল্যে পুরাতন কাপড় কিনতে হবে, অনেকের পক্ষেই যা সম্ভব হবে না। কাজেই অক্টোবরের মধ্যেই পুরাতন কাপড় আমদানি নিশ্চিত করতে হবে। সেক্ষেত্রে এ সিন্ডিকেট ভেঙে দেওয়া জরুরি। সিন্ডিকেটের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে দেশের বাজারব্যবস্থা। বলা যায়, কোনো নিত্যপণ্যের ব্যবসাই এখন আর সিন্ডিকেটমুক্ত নেই। দেখা যাচ্ছে, গরিবের পরিধেয় পুরাতন কাপড়ের ব্যবসাও এখন সিন্ডিকেটের নিয়ন্ত্রণে। অভিযোগ আছে, বাজারে কোনো পণ্যের দাম বাড়লেই ব্যবসায়ী নেতারা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে বৈঠক করে বলেন, চাহিদার অতিরিক্ত পণ্যের মজুত থাকায় আমদানির প্রয়োজন নেই।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে তখন আশ্বাস দেওয়া হয়-কোনো পণ্যের দাম বাড়বে না। কিন্তু ভোক্তারা বাজারে গিয়ে দেখেন পণ্যের সংকট, ফলে উচ্চমূল্য। এভাবেই বিভিন্ন সিন্ডিকেট সাধারণ মানুষের পকেট কেটে হাতিয়ে নিচ্ছে শত কোটি টাকা। দীর্ঘদিন ধরে এ কারসাজি চলে এলেও তা বন্ধে নেওয়া হচ্ছে না কার্যকর পদক্ষেপ।

অভিযোগ আছে, এসব সিন্ডিকেটের বেশিরভাগই ক্ষমতাসীন দলের সুবিধাভোগী। এ অবস্থায় সরকারের শীর্ষ পর্যায় থেকে এদিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, সিন্ডিকেট থাকলে তা ভাঙা যাবে না, এটা কোনো কথা নয়। কাজেই তিনি বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দেবেন বলেই আমাদের ধারণা।

জেনারেল এম. এ. জি ওসমানী

॥ কর্নেল মোহাম্মদ আবদুল হক, পিএসসি (অব:) ॥

আজ পয়লা সেপ্টেম্বর, মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক (Commander in Chief), মহানায়ক বঙ্গবীর জেনারেল মুহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানীর ১০৫তম জন্মবার্ষিকী। কিন্তু আমরা অকৃতজ্ঞ জাতি প্রায় ভুলতে বসেছি মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের এ মহানায়ককে। এ কারণেই হয়তো-

Rudyard করঢ়ষরহম লিখেছিলেন,

God and soldier all men adore,
In times of danger and not before.
When danger is over and things are righted,
God is forgotten and poor soldier is slighted.

জেনারেল ওসমানীর ৬৬ বছরের (১ সেপ্টেম্বর ১৯১৮-১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪) জীবন ছিল এক মহাসাগরের মতো।

সামরিক বাহিনীতে অনেকেই জেনারেল হন বা করা হয় বটে, কিন্তু মিলিটারি লিডার হতে পারেন না। জেনারেলরা যদি সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ বাহিনীর জেনারেলের তুলনায় বাস্তববাদী জাতীয়তাবোধসম্পন্ন দেশপ্রেমিক, প্রাজ্ঞ, দূরদর্শী, কৌশলী, তেজস্বী, যুদ্ধ ও সৈন্য পরিচালনায় সুদক্ষ সমরবিদ, শত্রুর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সচেতন এবং সর্বোপরি মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল না হন, তাহলে সে সব জেনারেল শুধু সামরিক বাহিনীর শোভাবর্ধনের কাজেই আসবেন। আপৎকালীন সময়ে তাদের দিয়ে দেশের কোনো উপকার হবে না এবং দেশের স্বাধীনতা-স্বার্বভৌমত্ব ও জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য তাদের ওপর নির্ভরও করা যাবে না। কেননা, জেনারেলরাই নীতি প্রণয়ন, প্রয়োগ ও যুদ্ধ পরিচালনা করেন। এমন সফল জেনারেল যুগে যুগে, দেশে দেশে ও বিভিন্ন জাতিতে অনেক ছিলেন বলেই সে সব দেশ ও জাতি বিশ্বের মধ্যে মাথা উঁচু করে টিকে আছে। যেমন- খালিদ-বিন-ওয়ালিদ, মুহাম্মদ বিন কাশেম, ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজি, নেপোলিয়ান বোনাপার্ট, মির্জা জহিরউদ্দিন মুহাম্মদ বাবর, বৈরাম খাঁ, মানসিংহ, জেনারেল আইসেন হাওয়ার, ফিল্ড মার্শাল আরভিন রোমেল, জেনারেল হ্যান্স গুদেরিয়ান, জেনারেল দ্য গল, ফিল্ড মার্শাল উইলিয়াম যোসেফ স্লিম, ইরানি জেনারেল কাশেম সুলেইমানি প্রমুখ। আমরাও গর্ব করে বলতে পারি, আমাদেরও এমন একজন জেনারেল আছেন যিনি বাংলাদেশ ও বিশ্বের যুদ্ধাতিহাসকে আলোকিত করেছেন এবং নিজ দেশকে পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্ত করে স্বাধীনতার লাল সূর্যকে ছিনিয়ে এনেছিলেন, তিনি হলেন জেনারেল মুহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানী।

দেশ স্বাধীন করতে হলে জনগণকে উদ্বুদ্ধ ও জাগরিত করার জন্য উঁচুমানের রাজনৈতিক নেতৃত্ব যেমন প্রয়োজন, তেমনই দখলদার আগ্রাসী বাহিনীকে পরাজিত করার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয় সামরিক বাহিনী ও এর নেতৃত্ব প্রদানের জন্য অভিজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান ও দুর্ধর্ষ সামরিক নেতার। বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ ও জাগরিত করার জন্য আমাদের ছিলেন কিংবদন্তির মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান; আর সামরিক নেতৃত্বের জন্য ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল আতাউল গণি ওসমানী, যিনি তার অসাধারণ মেধা, যোগ্যতা, নিখাঁদ দেশপ্রেম, দূরদর্শিতা, বাস্তবসম্মত কার্যকরী সমরকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে তুলনামূলকভাবে বহুগুণে শক্তিশালী শত্রু বাহিনীকে পরাস্ত করে দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ফলাফল অনুকূলে নিয়ে আসেন, যা কল্পনাকেও হার মানায়।

স্বাধীনতাযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক বা কমান্ডার ইন চিফ হিসেবে নিয়োগ: ১৯৭১ সালের ৪ এপ্রিল তেলিয়াপাড়ায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহকারী বাঙালি সামরিক অফিসাররা একত্রিত হয়ে সর্বজ্যেষ্ঠ সেনা অফিসার কর্নেল এম এ জি ওসমানীর নেতৃত্বে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে দেশকে স্বাধীন করার দীপ্ত শপথ গ্রহণ করেন। এ অনুষ্ঠানে সর্বসম্মতিক্রমে তাকে বাংলাদেশ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক বা কমান্ডার ইন চিফ হিসেবে নিয়োগ করার প্রস্তাব গৃহীত হয় ও অস্থায়ী সরকার গঠনপূর্বক তা বাস্তবায়ন করার জন্য সুপারিশ করা হয়। ১০ এপ্রিল সার্বভৌম বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠিত হলে ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের মুক্ত এলাকায় মুজিবনগরে শপথ গ্রহণ করে। ওই অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী, মুক্তিবাহিনীর সব কার্যক্রমকে সুসংগঠিত ও সমন্বিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য সার্বিক দায়িত্ব অর্পণ করা হয় কর্নেল (অব:) এম এ জি ওসমানীর ওপর এবং ১৯৭১ সালের এপ্রিল থেকে তাকে ক্যাবিনেট মন্ত্রীর মর্যাদাসহ বাংলাদেশ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক (সিইনসি) নিযুক্ত করা হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য এ সামরিক নেতা ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ এবং অঙ্গীকারবদ্ধ। ওসমানী অবিলম্বে মুক্তিবাহিনীর সব উপাদানকে এক কমান্ডে আনার সিদ্ধান্ত নেন এবং



অনুপ্রেরণাদায়ক নেতৃত্ব, চেতনা, দক্ষতা এবং সঙ্কল্পের সাথে তাদের অপারেশন পরিচালনা করেন। ওসমানী কার্যত বাংলাদেশের দ্য গল হয়েছিলেন এবং অত্যন্ত বিশ্বাসের সাথে তার কাজটি শুরু ও সফলতার সাথে সম্পন্ন করেছিলেন। আধ্যাত্মিক বিষয়: তিনি ছিলেন ইড়ৎহ গরষরঃধঃু খবধফবৎ. দেশের মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেযার জন্যই যেন তার জন্ম হয়।

১৩০৩ সালে শ্রীহট্টের গৌড় রাজ্যের অত্যাচারী রাজা গৌড় গোবিন্দ বুরহান উদ্দীন নামক জনৈক প্রজার ছেলের জন্মোৎসব উপলক্ষে গরু জবাই করার কারণে তার শিশু ছেলেকে হত্যা করে। যার ফলে হজরত শাহজালাল যেমন সিলেটের মানুষকে অত্যাচারীর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধের নেতৃত্ব দেন, একইভাবে তারই ৩৬০ সঙ্গীর অন্যতম একজন আউলিয়া সিলেটের দয়ামিরের হজরত শাহ নিজাম উদ্দিন ওসমানী রহ:-এর বংশধর জেনারেল ওসমানী পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অত্যাচার, শোষণ, নিপীড়নের হাত থেকে দেশবাসীকে মুক্ত করার যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন।

৬. বিশ্বের ইতিহাসে বিরল সম্মান, গৌরব ও ঐতিহ্যের অধিকারী ব্যক্তিত্ব: বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সর্বাধিনায়ক, প্রথম সেনাপ্রধান, প্রথম জেনারেল, বিশ্বের চার-চারটি বড় যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ও তিনটি দেশের সেনাবাহিনীতে চাকরি করার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, অবসরকালীন সময়ে দেশের ক্রান্তিলগ্নে স্বাধীনতা যুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর নেতৃত্ব প্রদানকারী। তিনিই একমাত্র সামরিক অফিসার যিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে ১৯৬৭ সালে অবসর গ্রহণ করার চার বছর এক মাস ২৪ দিন পর পুনরায় সামরিক পোশাক পরিধান করে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে নেতৃত্ব দেন, যা বিশ্বে এক বিরল উদাহরণ। তার দুঃসাহসী ও অনবদ্য নেতৃত্বে বিশাল শক্তিশালী হানাদার বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় ঘটে। বাংলাদেশ সরকার তাকে ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে তাকে জেনারেল পদে পদোন্নতি দিয়ে সম্মানীত করেন। একটি অসম যুদ্ধে দেশ ও পৃথিবীর ইতিহাসে সমৃদ্ধশালী ও অত্যধিক সম্মানজনক বিরল এ অবস্থানের অধিকারী হলেন জেনারেল মুহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানী।

সে সময়ে যদি ওসমানীর মতো কালজয়ী তীক্ষ্ণ মেধাবী, প্রাজ্ঞ, বিজ্ঞ, দক্ষ, বিচক্ষণ, তিনটি যুদ্ধের বিরল অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, চতুর্মুখী গুণাবলির অধিকারী সর্বজনগ্রাহ্য সিনিয়র সামরিক নেতা দৃশ্যপটে না আসতেন তাহলে বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে এ যুদ্ধের কী শোচনীয় অবস্থা হতে পারতো ভাবা যায় না। জেনারেল ওসমানী তার বলিষ্ঠ, সুদক্ষ নেতৃত্ব ও যুদ্ধ কৌশল প্রয়োগ করে দেশকে শত্রুমুক্ত করেছেন, বহু প্রত্যাশিত নতুন একটি দেশ স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় অনন্য অবদান রেখেছেন।

ইতিহাস সৃষ্টিকারী দূরদর্শী চিন্তা-চেতনার অধিকারী অসাধারণ প্রতিভাবান কালজয়ী পুরুষ ওসমানীদের বারবার জন্ম হয় না। দেশ ও জাতির ক্রান্তিলগ্নে ধূমকেতুর মতো এদের আবির্ভাব হয়। জাতির মধ্যে কৃতজ্ঞতাবোধ থাকলে তারা এ বীর পুরুষকে সম্মান করে। আর তা না হলে কালচক্রে এরা হারিয়ে যায়।

চিরকুমার জেনারেল ওসমানী তার সারাটা জীবন কাটিয়েছেন এ দেশের মাটি ও মানুষের মুক্তির জন্য, উন্নতির জন্য ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। উৎসর্গ করেছেন তার জীবন-যৌবন, সহায়-সম্পত্তি ও সব কিছু। অবহেলিত বাঙালি মুসলমানদের ব্রিটিশ-ভারতীয় সেনাবাহিনীতে প্রবেশের জন্য তিনি সব প্রচেষ্টা চালিয়ে ছিলেন এবং এর সফলতাও অর্জন করেছেন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট প্রতিষ্ঠা করার পথকে উন্মুক্ত করে এবং ১৯৪৮ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট প্রতিষ্ঠার পর একে একে এ রেজিমেন্ট সমৃদ্ধ হতে থাকে, যা স্বাধীনতা যুদ্ধে নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে। অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে তিনি কখনো পিছু হটেননি। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ, অস্ত্রমুক্ত শিক্ষাঙ্গন, দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি সুখী সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে গেছেন। বাংলাদেশ পৃথিবীর বুকে যত দিন টিকে থাকবে বঙ্গবীর জেনারেল আতাউল গণি ওসমানী বেঁচে থাকবেন, স্মরণীয়, বরণীয় ও অনুকরণীয় হয়ে এ দেশের মাটি ও মানুষের মনের মণিকোঠায় মুক্তির সুউজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হিসেবে।

লেখক : সামরিক ইতিহাসবিদ ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক

নামাজের সময়-সূচী

সেপ্টেম্বর	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০
ফজর	৫.০৭	৫.০৮	৫.১০	৫.১১	৫.১২	৫.১৩	৫.১৪
সূর্যোদয়	৬.২৪	৬.২৫	৬.২৬	৬.২৭	৬.২৮	৬.২৯	৬.৩০
জোহর	১২.৫৬	১২.৫৫	১২.৫৫	১২.৫৫	১২.৫৪	১২.৫৪	১২.৫৪
আসর	৫.৩২	৫.৩০	৫.২৯	৫.২৮	৫.২৭	৫.২৫	৫.২৪
মাগরিব	৭.২৬	৭.২৪	৭.২২	৭.২১	৭.১৯	৭.১৭	৭.১৬
এশা	৮.৪৪	৮.৪২	৮.৪০	৮.৩৮	৮.৩৭	৮.৩৫	৮.৩৩

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

বাংলা সাহিত্যে নজরুলের আত্মপ্রকাশ

॥ আবু হেনা আবদুল আউয়াল ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) ও প্রমথ চৌধুরীর (১৮৬৮-১৯৪৬) পরিণত পর্যায়ে- ১৯১৯ সালে কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) বাংলা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেন। তার প্রথম প্রকাশিত গল্প 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী'। এটি মাসিক 'সওগাত' (১৯১৮) পত্রিকা (প্রথম বর্ষ, সপ্তম সংখ্যায়-১৩২৬) ১৯১৯ সালের মে মাসে প্রকাশিত হয়। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন লিখেছেন, 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' প্রকাশের সাথে সাথেই ঘোষিত হয় সাহিত্য ক্ষেত্রে কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম আবির্ভাব এবং এই রচনাটি সেকালেই পাঠক ও সাহিত্যিক সমাজের বিস্মিত দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার এই প্রথম মুদ্রিত রচনাটির ভাষা ও রচনাভঙ্গি ছিল অভিনব ধরনের, যা আমাদের সাহিত্যে ইতঃপূর্বে দেখা যায়নি।' (সাহিত্য ক্ষেত্রে নজরুলের আর্বিভাব , নজরুল ইনস্টিটিউট পত্রিকা, প্রথম সঙ্কলন, মে-১৯৮৫ : ২)

এরপর একই সালের জুলাই-আগস্ট সংখ্যায় 'বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায় (১৯১৮) তার প্রথম কবিতা 'মুক্তি' প্রকাশিত হয়। করাচির সেনানিবাস থেকেই তিনি ওই গল্প ও কবিতাটি ওই পত্রিকা দু'টির সম্পাদক বরাবরে প্রেরণ করেন।

তার 'স্বামীহারা' (গল্প), 'কবির সমাধি' (কবিতা), 'তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা' (নিবন্ধ), 'হেনা' (গল্প), 'আশায়' (কবিতা), 'ব্যথার দান' (গল্প), 'মেহের নেগার' (গল্প) ও 'ঘুমের ঘোরে' (গল্প) করাচি সেনানিবাসে রচিত। সে সময়ে তিনি এগুলো কলকাতার সওগাতসহ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রেরণ করেন এবং যথারীতি প্রকাশও হয়। এসব পত্রিকাসহ অন্যান্য পত্রিকায়ও তিনি অনেক লেখা প্রেরণ করেন, কিন্তু নানা কারণে প্রকাশ অযোগ্য বিবেচিত হওয়ায় সেগুলো ছাপানো হয়নি।

লেখালেখি সূত্রে মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন (১৮১৮-১৯৯৪) ও মুজফ্ফর আহ্মদ (১৮৮৯-১৯৭৩) প্রমুখ সম্পাদকের সাথে তার পরিচিতি গড়ে ওঠে। এ পরিচয়সূত্রেই তিনি বাঙালি পল্টন ভেঙে দেয়ার পর (মার্চ, ১৯২০) কলকাতায় এসে মুজফ্ফর আহ্মদের সাথে বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-সমিতির অফিসে (৩২, কলেজ স্ট্রিট) থাকার সুযোগ পান। উল্লেখ্য, ১৯২০ সালের জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে নজরুল এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে কলকাতায় আসেন। এ সময় শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭৬) তাকে নিয়ে মুজফ্ফরের কাছে আসেন এবং তার সাথে নজরুল প্রথম পরিচিত হন। পল্টন ভেঙে দিলে (১৯২০) তিনি নজরুলকে সাহিত্য সমিতির অফিসে এসে থাকতে বলেন। নজরুল তাতে সম্মতি জানান (মুজফ্ফর আহ্মদ ২০১৫ : ১৪-১৫)। সেখানে আগে থেকেই মুজফ্ফর আহ্মদ ও আফজাল-উল হক (১৮৯১-১৯৭০) বাস করছিলেন।

সাহিত্য সমিতির অফিসে নজরুলের আগমনের স্মৃতিচারণ করে মুজফ্ফর আহ্মদ লিখেছেন, সেই ঘরে নজরুল ইসলামের জন্য একখানা তখত পোশ পড়ল। কৌতূহলের বশে আমরা তার গাঁটরি-বোচকাগুলো খুলে দেখলাম। তাতে তার লেপ, তোশক ও পোশাক পরিচ্ছদ ছিল। সৈনিক পোশাক তো ছিলই, আর ছিল শিরওয়ানি (আচকান), ট্রাউজার্স ও কালো উঁচু টুপি, যা তখনকার দিনে করাচির লোকেরা পরতেন। একটি দূরবীনও (বাইনোকুলার) ছিল। কবিতার খাতা, গল্পের খাতা, পুঁথি-পুস্তক, মাসিক পত্রিকা এবং রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি ইত্যাদিও ছিল। পুস্তকগুলোর মধ্যে ছিল ইরানের মহাকবি হাফিজের দিওয়ানের একখানা খুব বড় সংস্করণ। তাতে মূল পার্সির প্রতি ছত্রের নিচে উর্দু তরজমা দেয়া ছিল। (কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা ২০১৫ : ১৭)

এ উদ্ধৃতি থেকে নজরুলের সাহিত্যচর্চা-সাধনার ব্যাপক প্রস্তুতি জানা যায়। কলকাতার সাহিত্যিক পরিবেশ তার ভবিষ্যৎ জীবনের গতি-নির্ধারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বিশেষত মুজফ্ফর আহ্মদের পরামর্শে তিনি অন্য কোনো চাকরি না খুঁজে লেখালেখিতে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেন।

১৯২০ সালের ২৪ মে (বৈশাখ, ১৩২৭) থেকে আফজাল-উল হক 'মোসলেম ভারত' নামে একটি সচিত্র মাসিক পত্র প্রকাশ শুরু করেন। তাতে সম্পাদকরূপে তার পিতা মোজাম্মেল হকের (১৮৬০-১৯৩৩) নাম মুদ্রিত হলেও এবং পত্রিকার সম্পাদকীয় ঠিকানা '৩, কলেজ স্কয়ার' লেখা থাকলেও প্রকৃতপক্ষে আ-ফজাল-উল হকই তার মেসে বসে সম্পাদনা করতেন। এ পত্রিকায় শুরু থেকেই নজরুলকে লেখার অনুরোধ করা হয়। করাচিতে আংশিক লিখিত তার পত্রোপন্যাস 'বাঁধন হারা' (গ্রন্থাকারে প্রকাশ-১৯২৭) এ পত্রিকায় প্রথম সংখ্যা থেকেই ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হতে থাকে। অন্যান্য সংখ্যায় তার 'খেয়া-পারের তরণী' (চতুর্থ সংখ্যা, শ্রাবণ-১৩২৭), 'কোরবানি' (পঞ্চম সংখ্যা, ভাদ্র-১৩২৭), 'মোহররম' (ষষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন-১৩২৭) প্রভৃতি কবিতা এবং কিছু গান প্রকাশিত হলে তার কবিখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। মুস্তাফা নূরউল ইসলাম যথার্থই বলেছেন- 'এ কথা অত্যুক্তি নয় যে, বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে প্রথম পদক্ষেপেই আপন অবস্থানটি নজরুল জয় করে নিয়েছিলেন। বিস্ময়কর সাযুজ্য খুঁজে পাই রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজারের সেই বহু খ্যাত উক্তিতে 'রহর, রফর, রপর-এলাম দেখলাম, জয় করলাম।' (সমকালে নজরুল ইসলাম-১৯৮৩ : ছয়) বাংলা সাহিত্যে তার আবির্ভাবের গুরুত্ব উল্লেখ করে মুহম্মদ এনামুল হক যে মন্তব্য করেছেন, এ প্রসঙ্গে তাও প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, 'তাহার আবির্ভাবে শুধু মুসলিম সাহিত্যের নহে, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের মোড় ফিরিয়া গেল।' (মুসলিম বাংলা সাহিত্য-১৯৬৫ : ৩৩০) এতদিন মুসলমান-রচিত সাহিত্য পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য হয়ে ওঠেনি। অন্যদিকে, হিন্দু-রচিত সাহিত্য অনেকটা পূর্ণাঙ্গ হলেও তাতে মুসলমানের জীবন উহ্য ছিল। নজরুলই প্রথম সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক, যিনি একই সাথে হিন্দু-মুসলমান পুরাণ-ঐতিহ্য, শব্দ ও চরিত্রের মাধ্যমে প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি করেন। একই সময়ে এ কে ফজলুল হকের (১৮৭৩-১৯৬২) স্বত্বাধীন ও পরিচালিত সান্ধ্য দৈনিকে 'নবযুগ' (১২ জুলাই, ১৯২০) মুজফফর আহমদের সাথে যুগ্ম সম্পাদকরূপে নজরুল যোগদান করেন। এর ফলে, তার সাহিত্যিক প্রতিভার পাশাপাশি সাংবাদিক প্রতিভাও আত্মপ্রকাশের সুযোগ ঘটে। এ পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় তিনি অনেকগুলো সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখেন। এর বেশির ভাগই ছিল তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও রাজনীতি-বিষয়ক। তাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সাহিত্যচিন্তা-বিষয়ক একটি প্রবন্ধ- 'বাঙলা সাহিত্যে মুসলমান' (দ্র : আবদুল কাদির সম্পা, নজরুল রচনাবলি, প্রথম খণ্ড-১৯৯৩ : ৮১১) লক্ষ করা যায়। তৎকালীন মুসলমান লেখকদের সাহিত্যিক দুর্বলতা, সঙ্কীর্ণতা ও অদূরদর্শিতার সমালোচনা এবং সে সাথে তরুণ লেখকদেরকে সাহিত্যিক দিকনির্দেশনা দিতে গিয়ে এ প্রবন্ধে নজরুল যে সাহিত্যচিন্তার পরিচয় পরিকীর্ণ করেছেন, তাতে ফুটে উঠেছে তার এতদ্বিষয়ক চিন্তার পরিপক্বতা ও গভীরতা। স্মরণযোগ্য যে, তখন তার বয়স মাত্র ২০-২১ বছর। করাচি সেনানিবাসে ফার্সি ভাষা ও কাব্যের পাঠ এবং তার অব্যাবহিত পরে কলকাতার সাহিত্যিক পরিবেশে অবস্থান তার সাহিত্যচিন্তা গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। তার আত্মপ্রকাশলগ্নে লিখিত ও প্রকাশিত ওই 'বাঙলা সাহিত্যে মুসলমান' শীর্ষক প্রবন্ধে অভিব্যক্ত তার এ সাহিত্যচিন্তার মূল কথাগুলো এভাবে সাজানো যায় :



১. সাহিত্যের একটি উপকারের ও স্থায়িত্বের দিক আছে। যে সাহিত্য নিষ্প্রাণ, নির্জীব ও জড়, সে সাহিত্য দিয়ে কোনো উপকারও হয় না, সে সাহিত্য স্থায়িত্বও পায় না।

২. বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া খুব কম লেখকের লেখায়ই মুক্তির উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠতে দেখা যায়।

৩. সাহিত্য হচ্ছে প্রাণের অভিব্যক্তি। যার প্রাণ নেই, যে জড়, সে লেখায় এ অভিব্যক্তি ব্যক্ত করতে পারে না।

৪. যাদের জীবন একঘেয়ে, বৈচিত্র্যহীন সৌন্দর্যহীন, গম্ভীর, নির্জীব ও চলার আনন্দবঞ্চিত তাদের পক্ষে সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব নয়।

৫. সাহিত্যের মুক্তধারায় থাকবে চলার আনন্দ, স্রোতের বেগ, ঢেউয়ের কলতান ও চঞ্চলতা।

৬. শুধু আবর্জনা, কঙ্কাল ও জড়তার মুদ্রিত রূপ সাহিত্য নয়, সাহিত্যে থাকবে প্রাণশক্তি, চিন্তাশক্তি ও ভাবসম্পদ।

৭. শরীর নীরোগ হলে মনে আপনা আপনিই একটি বিমল আনন্দ উছলে পড়ে। সে কারণে যে লেখকের স্বাস্থ্য যত ভালো, তিনি তত প্রফুল্লচিত্র এবং তার লেখাও তত বেশি স্বাস্থ্যসম্পন্ন, তত বেশি কলমুখর।

৮. লেখকের লেখা হচ্ছে প্রাণের সত্য অভিব্যক্তি। যেখানে লেখক সত্য সেখানে সে সত্য সত্যভাবেই ফুটে উঠবে। অন্যদিকে, যেখানে লেখক মিথ্যা, সেখানে সেই মিথ্যাকে হাজার চেষ্টা করলেও তিনি লুকোতে পারবেন না।

৯. লেখকের প্রাণ হবে আকাশের মতো উন্মুক্ত, উদার; তাতে কোনো প্রকার ধর্মদ্বেষ, জাতিদ্বেষ বা বড়-ছোট জ্ঞান থাকবে না। ডোবার জলের মতো তার প্রাণ যদি পঙ্কিল, সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ হয়, তাহলে তার সাহিত্য সাধনা চরমভাবে ব্যর্থ হবে।

১০. সাহিত্য ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক সৃষ্টি হলেও তাতে বিশ্বমানুষের ভাব-ভাবনা পরিস্ফুট হতে হবে। লেখক নিজের কথা নিজের ব্যথা দিয়ে বলবেন। তিনি যতই সূক্ষ্মতত্ত্বের আলোচনা করুন না কোনো, তা দেখেই যেন বিশ্বের যেকোনো লোক বলতে পারে এটি তারই অন্তরের কথা।

১১. যা বিশ্বসাহিত্যে স্থান পায় না, তা স্থায়ী সাহিত্য হতে পারে না। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথই বিশ্বসাহিত্য সৃষ্টি করতে পেরেছেন।

১২. সাহিত্যে সর্বজনীনতা ফুটিয়ে তুলতে হবে। নিজের জাতীয় ও দেশীয় বিশেষত্বকে না এড়িয়ে এ সর্বজনীনতা রূপ দিতে হবে। অর্থাৎ, সাহিত্য একই সাথে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চরিত্রের হবে।

১৩. বিশ্বের সব মানুষের অন্তরের সূক্ষ্ম ভাবানুভূতি একই রকম। সাহিত্যসৃষ্টির সময় এ সূক্ষ্ম ভাবানুভূতির দিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

১৪. জীবনের গূঢ় রহস্যকে বিশ্লেষণ করে সাহিত্যে সৌন্দর্য ও মঙ্গল ফুটিয়ে তুলতে হবে। সত্য লক্ষ্য হলে, সুন্দর ও মঙ্গলসাধনা ব্রত হলে সাহিত্য সম্মান লাভ করবে।

১৫. আর্টের (ধৎঃ) অর্থ সত্যের প্রকাশ (execution of truth) এবং সত্যমাত্রেই সুন্দর, সত্য চিরমঙ্গলময়। আর্টকে সৃষ্টি, আনন্দ, বা মানুষ এবং প্রকৃতি (সধহ ঢ়ষঁং হধঃঁৎব) ইত্যাদি অনেক কিছু বলা যেতে পারে। তবে, সত্যের প্রকাশই হচ্ছে এর অন্যতম উদ্দেশ্য।

পরবর্তীকালেও বিভিন্ন প্রসঙ্গে নজরুল সাহিত্য সম্পর্কে নানা চিন্তাধারা ব্যক্ত করেছেন। সেগুলোকে উপর্যুক্ত সাহিত্যচিন্তার সম্পূরকরূপে বিবেচনা করা যায়। সাহিত্যচর্চা-সাধনার শুরুতে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া প্রমথ চৌধুরীর লেখা ও চিন্তার সাথেও তার পরিচয় ছিল। সেটি বোঝা যায়, করাচি সেনানিবাস থেকে প্রমথ চৌধুরী-সম্পাদিত 'সবুজপত্র'(১৯১৪)-এ কবিতা প্রেরণ থেকে (যদিও সবুজপত্র তার কবিতা ছাপেনি) ও 'সবুজপত্র'-এর নিজস্ব আভিজাত্য' (দ্র : আবদুল কাদির সম্পা, ১৯৯৩ : ৩৬৫) এর উল্লেখ থেকে। তিনি সাহিত্যে সৌন্দর্য ও মঙ্গল ফুটিয়ে তুলতে বলেছেন। এদিক থেকে বরং মনে হয়, তার সাহিত্যচিন্তা অনেকটা বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ পর্যায়ের উপযোগবাদী, অর্থাৎ 'ধৎঃ ভড়ৎ যঁসধহং ংধশব'-এর সমধর্মী।

নজরুল ছিলেন সমাজসচেতন লেখক। তিনি সাহিত্যের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সমাজসচেতন দৃষ্টিভঙ্গি ও উদ্দীপনা সৃষ্টিতে সচেষ্ট ছিলেন। সে জন্যই তার সাহিত্যচিন্তায় সৌন্দর্যের পাশাপাশি মানবিক মঙ্গলের দিকটিও সমান গুরুত্বে উল্লিখিত।

নজরুলের সামগ্রিক মানসচৈতন্য গঠনে তৎকালীন তরঙ্গবিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক পরিবেশ মুখ্য ভূমিকা পালন করে। বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) ও বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন (১৯০৫- ১৯১১), প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) ও ওই যুদ্ধের উদ্দেশ্যে ৪৯ নম্বর বেঙ্গল রেজিমেন্টে তার যোগদান (১৯১৭), রুশ বিপ্লব (১৯১৭), যুদ্ধপরবর্তী সময়ে ব্রিটিশ ও তার সহযোগী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কর্তৃক বিশাল ওসমানীয় রাজ্য নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেয়া ও তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, একই সময়ে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকারের নানা চণ্ডনীতি গ্রহণ ও দেশপ্রেমিকদের ধরপাকড়, নির্যাতন, জালিওয়ানাবাগ হত্যাকাণ্ড (১৯১৯), খেলাফত-অসহযোগ আন্দোলন (১৯১৯-১৯২২) ও এ আন্দোলনে তার সক্রিয় সমর্থন, কখনো বা অংশগ্রহণ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে তিনি শৈশব-কৈশোর ও যৌবনের সূচনাপর্ব অতিক্রম করেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই এসব ঘটনা ও তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় তার ভাব ও চিন্তালোক সৃষ্টি ও পুষ্ট করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও রুশ বিপ্লবের অভিঘাতে সাহিত্য-শিল্পে প্রচলিত আনন্দ-সৌন্দর্যের ধারণা তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ল; তৎপরিবর্তে গুরুত্ব পেল জীবন ও সমাজের নানা প্রসঙ্গ, যা কি না বিদ্যমান অবস্থার পরিবর্তনে সহায়ক ছিল। নতুন যুগ নিয়ে এলো নতুন জীবনচেতনা, শুধু এ দেশে নয়, প্রায় সারা বিশ্বেই। বাংলা সাহিত্যে নজরুলই প্রথম এ পরিবর্তিত নতুন জীবনচেতনা গ্রহণ ও ধারণ করেন। সাহিত্যচর্চা-সাধনা শুরুতে তার সৃষ্ট সাহিত্য ও সাহিত্যচিন্তা এ নতুন জীবনচেতনা-সম্ভূত।

বোঝা যায়, নজরুল যথেষ্ট লেখাপড়া করে, প্রস্তুতি নিয়ে, জেনে-শুনে-বুঝে 'অসঙ্কোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস'-এ ভর করে বাংলা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেন। সাহিত্যের নানা আঙ্গিক, লক্ষ্যাদর্শ ও বিষয় সম্পর্কে তিনি আপন চেষ্টায় জ্ঞানার্জন করেছেন, যা তার মেধা, মনন ও আবেগ উদ্দীপনার শিল্পিত এবং স্বতন্ত্র স্বর ও সুরে প্রকাশিত। স্ফটিক স্বচ্ছ ধারণা নিয়েই বাংলা সাহিত্যে তার আত্মপ্রকাশ।

তিনি 'ব্যথার দান' (গল্পগ্রন্থ), 'অগ্নিবীণা' (কাব্যগ্রন্থ) ও 'যুগবাণী' (প্রবন্ধগ্রন্থ) হাতে নিয়ে ১৯২২ সালে বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন ও ব্যতিক্রমী কবিসত্তা ও ব্যক্তিত্বের পৌরুষ ঔজ্জ্বল্যে পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। তাতে চতুর্দিকে একটি অপূর্ব চাঞ্চল্য সৃষ্টি হলো। প্রশ্ন জাগল, নানা ধরনের তর্ক-বিতর্ক শুরু হলো। তার আত্মপ্রকাশের, বিশেষ করে 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থের (অক্টোবর-১৯২২) মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যের পালাবদল শুরু হলো। রবীন্দ্রনাথের মতো নোবেলবিজয়ী বিশ্বকবিও তার সদ্য লিখিত 'বসন্ত' (১৯২৩) গীতিনাটিকা তাকে 'কবি' স্বীকৃতি দিয়ে উৎসর্গ করেন, 'শ্রীমান কবি কাজী নজরুল ইসলাম স্নেহভাজনেষু, ১০ ফাল্গুন-১৩২৯' লিখে এবং সেটি কারাবন্দী নজরুলের কাছে পাঠিয়ে দেন।



ডেঙ্গু থেকে গর্ভবতী মায়েদের সতর্কতা

॥ লে. কর্নেল নাজমুল হুদা খান ॥

যেকোনো দেশে দুর্যোগ, মহামারি, অতিমারির প্রাদুর্ভাবে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকে নারী, শিশু ও বয়স্করা। এর মধ্যে গর্ভবতী নারী ও গর্ভের শিশুর ঝুঁকি মারাত্মক পর্যায়ের। এ বছর ভয়ংকর হয়ে ওঠা ডেঙ্গু রোগীর মোট সংখ্যা অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। ডেঙ্গুতে এক বছরে এত মৃত্যু আগে কখনো দেখেনি বাংলাদেশ।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিশ্লেষণ অনুযায়ী চলতি বছর দেশে এ পর্যন্ত ডেঙ্গু শনাক্তদের মধ্যে ৬২.৩০ শতাংশ পুরুষ এবং ৩৭.৭ শতাংশ নারী। তবে মৃতদের মধ্যে শতকরা হিসাবে ৫৭.৩৯ শতাংশই নারী। তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে পুরুষরা আক্রান্ত বেশি হলেও মৃত্যুতে নারীর হার বেশি। গর্ভবতী নারীদের ক্ষেত্রে এ হার আরো বেশি।

সংশ্লিষ্টদের মতে, গর্ভবতী নারীর ডেঙ্গু হলে মৃত্যুঝুঁকি তিন গুণ বেড়ে যায়।

বিভিন্ন কারণে ডেঙ্গু আক্রান্ত নারীদের শারীরিক জটিলতা ও মৃত্যুঝুঁকি বেশি। আইসিডিডিআরবির মতে, বাংলাদেশে এখনো ১.৭ কোটি প্রজননক্ষম নারী অপুষ্টিতে ভুগে থাকেন। তাঁদের মধ্যে প্রায় ২৫ ভাগের কম ওজন এবং ২০ ভাগ খর্বাকৃতির।

অপুষ্টিতে ভোগা নারীর দেহে রোগ প্রতিরোধক্ষমতাও স্বভাবতই কম থাকে। এটি ডেঙ্গু আক্রান্ত নারীর শারীরিক জটিলতা সৃষ্টি ও মৃত্যুঝুঁকি বাড়ার অন্যতম কারণ। নারীদের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় জৈবিক প্রক্রিয়া, যেমন–গর্ভাবস্থা, মাসিক ঋতুস্রাব ইত্যাদি শরীরের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা আরো হ্রাস করে।

গর্ভাবস্থার প্রথম ও শেষ দিকে ডেঙ্গু আক্রান্ত হলে ঝুঁকির পরিমাণ বেশি। প্রথম তিন মাসে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হলে গর্ভপাত হওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং গর্ভের শিশুর গঠনপ্রক্রিয়ায় জটিলতার কারণে বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হতে পারে।

গর্ভবতী মায়ের শরীরে বিভিন্ন জটিল রোগ, যেমন–প্রি-একলাম্পশিয়া, একলাম্পশিয়া, জরায়ুতে পানি কমে যাওয়া এবং সিজার অপারেশনের মাধ্যমে প্রসবের হার বেড়ে যাওয়া ইত্যাদি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। গর্ভাবস্থার দ্বিতীয় ও শেষ তিন মাসে মায়ের ডেঙ্গু সংক্রমণ হলে বাচ্চার অকাল প্রসব ও বাচ্চা ওজনে কম হতে পারে। ডেঙ্গু আক্রান্ত মায়ের রক্তে অণুচক্রিকার পরিমাণ কমে যায়। শরীরে রক্ত জমাট বাঁধার যে প্রক্রিয়া, তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে কারো কারো দাঁতের গোড়া, চোখ ও নাক দিয়ে রক্ত বের হয়। গর্ভবতী মায়ের এ ক্ষেত্রে রক্তক্ষরণ শুরু হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এতে মা ও সন্তান দুজনেরই মৃত্যুঝুঁকি বেড়ে যায়। অনেকের প্রসবকালীন ও প্রসব-পরবর্তী রক্তক্ষরণের ফলে মৃত্যুও হতে পারে।

গর্ভবতী মা ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হলে খুব দ্রুত তাঁদের শরীরে ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে সেপটিসেমিয়া দেখা যেতে পারে। এ অবস্থায় রক্তচাপ কমে যাওয়া ও অন্যান্য জটিলতায় হঠাৎ শক সিনড্রোমে চলে যাওয়ার ঝুঁকিও বেড়ে যায়। মা ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হলে মায়ের শরীর থেকে গর্ভের সন্তানের শরীরে রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়। প্রয়োজনীয় পুষ্টি ও অক্সিজেনের স্বল্পতা দেখা দেয়। এ কারণেও গর্ভে বাচ্চার মৃত্যু হতে পারে বা জন্মগত নানা ত্রুটি নিয়ে শিশু জন্মের ঝুঁকি তৈরি হয়।

ডেঙ্গু ভাইরাস মায়ের শরীর থেকে গর্ভের সন্তানের শরীরে যেতে পারে, বিশেষ করে গর্ভের শেষ দিকে এবং সন্তান প্রসবের সময় মা আক্রান্ত থাকলে এই সমস্যা বেশি হয়। ফলে জন্মের পরই ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হতে পারে নবজাতক। এ ক্ষেত্রে নবজাতকের হাসপাতালে ভর্তি, আইসিইউতে স্থানান্তর এবং অনেক ক্ষেত্রে ভেনটিলেটর ব্যবহারেরও প্রয়োজন হয়।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিশ্লেষণ অনুযায়ী চলতি বছর দেশে এ পর্যন্ত ডেঙ্গু শনাক্তদের মধ্যে ৬২.৩০ শতাংশ পুরুষ এবং ৩৭.৭ শতাংশ নারী। তবে মৃতদের মধ্যে শতকরা হিসাবে ৫৭.৩৯ শতাংশই নারী। তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে পুরুষরা আক্রান্ত বেশি হলেও মৃত্যুতে নারীর হার বেশি। গর্ভবতী নারীদের ক্ষেত্রে এ হার আরো বেশি।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গবেষণায় দেখা যায় যে ডেঙ্গু আক্রান্ত গর্ভবতী মায়েদের অকালে সন্তান প্রসব, কম ওজনের নবজাতক প্রসব, অকাল গর্ভপাত, প্রি-একলাম্পশিয়া, একলাম্পশিয়া, গর্ভে শিশুর মৃত্যু ইত্যাদির ঝুঁকি থাকে। গবেষণার তথ্য-উপাত্তে দেখা যায়, শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ গর্ভবতী মায়ের সিজার অপারেশনের মাধ্যমে সন্তান প্রসব, ১২ ভাগ মায়ের প্রি-একলাম্পশিয়া, ১৬ ভাগের অকালে সন্তান প্রসবের ঘটনা ঘটেছে। অন্য গবেষণায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত গর্ভবতী মায়েদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৩৭ শতাংশের অকালে সন্তান প্রসব, ৩৩ শতাংশের নবজাতকের কম ওজন, ১৮ শতাংশের গর্ভে পানি কমে যাওয়া, ১০ শতাংশের গর্ভে সন্তানের মৃত্যু, ৫ শতাংশের অকাল গর্ভপাত, জন্মের পর ৫ শতাংশ নবজাতকের মৃত্যু, ৩ শতাংশ বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম ও ১০ শতাংশ নবজাতকের হাসপাতালে ভর্তি এবং আইসিইউ বা ভেনটিলেটর সাপোর্টের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। আমাদের দেশে নারীদের মধ্যে দ্রুত চিকিৎসাসেবা নেওয়ার প্রবণতা কমের পাশাপাশি একটি বড় অংশের মধ্যে নিজের স্বাস্থ্য নিয়ে উদাসীনতা থাকে। পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে নারীরা তাদের যত্ন নেয় ঠিকই, কিন্তু নিজে অসুস্থ হলে গুরুত্ব কম দেয়। অসুস্থ হলে বাসায় থেকে চিকিৎসা নেওয়ার প্রবণতাও থাকে। এ ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যদের মধ্যেও নারী সদস্যদের প্রতি অবহেলার কারণে দেরিতে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত নারীর শারীরিক জটিলতা কিংবা মৃত্যুর হার বেশি দেখা যায়।

পরিবারের কোনো নারী গর্ভবতী হলে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সবার এগিয়ে আসতে হবে। অনেক সময় দেখা যায়, জ্বরের লক্ষণ থাকলেও ডেঙ্গু পরীক্ষা করা হয় না। পরীক্ষা না করলে, শুধু উপসর্গ দিয়ে শতভাগ নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়। কারণ ডেঙ্গুর লক্ষণগুলো অন্যান্য ভাইরাস জ্বরের মতো প্রায় একই রকম। উচ্চমাত্রার জ্বর, মাথা ব্যথা, বমি, পেশি ও জয়েন্টের ব্যথা এ সময় ডেঙ্গুর অন্যতম লক্ষণ, গায়ে র‍্যাশও দেখা দিতে পারে। তবে ডেঙ্গু হলেই যে তীব্র জ্বর থাকবে এমনটা নয়। জ্বর ১০০-এর নিচে থাকা অবস্থায়ও অনেকের ডেঙ্গু শনাক্ত হয়েছে। তাই গর্ভবতী নারীর জ্বর হলে দ্রুত পরীক্ষা ও ডেঙ্গু শনাক্ত হলে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তির পরামর্শ চিকিৎসকদের। তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকলে বাড়িতে রেখেও নিবিড় পরিচর্যার মাধ্যমে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তোলা সম্ভব। গর্ভবতী মায়ের মধ্যে যদি বিপদ চিহ্ন দেখা দেয়, তাহলে চিকিৎসকরা তাঁকে হাসপাতালে ভর্তির পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

ডেঙ্গুতে আক্রান্ত গর্ভবতী মায়ের আবাসিক ব্যবস্থাপনা

গায়ে জ্বর থাকলে পানি দিয়ে শরীরে বারবার স্পঞ্জ করে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। বেশি পরিমাণে তরল খাবার, বিশেষ করে খাওয়ার স্যালাইন, ডাবের পানি, ফলের শরবত, স্যুপ ইত্যাদি খাওয়াতে হবে। ডেঙ্গুতে আক্রান্ত মাকে সব সময় মশারির ভেতরে রাখতে হবে। গায়ে কয়েক ঘণ্টা অন্তর অন্তর মশা নিরোধীকরণ স্প্রে, ক্রিম বা জেল ব্যবহার করা যেতে পারে। মশার কামড় প্রতিরোধে হাত ও পায়ে মোজা ব্যবহার করা যেতে পারে।

ডেঙ্গুতে আক্রান্ত গর্ভবতী মায়ের হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা

সন্দেহজনক ডেঙ্গুতে আক্রান্ত মাকে দ্রুত মেডিসিন বিশেষজ্ঞ বা জেনারেল ফিজিশিয়ানের কাছে নিয়ে তাঁদের পরামর্শমতো প্রয়োজনে হাসপাতালে ভর্তি করাতে হবে। হাসপাতালে সাধারণত নিম্নোক্ত চিকিৎসা প্রদান করা হয়ে থাকে। ডেঙ্গুর ধরন বুঝে প্যারাসিটামল অথবা অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ দেওয়া হয়ে থাকে। রক্তচাপ অস্বাভাবিক থাকলে স্যালাইন দিয়ে তা নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। রোগীর শক সিনড্রোম বা রক্তক্ষরণের উপসর্গ থাকলে স্যালাইনের মাধ্যমে শরীরে অ্যালবুমিন প্রদান করা হতে পারে। রক্ত দেওয়ারও প্রয়োজন হতে পারে। রক্তে প্লাটিলেটের সংখ্যা আশঙ্কাজনক কমে গেলে বা রক্তরক্ষণ হলে প্লাটিলেট দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

মশার বংশবৃদ্ধি ও কামড় প্রতিরোধে করণীয়

বাড়ির আশপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। এডিস মশার ডিম পাড়ার স্থান, যথা–টায়ার, ব্যারেল, প্লাস্টিকের ড্রাম ও জেরিকেনের মধ্যে জমা পরিষ্কার পানি, বারান্দায় থাকা গাছের টব, এসির ট্রে, মাটির পাত্র, ফ্রিজের ট্রে, রান্নাঘরের র‍্যাক, রান্নাঘর বা বাথরুমের পানি জমে থাকা ড্রেন, কুলার, বাথরুম বা সিস্টার্নে থাকা লিকেজ, অব্যবহৃত খোলা বালতি বা পানির পাত্র, ঘর সাজানোর ফুলের টব বা বনসাই প্লান্টের টব বা ইনডোর প্লান্ট টব ইত্যাদি দ্রুত পরিষ্কার এবং জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করতে হবে। যে পানিতে এডিস মশা ডিম দিয়েছে, তা ফেলে দিলেই ডিম ধ্বংস হয়ে যাবে। এ ছাড়া সে পানিতে তেল ঢেলে, সাবান দিয়ে কিংবা ভিনেগার মিশিয়ে ডিম ধ্বংস করা যায়। মশা নিধনের জন্য ঘরে-বাইরে স্প্রে করতে হবে। শরীরের খোলা অংশে মশা প্রতিরোধী ক্রিম ব্যবহার করুন। ঘুমানোর সময় মশারি ব্যবহার আবশ্যক। এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায়, তাই দিনের বেলা ঘুমানোর সময়ও অবশ্যই মশারি টাঙিয়ে ঘুমাতে হবে।

মশা প্রতিরোধী অ্যারোসল, কয়েল বা ফাস্ট কার্ড গর্ভবতী মায়ের জন্য অনেক সময় ক্ষতিকর; এর পরিবর্তে মসকুইটো কিলার বাল্ব, ল্যাম্প, কয়েল, কিলার ব্যাট, রেপেলার মেশিন, কিলার ট্র্যাপ ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে নিরাপদে মশা প্রতিরোধ করা যেতে পারে।

লেখক : চিকিৎসক, জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, প্রেষণে কুয়েতে নিযুক্ত

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এসে বসবাস করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ অনায়াসে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হয়ে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের ভিসা নিয়ে পারেন এবং ৫ বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিস্ট্রাকচারাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, e-mail: azizbbn@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001



রাষ্ট্রক্ষমতার নিষ্ঠুর পাগলামো

॥ গোলাম মাওলা রনি ॥

রাষ্ট্রক্ষমতা পেয়ে মানুষরূপী অমানুষরা যখন রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে উপর্যুপরি পাগলামো করতে থাকেন তখন তাদের জীবনে এমন এমনটি বিশ্বাস পয়দা হয়ে যায় যে, তাদের কথাই আইন- তারা যা বলবে তাই জনগণকে শুনতে হবে এবং তাদের কথার বিরোধিতা করার অর্থই হলো রাষ্ট্রদ্রোহিতা। তাদের মধ্যে এমন এক মানসিক রোগের সৃষ্টি হয় যার কারণে একাকিত্ব তাদের জন্য ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে।

রাজ-রাজড়াদের ক্ষমতার লোভ নিয়ে কাব্য-মহাকাব্যের শেষ নেই। আদিকালের কবে থেকে রাজার জন্ম আবার রাজারা ঠিক কোন দিন থেকে মহারাজা হলেন তার দিনক্ষণ কোনো ইতিহাসবিদ লিখে যাননি। তবে রাজনীতি, রাজ্য এবং রাজধানীর কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে হাজার বছরের ইতিহাসে রাজাদের লোভ, প্রজাদের ধন সম্পত্তি লুট করার লিপ্সা এবং বাহারি জুলুম অত্যাচারের নিষ্ঠুর পাগলামোর অসংখ্য কাহিনী ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হয়েছে। মহাকালের রাজাদের সুশাসক হওয়ার নেপথ্য কারণ যেমন তাদের জন্ম, বেড়ে ওঠা, সুশিক্ষা ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা লাভের ধারাবাহিকতাকে চিহ্নিত করা হয় তদ্রূপ কুশাসক হওয়ার জন্য প্রথমেই খোঁজা হয় অমানুষটির জন্মবৃত্তান্ত। তারপর সে কোন পরিবেশে বেড়ে উঠেছে, কী খেয়েছে এবং কী শিখেছে তাও ধর্তব্যের মধ্যে আনা হয়। পরিশেষে সব কুশাসকের ক্ষমতা গ্রহণের মধ্যেই অনিয়ম-অনৈতিকতা-নিষ্ঠুরতা-রক্তপাত, ছলচাতুরী ইত্যাদি থাকে। ফলে কুশাসক বা মন্দ রাজারা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বিশ্বাস করতে পারে না যে, তারা সাত্যকার অর্থেই রাজা। এ অবস্থায়, ক্ষমতার চেয়ারে বসে তারা হররোজ এমন সব উদ্ভট কাণ্ড-কারখানা করতে থাকেন যা কি না পাগলামোর চূড়ান্ত পর্যায় হিসেবে বিবেচিত হয়। তাদের লম্ফ-ঝম্ফ, হাঁক-ডাক, জুলুম-অত্যাচার, মিথ্যাচার, অনাচার, দুর্নীতি, ভোগ-বিলাস, রক্তপাত ইত্যাদির নেপথ্য কারণ হিসেবে নিজেদের অবিশ্বাস, আস্থাহীনতা ও অবৈধতা দায়ী করে যুগ যুগান্তরের ইতিহাসবেত্তা-জ্ঞানী-গুণীজন বহু বইপুস্তক রচনা করে গেছেন।

রাষ্ট্রক্ষমতা পেয়ে মানুষরূপী অমানুষরা যখন রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে উপর্যুপরি পাগলামো করতে থাকেন তখন তাদের জীবনে এমন এমনটি বিশ্বাস পয়দা হয়ে যায় যে, তাদের কথাই আইন- তারা যা বলবে তাই জনগণকে শুনতে হবে এবং তাদের কথার বিরোধিতা করার অর্থই হলো রাষ্ট্রদ্রোহিতা। তাদের মধ্যে এমন এক মানসিক রোগের সৃষ্টি হয় যার কারণে একাকিত্ব তাদের জন্য ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। তারা একা থাকতে ভয় পান, রাতগুলো তাদের কাছে বিভীষিকাময় হয়ে ওঠে এবং ঘুম রীতিমতো সোনার হরিণে পরিণত হয়। কোনো কুশাসক বা মন্দ রাজার নসিবে ঘুম জোটে না। নির্ঘুম রজনীর বিভীষিকা থেকে বাঁচার জন্য তারা রাতের আঁধারকে আলোকময় করে মদ-নারী এবং বিকৃত যৌনাচারে মেতে ওঠে। ফলে একটি সময়ে তারা বিকৃত রুচির বদ্ধ উন্মাদে পরিণত হয়ে পড়েন।

প্রাচীন ভারতে রাজাদের অশ্বমেধযজ্ঞের কথা জানা যায়। কোনো কোনো রাজা নরমাংস ভক্ষণ করতেন। কেউ বা করতেন রক্তপান। অনেকে শিশু হত্যা-কুমারী হত্যা, কুমারী পুঁজা কিংবা শিশু-কিশোরদেরকে নদী বা সমুদ্রে বিসর্জন দিতেন। তাদের নিষ্ঠুরতার দু'টি পর্ব ছিল। প্রথমটি হলো, নিজেদের ক্ষমতা পাকাপোক্ত ও দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য তারা কল্পনার দেব-দেবীকে খুশি করার নিমিত্তে উল্লিখিত কর্ম করতেন। অনেকে আবার নিজেদের স্বাস্থ্য-যৌবন ও শক্তিমত্তা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য বলিদান-রক্তপাত ইত্যাদি নিষ্ঠুরতার মাধ্যমে কল্পিত দেব-দেবীর মনোরঞ্জন ঘটাতেন। নিষ্ঠুরতার দ্বিতীয় পর্বে পাগলা রাজারা সর্বদা প্রতিদ্বন্দ্বী নির্মূল এবং কল্পিত শত্রু চিহ্নিতকরণ ও নিধনের নামে গণহত্যা চালাতেন। তারা সামর্থ্যবান-বিবেকবান-শিক্ষিত অভিজাত লোকদেরকে জাতশত্রু মনে করতেন। ফলে তাদের রাজ্যে কেবল সেসব লোকই বেঁচে থাকত যারা নিজেদেরকে বিবেকহীন-অশিক্ষিত ও রাজার ইচ্ছা-অনিচ্ছা-রুচি-অরুচির কাছে সমর্পণ করতে পারত।

ইতিহাসে যেসব পাগলা রাজা কুখ্যাতির শীর্ষে রয়েছেন তাদের মধ্যে রোমান সম্রাট নিরো, ক্যালিগুলা, কমোডাস, চীন সম্রাট জিয়া ঝি, ডি জিন, সুই ইয়াং ডি, রুশ সম্রাট আইভান, পিটার দ্য ফার্স্ট, আন্না, প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। অন্য দিকে ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের ইতিহাসে অন্তত ১০ জন ভয়ঙ্কর রাজার নাম বলা যাবে যারা তাদের রাজত্বকালকে জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ড বানিয়ে ফেলেছিলেন, যে তালিকায় এক নম্বরে রয়েছে রাজা স্টিফেনের নাম। এরপর দ্বিতীয় এডওয়ার্ড, চতুর্থ হেনরি, তৃতীয় রিচার্ড, অষ্টম হেনরি, প্রথম চার্লস, দ্বিতীয় জেমস এবং অষ্টম এডওয়ার্ডের নাম শুনলে এখনো ইউরোপের লোকজন ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়। ভারতবর্ষে পাগলা রাজাদের কুকর্ম শুরু হয়েছিল মহাভারতের যুগ থেকে। ইতিহাসের পরিক্রমায় হাজার বছরের মধ্যে কয়েক শ' মানবরূপী দানব ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে রীতিমতো রাক্ষসরাজত্ব কায়েম করেছিলেন, বাংলার রাজা গণেশসহ রাজা গণেশের প্রেতাত্মারা সর্বকালে রাজনীতির যে বিষবাষ্প ছড়িয়েছে তার কবলে পড়ে সব আমলেই বাঙালি নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পৃথিবীর অন্য প্রান্তে সুশাসকদের কল্যাণে পাগলা রাজাদের মন্দকর্ম যেখানে মাটিচাপা পড়েছে সেখানে সুবে বাংলায় ঘটেছে উল্টো। এখানে মন্দ শাসকদের তাণ্ডবে সুশাসকদের সব সুকর্ম চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে।

রাষ্ট্রক্ষমতায় পাগলা রাজাদের অভিষেকে কী সব লঙ্কাকাণ্ড ঘটে থাকে তার কয়েকটি নমুনা পেশ করার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। এক পাগলা রাজা দাঁত মাজতেন না। চিকিৎসকরা তাকে বারবার সতর্ক করতে থাকেন। জবাবে তিনি সবসময় বলতেন, বাঘেরা কোনো দিন দাঁত মাজে না। ফলে সেই রাজার বেশির ভাগ দাঁত নষ্ট হয়ে যায় এবং বৃদ্ধ বয়সে দেখা যায়, পাগলের একটি দাঁতও নেই। আমি যার কথা বলছি তিনি গত ২০০ বছরের মধ্যে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রভাবশালী শাসক ছিলেন এবং তার প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রটি তখন পৃথিবীর প্রধানতম পরাশক্তি।

পাগলা রাজাদের বিকৃত কর্মকাণ্ডের আরেকটি উদাহরণ দিই। এক রাজা শস্যক্ষেত ছাড়া মলত্যাগ করতে পারতেন না। তিনি লোকজনকে বলতেন, দীর্ঘদিন গেরিলা যুদ্ধ করে বনে-জঙ্গলে প্রাকৃতিক কর্ম সারতে গিয়ে তিনি এতটাই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন যে, আধুনিক টয়লেটে প্রাকৃতিক কর্ম সম্পাদন তার পক্ষে সম্ভব নয়। ফলে তার প্রাসাদের মধ্যে বিরাট এক ফসলি জমি সৃষ্টি করা হয়েছিল। তিনি দেহরক্ষীদের নিয়ে সেখানে যেতেন এবং প্রাকৃতিক কর্ম সম্পাদনের সময় তার দেহরক্ষীরা গোল হয়ে তার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়াতেন আর রাজা মনের আনন্দে আদিম কায়দায় কর্মটি সারতেন।

আমি যে রাজার কথা উল্লেখ করলাম তিনি ছিলেন প্রচণ্ড কামুক ও ধূমপায়ী। তার ডাক্তাররা ধূমপানের ক্ষতি সম্পর্কে সজাগ করলে তিনি পাল্টা ধমক লাগাতেন এবং বলতেন, ধূমপানের ফলে ফুসফুসের ব্যায়াম হয়। তিনি সাধারণত গোসল করতেন না এবং নারী সঙ্গমের পর কোনো দিনই পাক পবিত্র হতেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন, ওই বিশেষ কর্মের পর গোসল না করলে দীর্ঘ জীবন লাভ করা যায়। তার মাথায় কে বা কারা এই দুষ্টবুদ্ধি ঢুকিয়ে দিলো যে ১৪ বছরের কুমারী মেয়েদের সঙ্গ লাভ করলে তার দীর্ঘায়ু নিশ্চিত। এরপর সেই রাজা কুমারী সম্ভোগের এক অদ্ভুত রীতি চালু করলেন তার রাজ্যে। তার সাথে রাত যাপনকারী কুমারীকে তিনি সার্টিফিকেট দিতেন যা কালক্রমে সেই রাজ্যে বিশেষ সম্মান মর্যাদা ও রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হতো। আমি যার কথা বলছি তিনি জন্মেছিলেন ১৮৯৩ সালে আর মরেছিলেন ১৯৭৬ সালে। তার রাজত্বকাল ছিল ১৯৪৯ সাল থেকে মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত। তার দেশের লোকেরা তার লাশটি এখনো মমি হিসেবে সংরক্ষণ করে রেখেছে।

লেখক : সাবেক সংসদ সদস্য

Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার
Akash Ferdaus MD
Akash Medical Care
Internal & Geriatric Medicine
হার্টের ডাক্তার
Sudesh Srivastava MD
Cardiologist
পায়ের ডাক্তার
Dr. Nayeem Haque
Podiatic Surgeon
Complete Physical & Follow up
DMV/TLC, School Physical
Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
Blood, Urine Test, EKG
Immigration Physical
Podiatric Surgery
COVID Test & COVID Vaccine
All Types of Vaccine
FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM
79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

রুমী ডেন্টাল ল্যাব



আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।



Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)

Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Alam Podiatry, P.C.

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।	বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে *প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়*	ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।





❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্য রইলো আমাদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহে আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

নিউইয়র্ক থেকে মানুন চৌধুরীর প্রশ্নঃ
আমার স্ত্রী গ্রিনকার্ডধারী, বর্তমানে সে বাংলাদেশে অবস্থান করছে। ৫ মাস আগে সে তার অসুস্থ মাকে দেখার জন্য বাংলাদেশে গিয়েছে। সে যখন বাংলাদেশে যায় তখন সে প্রেগনেন্ট ছিলো। তার ডাক্তার তাকে ভ্রমণের জন্য অনুমতি দিয়েছিলো এবং তার নির্ধারিত তারিখের আগে তাকে ফিরে আসতে বলেছিলে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে তার অবস্থা জটিল হয়ে যায় আর নির্ধারিত তারিখের আগেই তার সন্তান জন্ম গ্রহণ করে।
এখন বাংলাদেশে ডাক্তার তাকে পরামর্শ দিয়েছে যে আর ২ মাস পরে সে ভ্রমণ করতে পারবে।
অনুগ্রহ করে আমাকে ব্যাপারে এই বিভাগের মাধ্যমে পরামর্শ দেবেন। কারণ আমি সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত কাজ করি বলে ল'অফিসে গিয়ে পরামর্শ গ্রহণ করতে পারছিনা। সে কারণে আপনার কাছে এ ব্যাপারে আমার জানার বিষয় হচ্ছে-
আমার স্ত্রীর বাংলাদেশে ৬ মাসের বেশি সময় অবস্থান করতে পারবে কিনা?
আমার আর একটি জানার বিষয় হচ্ছে-
আমার স্ত্রী বাংলাদেশে বেবিকে রেখে এখানে একা আসতে পারবে না। সে কারণে আমি এখন থেকে তার গ্রিনকার্ডের জন্য আবেদন করতে পারে কিনা? অথবা বাংলাদেশ থেকে সে এটা করতে পারে কিনা? এ জন্য কতদিন সময় লাগতে পারে? বাংলাদেশে সে বেবিকে একা রাখতে পারবে না। সুতরাং এখন আমরা কেমন করে আমাদের এ সমস্যার সমাধান করতে পারি? আমরা আপনার পরামর্শের অপেক্ষায় থাকলাম। আপনার পরামর্শ পেলে উপকৃত হবো এবং কৃতজ্ঞ থাকবো।

মামুন চৌধুরীর প্রশ্নের উত্তরঃ
গ্রিনকার্ডধারীরা ইউএসএর বাইরে তাদের স্ট্যাটাসের কোন ক্ষতি না করে ১ বছর সময় পর্যন্ত অবস্থান করতে পারে। ৬ মাসের বেশি অনুপস্থিতিতে (১৮০ দিনের বেশি) কিন্তু ১ বছরের কম (৩৬৫ দিনের কম) এই অনুপস্থিতি হলে ইউএস রেসিডেন্সির কনটিনুয়ারি ভঙ্গ হবে, যা আপনার সিটিজেনশীপ আবেদন প্রভাব ফেলবে। আপনার বাংলাদেশের অবস্থান যদি ৬ মাসের বেশি হয় ইমিগ্রেশন অফিসার জিজ্ঞেস করতে পারেন এদেশের বাইরে অবস্থান সম্পর্কে এবং এ ব্যাপারে রেসিডেন্সি ধরে রাখার ইচ্ছা সম্পর্কে। আপনার স্ত্রী ৬ মাসের বেশি সময় বাংলাদেশে অবস্থান করতে পারবেন যদি বৈধ এবং যথার্থ কারণ থাকে এই ৬ মাস অবস্থানের পেছনে।
আপনার ২য় প্রশ্নের উত্তরে উল্লেখ করছি যে আপনি আপনার বেবির গ্রিনকার্ডের জন্য আবেদন করতে পারেন না। আপনি যদি ইউএস সিটিজেন হন তবে আপনার নতুন জন্মগ্রহণ করা বেবি ইউএস সিটিজেন হয়ে আছেন। আপনারা তার ইউএস পাসপোর্টের জন্য আবেদন করতে হবে ঢাকা ইউএস এ্যাম্বেসিতে। তার গ্রিনকার্ড অথবা ভিসার জন্যে আবেদন করতে হবে না। আপনি যদি গ্রিনকার্ডধারী হয়ে থাকেন অথবা কোন ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস না থাকে তখন আপনার স্ত্রী তাকে সাথে নিয়ে আসতে পারে কোন ভিসা ছাড়া।



আর বেবির গ্রিনকার্ডের প্রক্রিয়া হবে পোর্ট অব এন্ট্রিতে। আপনাদের সন্তান বেবি গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে বেবিচিত হবে তার ইউএসএতে প্রথম প্রবেশের তারিখে।
উল্লেখ যে যদি একজন মা/বাবা ইউএস সিটিজেন হন তবে (সন্তান) বেবিও ইউএস সিটিজেন হিসেবে বেবিচিত হবে। কিন্তু যদি বেবি অর্থাৎ গ্রিনকার্ডেধারীর কোন সন্তান ইউএস'র বাইরে জন্মগ্রহণ করলেই সে সন্ধান (বেবি) গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে বিবেচিত হবে না। বরং সন্তানটি অর্থাৎ বেবিটি যখন ইউএসএতে প্রবেশ করবে তখন পোর্ট অব এন্ট্রিতে কর্তব্যরত কর্মকর্তা বৈধ পার্মানেন্ট রেসিডেন্সের ফরম (আই-১৮১) দেবেন যে ফরমটি প্রমাণ করবে যে বৈধভাবে প্রবেশ করেছে। বেবিটি (সন্তান) তখন বৈধ প্রবেশের ভিত্তিতে গ্রিনকার্ড লাভ করবে এটি জানা থাকা জরুরী যে, মা তার প্রথম প্রবেশের সময় বেবিটিকে তার সঙ্গে আনতে পারবে তবে সন্তানটিকে অবশ্যই জন্মের ২ বছরের মধ্যে হতে হবে।

কুইন্স থেকে অমল বিশ্বাসের প্রশ্নঃ
আমি আমার পরিবার নিয়ে নিউইয়র্কে বাস করি। আমরা ভাড়া বাসায় থাকি। আমার বাড়িওয়ালা বাড়ি ভাড়া নিয়ে খুব ঝামেলা করে। প্রায় প্রতি মাসেই ভাড়া বাড়াবার জন্য তাগাদা দেয়া এ জন্য তার সাথে আমার কথা কাটাকাটি হয়। সে আমাকে বাসা ছেড়ে দিতে বলে। এ ব্যাপারে আমি খুব দুশ্চিন্তার মধ্যে থাকি। আপনার কাছে আমার জানার বিষয় হচ্ছে বেশি ভাড়া না দিলে আমাকে বাসা ছেড়ে দিতে হবে কিনা? আমাকে আইনের মারপ্যাচে পড়তে হবে কিনা? এ ব্যাপারে আমাকের কি ধরনের অসুবিধার মধ্যে পড়তে হতে পারে?

অমল বিশ্বাসের প্রশ্নের উত্তরঃ
নিউইয়র্ক সিটিতে মালিক তার বাড়ি ভাড়া বৃদিধ করতে পারে যে কোন যুক্তিতে যথাযথ নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে। কিন্তু এই ধারার কিছু ব্যতিক্রম আছেঃ
বাড়ির লিজ শেষ হওয়ার আগে মালিক ভাড়া বৃদ্ধি করতে পারে না। মালিকরা রেন্ট কনট্রোল এপার্টমেন্টের ভাড়া বাড়াতে পারেন না।
নিউইয়র্কে মালিকরা বৈষম্য বা প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ভাড়া বাড়াতে পারেন না।
কোন রেন্ট স্ট্যাবিলাইজড ইউনিটে মালিকেরা লিজ টার্ম শেষে যদি সর্বোচ্চ আইন সিদ্ধভাবে স্থানীয় রেন্ট গাইড লাইন বোর্ডের বেঁধে দেয়া টার্ম শেষ হয়ে গেলে -ভাড়া বাড়াতে পারেন এবং সেক্ষেত্রে ১ বা ২ বছরের জন্য লিজ নবায়নের সুযোগ দিতে হবে। ল্যান্ডলর্ডরা লিজে সাধারণত, নির্ধারিত সময়ের মাঝামাঝি ভাড়া বৃদ্ধি করতে পারে না।
ল্যান্ড লডের সঙ্গে আপনার অথবা বাড়ি থেকে বের করে দেয়া সংক্রান্ত বিরোধ আপনার গ্রিনকার্ড বা সিটিজেনশীপের আবেদনে কোন প্রভাব পড়বে না। ভাড়াটিয়া হিসাবে আপনার অধিকার নিয়ে কোন রিয়েল এস্টেট বা ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট কোর্টের এটর্নীর সাথে পরামর্শ করতে পারেন। প্রয়োজনে আপনি তার সাথে বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে এই ঝামেলা থেকে মুক্ত হতে পারেন।
এ ব্যাপারে প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।
সর্বশেষ আবারো আপনাদের সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।
ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪
ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০
ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।
অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

আধিপত্যবাদ বিরোধী কবি

॥ এ কে আজাদ ॥

কাজী নজরুল ইসলাম বাঙালি জাতিসত্তার এক পরিপূর্ণ ও সচেতন মুখপাত্র। ব্রিটিশ শাসন আর আধিপত্যবাদের যাঁতাকলে পিষ্ট ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষ যখন এক মহা সঙ্কটের মুখে পতিত হয়েছিল, ঠিক এমনই দুর্বিষহ সময়ে কাজী নজরুল ইসলাম শতাব্দীর ধূমকেতু হয়ে উদিত হলেন বাংলা সাহিত্যের গগনে। এক 'ধূমকেতুর' হাতে আরেক 'ধূমকেতুর' প্রজ্বলন ঘটালেন তিনি:

আমি যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুনঃমহাবিপ্লব হেতু
এই স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু। [ধূমকেতু]

আজন্ম স্বাধীনতার চেতনা লালনকারী এই পরাধীনতার যাঁতাকল থেকে কবি এ দেশকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন জাতীয় জাগরণের মাধ্যমে। তিনি আধিপত্যবাদী ও অত্যাচারী শক্তির বিরুদ্ধে একটি সর্বব্যাপী স্বাধীনতা চেতনার জন্ম দিতে চেয়েছিলেন এ দেশের প্রতিটি মানুষের মনে। সে কারণে তিনি ঘোষণা করলেন - 'ধূমকেতু সর্বপ্রথম ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়'।

ধূমকেতুর পথচলায় মন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করলেন যুগ যুগ ধরে চলে আসা ঐতিহ্যের মিশেলে বিদ্রোহের ক্ষুরধার বাণী। সে বাণীকে গ্রহণ করল স্বদেশবাসী সবাই। সে সময়ের সাহিত্যভুবনের অগ্রপথিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ধূমকেতু'কে স্বাগত জানিয়ে লিখলেন-

কাজী নজরুল ইসলাম কল্যাণীয়েষু-
আয় চলে আয় রে ধূমকেতু
আধারে বাঁধ অগ্নিসেতু
দুর্দিনের এই দুর্গশিরে উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন,
অলক্ষণের তিলক রেখা
রাতের ভালে হোক না লেখা
জাগিয়ে দে রে চমক মেরে আছে যারা অর্ধচেতন। [২৪ শ্রাবণ, ১৩২৯, শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

কেন তিনি এমন ঘোষণা করলেন? হ্যাঁ, কারণ আছে। আধিপত্যবাদী অন্যায় অবিচারের পক্ষে যাওয়া তো দূরের কথা, নীরবে এসব মেনে নিতেই নারাজ কাজী নজরুল ইসলাম। নজরুলকে আমরা স্বাধীনতার কবি, আধিপত্যবাদ বিরোধী দ্রোহের কবি ইত্যাদি বলে গৌরব বোধ করে থাকি। নজরুলকেও সম্মানের আসনে বসাই। ঠিক আছে, কিন্তু তার বিদ্রোহ কি কেবল ব্রিটিশ সাম্রাজের বিরুদ্ধেই ছিল? তার স্বাধীনতা মানে কি কেবলই বিদেশী শাসনের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া? না, সেটি ভাবলে নজরুলের কাব্যাদর্শকে ছোট করে দেখা হবে। কেননা, তার কাব্যদর্শন তার থেকে অনেক উপরে। তার মননশীলতার চেতনা হলো সবধরনের বন্ধন থেকে মুক্তি, সবধরনের অনিয়ম, অনাচার, অবিচার থেকে মুক্তি। এমনকি আমাদের ভেতরে জেঁকে বসা যে কুসংস্কার যা আমাদের মনকে অবচেতন করে রাখে, আমাদেরকে স্বাধীনতাহীন নির্জীব-জড় করে রাখে সেই আত্মশৃঙ্খল থেকে মুক্তির গানও নজরুল গেয়েছেন। সবধরনের বিবেকহীনতা ও আত্মপ্রতারণা থেকে মুক্ত হয়ে পরিপূর্ণ মানুষ হবার বাসনাও তার। ফরাসি দার্শনিক রুশো লিখেছিলেন "গধহ রং নড়ৎহ ভৎবব, নঁঃ যব রং পযধরহবফ বাবৎুযিবৎব" (মানুষ মুক্ত হয়েই, স্বাধীনভাবে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু সর্বত্রই সে হয় শৃঙ্খলিত)। আর কাজী নজরুল ইসলাম তার 'যুগবাণী' প্রবন্ধগ্রন্থে সংকলিত 'আমাদের শক্তি স্থায়ী হয় না কেন?' প্রবন্ধাংশে লিখলেন- 'মানুষ প্রথমে জন্মে তাহার প্রকৃতিদত্ত চঞ্চলতা স্বাধীনতা ও পবিত্র সরলতা লইয়া। সে চঞ্চলতা চিরমুক্ত, সে স্বাধীনতা অবাধ গতি, সে সরলতা উন্মুক্ত উদার, মানুষ ক্রমে যতই পরিবারের গণ্ডি সমাজের সংকীর্ণতা, জাতির, দেশের ভ্রান্তি, গোঁড়ামি প্রভৃতির মধ্য দিয়া বাড়িতে থাকে, ততই তাহার জন্মগত প্রবাহের ধারা সে হারাইতে থাকে, ততই তাহার স্বচ্ছ প্রাণ এই সব বেড়ির বাঁধনে পড়িয়া পঙ্কিল হইয়া উঠিতে থাকে।' নজরুলের এই মূল্যায়ন থেকেই তার কলমকে তিনি শাণিত করেছেন মানুষের সর্বত মুক্তির লক্ষ্যে।

যে কারণে তাকে 'বিদ্রোহী' নামের তকমায় ভূষিত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন সত্য ন্যায়ের পক্ষে মহা এক বিপ্লবী, যে নেতিবাচক অর্থে ব্রিটিশ আধিপত্যবাদীরা কাজী নজরুল ইসলামকে 'বিদ্রোহী' নামে অভিহিত করেছিল, প্রকৃতার্থে তিনি সে বিদ্রোহী ছিলেন না। তিনি অন্যায় ও অবিচারকে যেমন মেনে নিতে পারেননি, তেমনি সত্য ও ন্যায়ের পরাজয়ও তিনি মেনে নিতে পারেননি। তাই তো তিনি লিখেছেন :

তোমারে ঠেলিয়া তোমার আসনে বসিয়াছে আজ লোভী,
রসনা তাহার শ্যামল এ ধরায় করিছে সাহারা গোবী! [ফরিয়াদ]

তিনি আরো লিখলেন-

যেথায় মিথ্যা ভণ্ডামি ভাই, করব সেথায় বিদ্রোহ,
ধামাধরা জামাধরা মরণভীতু চুপ রহো।
আমরা জানি সোজা কথা- পূর্ণ স্বাধীন করব দেশ,
এই দুলালুম বিজয় নিশান, মরতে আছি মরব শেষ।

[বিদ্রোহীর বাণী]

অর্থাৎ নজরুলের যে আধিপত্যবাদ বিরোধিতা তা যেন বহুমাত্রিকতা লাভ করেছে তার রচনায়। তবে আধিপত্যাবাদ বলতে আমরা কী বুঝি- সে দিকে একবার দৃষ্টি দিয়ে আসা যাক।

আধিপত্য শব্দটি দু'টি বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটির অর্থ হলো জবরদস্তিমূলক অধিপত্য, আর অপরটি হলো নেতৃত্ব, যার মধ্যে সম্মতি প্রচ্ছন্ন থাকে। আধিপত্য এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো ঐবমবসড়হু, ১. আধিপত্য বলতে একটি দেশ বা জাতির দ্বারা অন্য দেশ বা জাতির উপর প্রভাব বা নিয়ন্ত্রণ বুঝায়।

২. আধিপত্য মানে একটি রাষ্ট্র বা একটি সামাজিক গোষ্ঠীর দ্বারা অন্য একটি রাষ্ট্র বা সামাজিক গোষ্ঠীর ওপর নেতৃত্ব।

৩. ইতালীয় মার্কসবাদী দার্শনিক অ্যান্তোনিও গ্রামশি সাংস্কৃতিক আধিপত্যকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে যে, একটি সমাজের মূল্যবোধ ব্যবস্থার ওপর শাসকশ্রেণীর আধিপত্য এবং আরো বেশি করে, যাতে শাসকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি সমাজের বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে চাপিয়ে দেয়া হয়। এইভাবে সামাজিক শ্রেণীর মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও একটি সমাজের আধিপত্য বলতে একটি শাসকশ্রেণীর সাংস্কৃতিক আধিপত্যকে বর্ণনা করে, যা অন্যান্য সামাজিক শ্রেণীর অধীনতাকে বাধ্য করে।

'প্রিজন নোটবুকস'-এ গ্রামশি দাবি করেছেন যে পুঁজিপতিরা কেবল সহিংসতা এবং অর্থনৈতিক জবরদস্তির মাধ্যমেই আধিপত্য বজায় রাখে না বরং আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও বজায় রাখার মাধ্যমে বা 'সুশীল সমাজের প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আদর্শিক আধিপত্যও বিস্তার করে।'

আধিপত্যবাদ বিরোধী চেতনাকে শাণিত করতে নজরুল তার সাহিত্য জীবন গড়ে তুললেন বহু বছরের ভারতীয় এবং মধ্যপ্রাচ্যীয় মুসলিম ঐতিহ্যের রঙে। ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে ভারতীয় উপমহাদেশের গণমানুষের ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক ঐতিহ্যের হাওয়া দিয়ে জ্বালালেন দ্রোহের অনল। তার সে দ্রোহের অনল দাবানল হয়ে ছড়িয়ে পড়ল সাম্রাজ্যবাদ আর আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে, সে দাবানল 'কালানল' হয়ে জ্বলতে লাগল অন্যায়-অবিচার, মিথ্যা, ভণ্ডামি, অত্যাচার, নিপীড়ন আর অপশাসনের বিপরীতে।

ঐতিহ্যের ঐতিহাসিক নান্দনিকতায় সাজানো স্বাধীন মননের সচেতন ও সংবিৎজারিত উচ্চারণ আধিপত্যবাদী প্রভুত্বের বিপরীতে নাম লাভ করল 'বিদ্রোহের বাণী' আর কাজী নজরুল ইসলাম হয়ে উঠলেন গর্বিত এক 'বিদ্রোহী'।

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী
Moin Choudhury, Esq.
Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY
মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।
সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.
917-282-9256
Email: moinlaw@gmail.com
Moin Choudhury, Esq
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



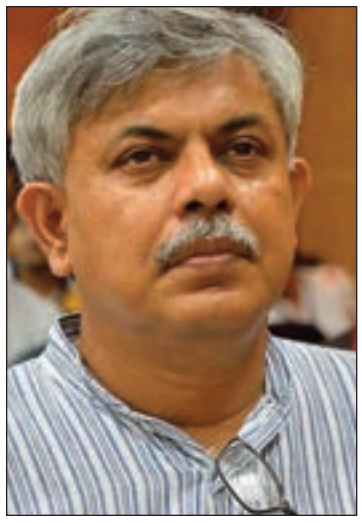
এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration
(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com



Timothy Bompart
Attorney at Law
Moin Choudhury
Attorney at Law
Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

এই শিশু দুটির ছবি দেখার পরও বিবেক জাগবে না?

॥ আনিসুল হক ॥



দুর্ঘটনায়-অপঘাতে কারও অকালমৃত্যুর খবর শুনলে আগে মনে হতো, মৃত মানুষটা তো আমিও হতে পারতাম! এই তো সেদিন, গাজীপুরের এক পোশাক কারখানার কর্মীরা ছুটি নিয়ে বেড়াতে বের হলেন সিলেটের দিকে, পথে ট্রাকের ধাক্কায় মাইক্রোবাস দুমড়েমুচড়ে শেষ, মারা গেলেন সাতজন। এই খবর পড়েও মনে হয়েছে, এই লাশগুলোর একটা হতে পারত আমারও। কত জায়গাতেই তো আমরা গেছি মাইক্রোবাস নিয়ে, বেড়াতে, কাজে।

শিল্পী ও চলচ্চিত্র নির্মাতা খালিদ মাহমুদ মিঠু মারা গিয়েছিলেন (২০১৬) বড় অদ্ভুতভাবে, ধানমন্ডিতে রিকশায় যাচ্ছিলেন, একটা গাছ ভেঙে পড়ে ঠিক তাঁর ওপরেই। এ ধরনের খবর পড়লেও মনে হয়, আমিও তো কত গেছি ধানমন্ডির ওই পথটা দিয়ে, এই গাছটা তো আমার মাথার ওপরেও ভেঙে পড়তে পারত। বেঁচে যে আছি, এই বাংলাদেশে, এই ৫৮ বছর বয়স পর্যন্ত, সেটাই একটা আশ্চর্য ঘটনা।

কিন্তু এই ছবির দিকে আরও একবার তাকান। ডেঙ্গুতে এক সপ্তাহের মধ্যে মারা যাওয়া দুই শিশুর ছবি। আরাফাত হোসেন রাউফ ও ইসনাত জাহান রাইদা। দুই ভাই-বোন। ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে এক সপ্তাহের ব্যবধানে মারা গেছে ফুলের মতো এই দুই শিশু। ১৮ আগস্ট আরাফাত এবং ২৫ আগস্ট ২০২৩ রাইদা মারা গেছে। আরাফাতের বয়স ছিল ৯ বছর। আর রাইদার সাড়ে ৬। মধ্য পাইকপাড়ার বাসার কাছে আইকন একাডেমি নামের একটি স্কুলে আরাফাত হোসেন কেজি আর রাইদা নার্সারিতে পড়ত। তাদের বাবা মোহাম্মদ ইব্রাহিম ও মা রাবেয়া আক্তার। ইব্রাহিম সাহেব রেন্ট-এ-কারের ব্যবসা করতেন।

প্রথম আলো অনলাইনে ৩০ আগস্ট ২০২৩-এর খবরে আরাফাতের হাতের লেখা ছাপা হয়েছে। মুক্তার মতো ঝকঝকে সেই হস্তাক্ষর। প্রথমে গেল আরাফাত। তারপর রাইদা। আরাফাতকে ডেঙ্গুতে হারানোর পর মা-বাবা রাইদার চিকিৎসার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, কোনো ত্রুটি রাখেননি।

ছেলে-মেয়ের খেলনা আর বই-খাতা সামনে শোকার্ত বাবা-মা। দুই সন্তানকে হারানো এই দম্পতি বেশিক্ষণ নিজেদের ঘরে টিকতে পারছেন না।ছবি: মানসুরা হোসাইন

ইব্রাহিম সাহেব বলেছেন, 'ছেলেটা চিকিৎসা করানোর কোনো সুযোগই দিল না। ছেলেটা মারা যাওয়ার পর আমি আর আমার স্ত্রী ভেবেছি, হয়তো আমরা তার চিকিৎসায় কিছুটা হলেও অবহেলা করেছি। তাই মেয়ের ডেঙ্গু পজিটিভ হলে চেষ্টার কোনো ত্রুটি করিনি। কিন্তু হাসপাতালে শয্যা নেই, শিশুদের পিআইসিইউ নেই, পাগলের মতো কত জায়গায় ঘুরলাম। ছেলে মারা যাওয়ার খবর পাওয়ার পরও কোনো কোনো হাসপাতাল আমাদের জিম্মি করে রাখল। চিকিৎসকেরা যখন যা লাগবে বলেছেন, তা-ই করেছি, কিন্তু মেয়েকেও ফেরাতে পারলাম না।' [ডেঙ্গুতে এক সপ্তাহের মধ্যে দুই ছেলে-মেয়েকেই হারালেন এই বাবা-মা, মানসুরা হোসাইন, প্রথম আলো অনলাইন, ৩০ আগস্ট, ২০২৩]

কিন্তু সবাই মিলে ডেঙ্গুর বিরুদ্ধে একটা চূড়ান্ত যুদ্ধে নামার ডাক কেন দেওয়া হচ্ছে না? ডেঙ্গুতে ডাক্তার মারা যাচ্ছেন, পুলিশ মারা যাচ্ছেন, শিশুরা তো মারা যাচ্ছেই, তারপরও এই মূঢ় জাতির চৈতন্যোদয় হচ্ছে না কেন? আমরা মশার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পারব না, হেরে যাব? পরিষ্কার পানি জমতে দেব না, এই স্লোগান বাস্তবায়িত করতে পারব না? একযোগে মশা মেরে সাফ করে ডেঙ্গুমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে পারব না? কীটবিশেষজ্ঞ, মশাবিশেষজ্ঞ, জনস্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞ, চিকিৎসক, সমাজকর্মী, সমাজের সর্বস্তরের মানুষ, সরকার, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সামাজিক শক্তি, ছাত্র, যুবা–সবাই মিলে একটা সর্বাত্মক অভিযানে আমরা নামতে পারি না?

এই বাচ্চা দুটোর ছবির দিকে আরেকবার তাকান। তাদের শোকার্ত মা-বাবার মনের ওপর দিয়ে কী ঝড়টা বয়ে যাচ্ছে, সেটা কি আমরা কল্পনাও করতে পারব?

বলছিলাম, কিছু দুর্ঘটনার খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, এটা তো আমার বেলায়ও হতে পারত। উদ্বেগ এসে ভর করে। কিন্তু খবরটা পড়ে মনে হচ্ছে, বেঁচে আছি কেন! আল্লাহ তাআলা বরং আমাদের মতো বুড়ো মানুষগুলোকে নেয় না কেন?

ডেঙ্গু পরিস্থিতি যে ভয়াবহ, আমরা কি তা বুঝতে পারছি! আমরা কি তা স্বীকার করে নিয়েছি! সরকার কি দেশে রেড অ্যালার্ট ঘোষণা করেছে? প্রতিরোধ থেকে চিকিৎসার পেছনে সবাই মিলে কি আমরা একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়েছি!

দুর্যোগকে কিছু মানুষ সব সময় অন্যদের প্রতারণা করা এবং নিজেদের ভাগ্য একদিনে ফেরানোর সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করে। আলবেয়ার কামুর লেখা প্লেগ উপন্যাসেও আমরা তা দেখেছি। করোনার সময় দেখেছি, কী করে পরীক্ষা না করেই কোভিড টেস্টের রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে। দেখেছি, কী করে ১০ টাকার জিনিস হাজার টাকায় গছানোর চেষ্টা হয়েছে। ডেঙ্গুর মধ্যেও প্রতারকের দল, ঠগবাজের দল, দুর্নীতিবাজ মুনাফাখোরের দল তৎপর হবে, তাতে আর আশ্চর্য কী!

কিন্তু সবাই মিলে ডেঙ্গুর বিরুদ্ধে একটা চূড়ান্ত যুদ্ধে নামার ডাক কেন দেওয়া হচ্ছে না? ডেঙ্গুতে ডাক্তার মারা যাচ্ছেন, পুলিশ মারা যাচ্ছেন, শিশুরা তো মারা যাচ্ছেই, তারপরও এই মূঢ় জাতির চৈতন্যোদয় হচ্ছে না কেন? আমরা মশার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পারব না, হেরে যাব? পরিষ্কার পানি জমতে দেব না, এই স্লোগান বাস্তবায়িত করতে পারব না? একযোগে মশা মেরে সাফ করে ডেঙ্গুমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে পারব না? কীটবিশেষজ্ঞ, মশাবিশেষজ্ঞ, জনস্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞ, চিকিৎসক, সমাজকর্মী, সমাজের সর্বস্তরের মানুষ, সরকার, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সামাজিক শক্তি, ছাত্র, যুবা–সবাই মিলে একটা সর্বাত্মক অভিযানে আমরা নামতে পারি না?

ডেঙ্গুতে শিশুদের মৃত্যুতে পুরো জগৎ রিক্ত, নিঃস্ব, শূন্য মনে হচ্ছে! পাশাপাশি এ-ও বলি, মশা কিন্তু আমির-ফকির আলাদা করবে না। আপনার ৫ কোটি টাকার গাড়িতে একটা ডেঙ্গুর ভাইরাসবাহী এডিস মশা যে বসে নেই, আপনি কি নিশ্চিত?

একজন মন্ত্রী প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা করতে গিয়ে সব কথা ভুলে গিয়েছিলেন একটা মশা দেখে। ওই মন্ত্রীর ওই ভয়টা মোটেও অমূলক নয়। মশা সাপের চেয়ে কম ভয়ংকর নয়! সন্তানহারা মায়ের কান্না দেখে বিচলিত হয়ে নয়, নিজেকে বাঁচানোর জন্য হলেও মশা মারুন। ডেঙ্গুর চিকিৎসায় সর্বশক্তি নিয়োগ দিন।

আনিসুল হক প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ও সাহিত্যিক

ব্রিকস সম্প্রসারণ: বিশ্বে শীতল যুদ্ধ ফিরবে না

॥ আলী আহমাদী ॥



গেল সপ্তাহে নতুন ছয় দেশকে সদস্যপদ দিয়ে ব্রিকস এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নিল। ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে এবার যুক্ত হলো সৌদি আরব, ইরান, ইথিওপিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, আর্জেন্টিনা ও মিসর। কিন্তু নতুন সদস্যদের বাইরেও কয়েক ডজন দেশ ব্রিকসে যুক্ত হতে তাদের আগ্রহ প্রকাশ করেছে। অনেকেই মনে করছেন, ব্রিকসের ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণ জি-সেভেনের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে পারে।

বিশ্বে অর্থনীতি নিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়ছে এবং ভূ-অর্থনীতি এখন যুদ্ধের ময়দান। এমন প্রেক্ষাপটে ব্রিকসের দিকে ঝুঁকে পড়তে পারে বৈশ্বিক দক্ষিণ। চীন শুধু ব্রিকসের অংশ নয়, অংশত নেতাও। তাহলে কেন যুক্তরাষ্ট্রের অংশীদারসহ এতগুলো দেশ এই প্রকল্পে অংশ নিতে এবং একে জোরদার করতে চাইছে? অনেকে বলতে চাইছেন, আমরা একটি নতুন শীতল যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী হতে চলেছি। এমনকি মার্কিন কংগ্রেস সদস্যদের কেউ কেউ এ ধারণার পালে হাওয়া লাগিয়েছেন। কিন্তু আমার মতে, এ ধারণা যথার্থ নয়।

বিজ্ঞজন ও বিশ্লেষকেরা বৈশ্বিক দক্ষিণের উত্থানের আলোচনা করছেন বেশ কিছুদিন ধরে, বিশেষত ২০০৮ সালের অর্থনৈতিক সংকটের কাল থেকে। পশ্চিমা বিশ্বের বাইরে বেশ কিছু দেশ অভূতপূর্ব উন্নয়ন ঘটিয়েছে এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে ধরে রেখে বৈশ্বিক শক্তির পুনর্বণ্টন ঘটাচ্ছে।

বৈশ্বিক অর্থনীতির ভরকেন্দ্র আশির দশকে ছিল আটলান্টিককেন্দ্রিক, অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের মধ্যে। পরে সেটি ৪৮০০ মাইল সরে গিয়ে ২০০৮-এর দিকে তুরস্কের ইজমিরে সরে যায়। ২০৫০-এর দিকে এই ভরকেন্দ্র হয়তো ভারত ও চীনের মধ্যে কোথাও পৌঁছাবে।

নতুন এই বিশ্ব পরিস্থিতিতে বৈশ্বিক দক্ষিণের দেশগুলোর সামনে নতুন বিকল্প হাজির করেছে। বৃহৎ শক্তিগুলোর মধ্যে বিরোধ কিংবা প্রবল প্রতিযোগিতার সময় কী আচরণ করতে হবে, কী অবস্থান নিতে হবে–তা নিয়ে তারা এখন নতুন করে ভাবার অবকাশ পেয়েছে।

শীতল যুদ্ধের সময় বিশ্বকে মোট তিনটি শিবিরে ভাগ করা হতো, পশ্চিমা ব্লক, সোভিয়েত ব্লক এবং কথিত জোট নিরপেক্ষ ব্লক। শীতল যুদ্ধের পর পাশ্চমা ব্লকে থাকা দেশগুলো একটি নয়া ব্যবস্থার দিকে গেল, যেটিকে তারা বলছে উদারনৈতিক বিশ্বব্যবস্থা।

নতুন এই একমেরুকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থায় পুরোনো প্রতিষ্ঠান জাতিসংঘের সঙ্গে যুক্ত হলো নতুন প্রতিষ্ঠান বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা। ধরে নেওয়া হলো গণতান্ত্রিক পুঁজবাদ এবং বাণাজ্যক উদারীকরণ সব শত্রুকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে পারবে। বিশ্বে নতুন শক্তির উত্থান বলছে যে সেটা হয়নি।

বিশ্বের দূরবর্তী দেশগুলোর ওপর শক্তি খাটানো কিংবা দূরবর্তী অঞ্চলের বন্ধুদের নিরাপত্তা সহযোগিতা দেওয়ার মতো সামরিক শক্তি চীনের নেই। জোটের রাজনীতিতে তাদের ইতিহাস সুখকর নয়। বেইজিংয়ের অংশীদার আছে অনেক, এমনকি কৌশলগত অংশীদারও। কিন্তু তাদের কোনো মিত্র নেই।

ওয়াশিংটন যে বিশ্বব্যবস্থা জারি করেছে, তার প্রতিও বেইজিং আস্থাশীল নয়। যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ ও অগ্রাধিকার বিবেচনায় এই ব্যবস্থার সৃষ্টি। তার কিছু মিত্রও এই ব্যবস্থা থেকে কিছু সুযোগ-সুবিধা পায়। চীনের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমা বিশ্ব, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র হিংসার বশে এই প্রতিষ্ঠানগুলোয় তাদের বানানো নীতি অক্ষুণ্ন রাখতে চেষ্টা করে যাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক ফোরামে চীনের ভোটদানের ক্ষমতা অর্থনৈতিকভাবে সম অবস্থানে থাকা অন্য দেশগুলোর তুলনায় বেশ কম। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বিশ্বব্যাংকে চীনের ভোটের হিস্যা মাত্র ৫ শতাংশ। চীন ধারাবাহিকভাবে তার নিজের ও উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলোর ভোটের হিস্যা বাড়ানোর দাবি করে আসছে। কিন্তু তাতে কোনো কাজ হচ্ছে না। বৈশ্বিক দক্ষিণকে চীনের এই উদ্যোগ প্রলুব্ধ করেছে। কারণ, তারা মনে করছে বিশ্বব্যবস্থার বর্তমান কাঠামোয় তাদের উপস্থিতি নেই বললেই চলে, তারা খুব একটা পাত্তাও পায় না।

আরও যে বিষয় আছে তা হলো, ব্রিকসের সঙ্গে যুক্ত হতে হলে শীতল যুদ্ধের মতো কোনো একটি শিবিরের অনুসারী হতে হবে, এমন কোনো প্রতিশ্রুতির বালাই নেই। দ্য সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও) ন্যাটোর মতো সামরিক জোট হতে পারে। কিন্তু এখানে অনুচ্ছেদ ৫ নেই। চীন-আমেরিকার সামরিক দ্বন্দ্বের মতো সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রদের এগিয়ে আসতে হবে। তবে চীনের অংশীদারদের সেই বাধ্যবাধকতা নেই।

ব্রিকসে যুক্ত হওয়ার মানে বেইজিংয়ের ছায়াতলে আশ্রয় নেওয়া যতটা নয়, তার চেয়ে বেশি দেশগুলো দৃঢ় চিত্তে বলতে চায় তারা জাতীয় স্বার্থে নিরপেক্ষ অবস্থান নিতে চায়।

আল-জাজিরা থেকে, ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিতভাবে অনূদিত

আলী আহমাদী জেনেভা সেন্টার ফর সিকিউরিটি পলিসির নির্বাহী ফেলো

বিশেষ নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি – মঙ্গলবার, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে

দ্যা বোর্ড অব ইলেকশনস ইন দ্যা সিটি অব নিউ ইয়র্কের নির্বাচনী আইনের ৪-১২০ এবং ৪-১২২ নম্বর ধারার বিধান অনুযায়ী, এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করছে যে কুইন্স কাউন্টির বিশেষ নির্বাচন মঙ্গলবার, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। ব্যালটে নিম্নে উল্লেখ করা সরকারি অফিস এবং পদের জন্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে:

অ্যাসেম্বলী সদস্য – ২৭ নম্বর অ্যাসেম্বলী ডিসট্রিক্ট
কুইন্স কাউন্টি

আপনি ভোট দিতে পারবেন কি না জানতে, আপনার ভোট-কেন্দ্র খুঁজে নিতে অথবা একটি নমুনা ব্যালটের জন্য, দেখুন:

vote.nyc

অথবা টোল- ফ্রি: (866) 868-3692 • টিটিওয়াই: (212) 487-5496

২ সেপ্টেম্বর থেকে ১০ সেপ্টেম্বর অগ্রিম ভোট গ্রহণ করা হবে

আপনার অগ্রিম ভোট-দানের ভোট-কেন্দ্রের ঠিকানা জানতে অথবা একটি নমুনা ব্যালটের জন্য দেখুন:

vote.nyc

অথবা টোল- ফ্রি: (866) 868-3692

টিটিওয়াই: (212) 487-5496

দ্যা বোর্ড অব ইলেকশনস
ইন দ্যা সিটি অব নিউ ইয়র্ক
Executive Office, 32 Broadway, 7TH Floor
New York, NY 10004

কমিশনারস অব ইলেকশনস

Simon Shamoun - প্রেসিডেন্ট
Rodney L. Pepe-Souvenir - সেক্রেটারি
Jose Miguel Araujo
Michael J. Coppotelli
Carol Edmead
Gino A. Marmorato
Jodi Morales
Keith Sullivan
Frederic M. Umane

বিশেষ নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি – মঙ্গলবার, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে

২৭ নম্বর অ্যাসেম্বলী ডিসট্রিক্ট – কুইন্স কাউন্টি
মঙ্গলবার, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে

কুইন্স কাউন্টি

দ্যা বোর্ড অব ইলেকশনস ইন দ্যা সিটি অব নিউ ইয়র্ক নির্বাচনী আইনের বিধান অনুযায়ী, এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করছে যে কুইন্স কাউন্টির বিশেষ নির্বাচন মঙ্গলবার, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। ব্যালটে নিম্নে উল্লেখ করা সরকারি অফিস এবং পদের জন্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে:

প্রার্থীদের নামের তালিকা
সকল দলীয় এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী-
নিম্নোক্ত অফিসের জন্য মনোনয়ন প্রাপ্ত:

অ্যাসেম্বলী সদস্য-
২৭ নম্বর অ্যাসেম্বলী ডিসট্রিক্ট-
নির্বাচিত হবে ১ জন
ডেমোক্রেটিক পার্টি **Sam Berger**
রিপাবলিকান পার্টি **David P. Hirsch**
কনজারভেটিভ পার্টি **David P. Hirsch**

আপনি ভোট দিতে পারবেন কি না জানতে, আপনার ভোট-কেন্দ্র খুঁজে নিতে অথবা একটি নমুনা ব্যালটের জন্য, দেখুন:

vote.nyc

অথবা টোল- ফ্রি: (866) 868-3692

টিটিওয়াই: (212) 487-5496

নির্বাচন কর্মী হিসাবে কাজ করতে চাইলে, দেখুন:
nyc.electiondayworker.com

দ্যা বোর্ড অব ইলেকশনস
ইন দ্যা সিটি অব নিউ ইয়র্ক
Executive Office, 32 Broadway, 7TH Floor
New York, NY 10004

কমিশনারস অব ইলেকশনস

Simon Shamoun - প্রেসিডেন্ট
Rodney L. Pepe-Souvenir - সেক্রেটারি
Jose Miguel Araujo
Michael J. Coppotelli
Carol Edmead
Gino A. Marmorato
Jodi Morales
Keith Sullivan
Frederic M. Umane

সুষ্ঠু নির্বাচন হলে বিদেশি হস্তক্ষেপ কমে যাবে: আসিফ নজরুল

খালিদ বিন আনিস

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক আসিফ নজরুল একাধারে একজন কলাম লেখক, ঔপন্যাসিক ও রাজনীতি বিশ্লেষক। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ থেকে ১৯৮৬ সালে স্নাতক এবং ১৯৮৭ সালে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। ১৯৯৯ সালে সোয়াস ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডন থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর জার্মানির বন শহরের এনভায়রনমেন্টাল ল' সেন্টার থেকে পোস্ট ডক্টরেট ফেলোশিপ অর্জন করেন। শিক্ষকতা পেশায় যোগদানের আগে তিনি কিছুকাল সাপ্তাহিক বিচিত্রায় কাজ করেছেন।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন খালিদ বিন আনিস

প্রশ্ন : এদেশের রাজনীতিতে অতীতে বিভিন্ন সময় বিদেশি হস্তক্ষেপ দেখা গেছে। এবারের প্রেক্ষাপটে আপনি বিদেশি কূটনীতিকদের এ ধরনের তৎপরতাকে কতটা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন?

আসিফ নজরুল : আমি মনে করি এবারেরটা অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, এর আগে যখন বিদেশি হস্তক্ষেপ হতো, তখন কিন্তু সবাই মিলে এক পক্ষে হস্তক্ষেপ করত। ভারত, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-এদের মধ্যে কোনো কনফ্লিক্ট থাকত না। তারা হয়তো বলেছে, কেএম হাসানকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান করলে হবে না, বা ইলেকশনের পদ্ধতিটা এমন হলে হবে না, মানে তাদের মধ্যে মতভেদ ছিল না। কিন্তু এবার আমরা প্রথম দেখতে পাচ্ছি, অত্যন্ত শক্তিশালী দুটি পক্ষ আছে। এক পক্ষে আছে যুক্তরাষ্ট্র আর ইউরোপীয় দেশগুলো, আরেক পক্ষে আছে চীন ও রাশিয়া। চীন ও রাশিয়ার সঙ্গে ভারত কতটুকু আছে সেটা আমরা বুঝতে পারছি না; কিন্তু চীন ও রাশিয়া অন্য একটা পক্ষ। বাংলাদেশ কখনোই বিদেশি হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে কোনো রাজনৈতিক প্রসঙ্গে এ রকম তিনটি পরাশক্তির মাঝখানে পড়ে যায়নি। কাজেই এটা আমি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মনে করি এবং এটা শুধু নির্বাচনের মধ্যেই থেমে থাকবে না, এটা এ অঞ্চলে কূটনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক যে আধিপত্য পরাশক্তিগুলোর, সেগুলোর মীমাংসা শুরু হওয়ার একটা নির্বাচনও হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে বর্তমানে বিদেশি হস্তক্ষেপ, বিদেশি কূটনৈতিক তৎপরতা অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রশ্ন : আমাদের দেশের বর্তমান রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে বিদেশিদের এ ধরনের তৎপরতা কতটা সুফল বয়ে আনবে কিংবা কতটা কুফল বয়ে আনতে পারে বলে আপনি আশঙ্কা করছেন?

আসিফ নজরুল : বিজ্ঞাপনের ভাষা উদ্ধৃত করে বলছি, দাগ থেকে যদি ভালো কিছু হয়, তাহলে খারাপ কী? ২০১৪ ও ২০১৮ সালে যে নির্বাচন দেখেছি, সেগুলো ছিল জঘন্য নির্বাচন। নির্বাচনের নামে পুরো জাতির সঙ্গে নিষ্ঠুর প্রতারণা ও প্রহসন, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হয়েছে। এখন এ অবস্থা থেকে বের হয়ে আসার ক্ষমতা তো এককভাবে বিরোধী দলগুলো দেখাতে পারছে না বা তাদের দেখাতে দেওয়া হচ্ছে না। এরকম ক্ষেত্রে যদি পজিটিভ অর্থে সুষ্ঠু, অবাধ নির্বাচন করার জন্য বিদেশি হস্তক্ষেপ ঘটে এবং এটার পেছনে যদি বাংলাদেশবিরোধী কোনো এজেন্ডা না থাকে, এটা যদি মূলত হয় অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন, তাহলে তো অবশ্যই এটা সুফল বয়ে আনতে পারে। মানুষের ভোটাধিকার তাতে ফেরত আসবে, অন্তত একটা জনমতের প্রতিফলন ঘটবে, একটা জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন, এটা যদি প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সমঝোতার মাধ্যমে বা বিরোধী দলের আন্দোলনের মুখে হয়, তাহলে তা বাংলাদেশের জন্য তুলনামূলক ভালো হবে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন : আগামী নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য ও অংশগ্রহণমূলক করতে বিদেশিদের এই যে আগ্রহ, তা কি শুধুই এদেশের গণতান্ত্রিক যাত্রা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে, নাকি অন্য স্বার্থও রয়েছে?

আসিফ নজরুল : আজ যুক্তরাষ্ট্রের ট্রাম্প প্রশাসন যদি অবাধ নির্বাচনের কথা বলতো, আমরা অবাক হতাম। কিন্তু যেহেতু বাইডেনের ঘোষিত নীতিই এটা এবং আমরা জানি যে ডেমোক্রেটরা সাধারণত অন্য দেশে সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যাপারে বেশি আগ্রহী থাকে রিপাবলিকানদের তুলনায়, কাজেই অবশ্যই তাদের কিছুটা ইচ্ছা তো এখানে আছেই অবাধ, সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন করার। কিন্তু এটি শুধু গণতান্ত্রিক যাত্রা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে, এমনটি অসম্ভব। এটা মূলত হচ্ছে এ কারণে যে, বঙ্গোপসাগরের কৌশলগত গুরুত্ব অনেক; কারণ আপনি জানেন সাউথ-চায়না সি এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়, ভারত মহাসাগরও এর সঙ্গে লাগানো, আবার মিয়ানমারও পাশে। ফলে এ জায়গার নিয়ন্ত্রণটা, বিশেষ করে মেরিন অঞ্চলে, খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আজ চীনের সঙ্গে ভারত, চীনের সঙ্গে আমেরিকার যে লড়াই শুরু হয়েছে কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে, এখানে এই বঙ্গোপসাগর-ভারত মহাসাগর, এ জায়গার কৌশলগত নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করাটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে আমেরিকার কাছে। মিয়ানমারের ওপর যে আইনটা করল তারা; বা এখানে তাদের যে কৌশলগত ও সামরিক স্ট্র্যাটেজি, আকসা প্রস্তাব যদি আমরা দেখি, বুঝতে পারি, এ এলাকার গুরুত্ব আমিরকানদের কাছে বেড়েছে চীনের উত্থানের কারণে, মিয়ানমারের এখনকার ভূমিকার কারণে, ইউক্রেন যুদ্ধের পর রাশিয়ার সঙ্গে আমেরিকার প্রচণ্ড প্রতিযোগিতামূলক সম্পর্কের কারণে, রাশিয়ার সঙ্গে হঠাৎ করে চীনের সম্পর্ক উন্নত হয়ে যাওয়ার কারণেও এ অঞ্চলের ভূ-রাজনৈতিক ও ভূ-অর্থনৈতিক গুরুত্ব বেড়ে গেছে। ভূ-রাজনীতি ও ভূ-অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এখানে একটা প্রতিযোগিতা চলছে আমেরিকার সঙ্গে অন্যদের। শুধু সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্যই সরকারের ওপর আমেরিকা চাপ দিচ্ছে, এটা মনে হয় না।

প্রশ্ন : ব্রিকসে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত কি আমাদের দেশের রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের অন্যতম একটি কারণ বলে মনে করেন?

আসিফ নজরুল : বাংলাদেশ আসলে ব্রিকসে যোগ দিতে পারছে না ভারতের আপত্তির কারণে। এখন এর দুটি ব্যাখ্যা থাকতে পারে-ভারত কেন আপত্তি জানাল? একটা হতে পারে ভারত বাংলাদেশকে সমান মর্যাদার দেশ হিসাবে দেখে না। বাংলাদেশের বর্তমান সরকারও হয়তো সমান মর্যাদা চায় না, তারা ক্ষমতায় থাক‡লই খুশি। ফলে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কটা হয়ে গেছে অনেকটা 'ক্লায়েন্ট স্টেট' টাইপের। এখন বাংলাদেশ ব্রিকসের সদস্য হলে তো এমন সম্পর্ক বজায় রাখতে সমস্যা হবে ভারতের অথবা হয়তো ব্রিকসের সদস্য হলে বাংলাদেশ যদি চীনের আরও খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে যায়, তাহলে ভারতের জন্য তা খুব থ্রেটফুল হয়ে যেতে পারে। কারণ বর্তমান সরকারকে তো আসলে বিদেশিরা খুব বেশি বিশ্বাস করে না। বর্তমান সরকার ভারতের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা অবস্থায়ও চীনের সাবমেরিন এখানে ঢুকতে দিয়েছে। এরকম অনেক ঘটনা আছে, যে কারণে এ সরকারকে আসলে ভারতও ঠিক আগের মতো বিশ্বাস করে না। ফলে এ আশা¼া হয়তো কাজ করেছে ভারতের যে, কোনো দিন যদি বাংলাদেশ চীনের দিকে সরে যায়, তাহলে সেটা তাদের জন্য সমস্যা হবে। আবার হয়তো এমনও হতে পারে, ভারত ব্রিকসে থাকা সত্ত্বেও আমেরিকার সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্ক মেইনটেইন করে। হয়তো আমেরিকা ভারতকে চাপ দিয়েছে যে, বাংলাদেশ নিষেধাজ্ঞায় পড়তে পারে, এ অবস্থায় ব্রিকসে যেন না নেওয়া হয়।

আপনি প্রশ্ন করেছেন, ব্রিকসে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত আমাদের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের অন্যতম কারণ কিনা। এটি শুধু ব্রিকসের কারণে নয়। বাংলাদেশ সরকারের যে চীনমুখী নীতি, রাশিয়াপ্রীতি, আমেরিকার প্রতি তুচ্ছতাচ্ছিল্য ভাব-সবকিছু মিলে এগুলো হচ্ছে। এর মধ্যে মানবাধিকার আর গণতন্ত্রের এজেন্ডা তো অবশ্যই আছে, যেহেতু বাইডেনের ঘোষিত নীতিই এটি।

প্রশ্ন : যদি দেশে বিদেশিদের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে তত্ত্বাবধায়ক কিংবা ঐকমত্যের সরকারের অধীনে একটি নির্বাচন হয়েই যায়, তারপরও দেশে সুশাসনের যে অভাব রয়েছে বলে অভিযোগ আছে, অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও দুর্নীতি বিরাজ করছে, তা থেকে উত্তরণ ঘটবে?

আসিফ নজরুল : তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা ঐকমত্যের সরকারের অধীনে নির্বাচন হলে এ সমস্যা দূর হয়ে যাবে, এটা ভাবা অতিরিক্ত আশাবাদ। তবে আমরা মনে করি, এতে দেশের কুশাসন কমবে, অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও দুর্নীতি অনেকাংশে দূর হবে। আপনি একটু খেয়াল করে দেখেন, ১৯৯১ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত দুটি করে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির সরকার ছিল। তখন এত বেশি অনাচার ছিল না, এত বেশি কুশাসন ছিল না। এত ব্যাপক মাত্রায় অর্থনৈতিক দুর্নীতি, দুরবস্থা হয়নি, যা আজকে বাংলাদেশে দেখা যাচ্ছে। আমরা আগে ইতিহাসে পড়তাম, সুলতান মাহমুদ সতেরো বার ভারত আক্রমণ করেছিল লুটপাট করার জন্য। আর এখন যেন প্রায় সতেরো বছর ক্ষমতায় থাকা হয়েছে একইভাবে বাংলাদেশকে লুটপাট করার জন্য, লুটের টাকা বিদেশে পাচার করার জন্য। এ পরিমাণ দুর্নীতি আর অনাচার এখন কেন হচ্ছে? কারণ এ সরকারের কোনো জবাবদিহিতা নেই, তারা তো জনগণের ভোটে নির্বাচিত নয়। তারা জনগণের প্রতি জবাবদিহিতা অনুভব করে না। লুটেরা, খারাপ লোকজন, অসৎ ব্যবসায়ী, শক্তির তাণ্ডব দেখানো বিভিন্ন বাহিনী-এদের ওপর ভর দিয়ে ক্ষমতায় টিকে আছে এ সরকার। তাই তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করছে। ফলে এ মাত্রায় কুশাসন, দুর্নীতি ও দুরবস্থা চলছে। এটা থাকবে না জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকারে এলে, যখন একটা কার্যকর বিরোধী দল থাকবে, সভা-সমাবেশ, বাক-স্বাধীনতা আগের চেয়ে বৃদ্ধি পাবে, জবাবদিহিতা ও জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা থাকবে, তখন এখনকার চেয়ে অবস্থার অবশ্যই উন্নতি হবে।



বাংলাদেশ আসলে ব্রিকসে যোগ দিতে পারছে না ভারতের আপত্তির কারণে। এখন এর দুটি ব্যাখ্যা থাকতে পারে-ভারত কেন আপত্তি জানাল? একটা হতে পারে ভারত বাংলাদেশকে সমান মর্যাদার দেশ হিসাবে দেখে না। বাংলাদেশের বর্তমান সরকারও হয়তো সমান মর্যাদা চায় না, তারা ক্ষমতায় থাক‡লই খুশি। ফলে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কটা হয়ে গেছে অনেকটা 'ক্লায়েন্ট স্টেট' টাইপের। এখন বাংলাদেশ ব্রিকসের সদস্য হলে তো এমন সম্পর্ক বজায় রাখতে সমস্যা হবে ভারতের অথবা হয়তো ব্রিকসের সদস্য হলে বাংলাদেশ যদি চীনের আরও খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে যায়, তাহলে ভারতের জন্য তা খুব থ্রেটফুল হয়ে যেতে পারে। কারণ বর্তমান সরকারকে তো আসলে বিদেশিরা খুব বেশি বিশ্বাস করে না। বর্তমান সরকার ভারতের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা অবস্থায়ও চীনের সাবমেরিন এখানে ঢুকতে দিয়েছে। এরকম অনেক ঘটনা আছে, যে কারণে এ সরকারকে আসলে ভারতও ঠিক আগের মতো বিশ্বাস করে না। ফলে এ আশা¼া হয়তো কাজ করেছে ভারতের যে, কোনো দিন যদি বাংলাদেশ চীনের দিকে সরে যায়, তাহলে সেটা তাদের জন্য সমস্যা হবে। আবার হয়তো এমনও হতে পারে, ভারত ব্রিকসে থাকা সত্ত্বেও আমেরিকার সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্ক মেইনটেইন করে।

প্রশ্ন : শুধু একটি অবাধ-নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে পারলেই কি বিদেশিরা সন্তুষ্ট হবে, তাদের তৎপরতা বন্ধ হবে?

আসিফ নজরুল : বিদেশি তৎপরতা তখন কমে আসবে। একটা দেশে যখন সুশাসন থাকে, মোটামুটি জাতীয় ঐক্য থাকে, যখন সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন হয়, তখন সেই দেশে বিদেশি তৎপরতা কম থাকে। এটা কোনো রকেট সায়েন্স নয়। এখানে সমস্যা না থাকলে বিদেশিরা হস্তক্ষেপ করবে কীভাবে? সমস্যা যখন কম হবে, হস্তক্ষেপ কম হবে। সমস্যা বেশি হলে হস্তক্ষেপ বেশি হবে।

প্রশ্ন : রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আসন্ন সফরকে কী চোখে দেখছেন এবং যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিশ্ব, ভারত ও চীন এটিকে কীভাবে নেবে বলে আপনার ধারণা?

আসিফ নজরুল : এটা খুবই অ্যাম্বিশাস একটা পদক্ষেপ নিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। মনে হচ্ছে যেন তারা আমেরিকা-ইউরোপের সঙ্গে লড়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। এটার একটা চেষ্টা হচ্ছে রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে সফরে এনে। এর আগে প্রতিরক্ষা সচিবও এসেছিলেন। আমার মনে হয়, এটা বাংলাদেশ সরকারের জন্য খুব ভালো পদক্ষেপ হবে না, কারণ আন্তর্জাতিক আধিপত্য বিস্তারের ক্ষেত্রে রাশিয়া আমেরিকার ধারেকাছেও নেই। আমেরিকা সন্দেহ করে, বাংলাদেশের বর্তমান সরকার যে কোনো মূল্যে ক্ষমতায় থাকতে চায়, দরকার হলে পুতিনের মডেলে সরকার প্রতিষ্ঠা করে, উত্তর কোরিয়ার মডেলে বা মিয়ানমারের মডেলে সরকার প্রতিষ্ঠা করে। এ সন্দেহগুলো, সেই সংশয়গুলো আরও জোরদার হবে এবং ইউরোপ বা আমেরিকা হস্তক্ষেপ করার আরও বেশি যৌক্তিকতা খুঁজে পাবে এসব সফরকে কেন্দ্র করে।

প্রশ্ন : বিদেশিদের এ ধরনের তৎপরতা আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ রাজনীতি ও সমাজব্যবস্থায় কী ধরনের পরিবর্তন আনতে পারে?

আসিফ নজরুল : পরিবর্তন দুধরনের হতে পারে। আমেরিকা যদি কোনো দেশে ইনভল্ভড হয়, সেক্ষেত্রে এর ভালো উদাহরণও আছে, যেমন কাতারের মতো একটা ছোট দেশ, আমেরিকার বন্ধু হওয়ার পর বিশাল প্রভাবশালী রাষ্ট্র হয়ে গেছে। আবার দক্ষিণ কোরিয়ার মতো একটা রাষ্ট্র আমেরিকার সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়ার পর, আমেরিকার আনুকূল্য পাওয়ার পর তারা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উত্তর কোরিয়ার চেয়ে অনেক বড় দেশ হয়ে গেছে। আবার আমেরিকা খারাপভাবে ইনভল্ভড হয়েছে যেসব দেশে, সেখানে ভয়াবহ খারাপ অবস্থা নেমে এসেছে, যেমন আফগানিস্তান বা ইরাক এর উদাহরণ। ফলে অবস্থা কোনদিকে যাবে সেটা নির্ভর করে আমাদের অভ্যন্তরীণ শক্তির ওপর। আমরা বিদেশি হস্তক্ষেপকে আমাদের অনুকূলে কাজে লাগাতে পারছি কিনা, সেটার ওপর। আরও আমাদের সচেতনতাটা আছে কিনা, আমরা সক্ষম কিনা, আমাদের জাতীয় ঐক্য আছে কিনা, আমাদের দেশপ্রেম আছে কিনা এবং আমাদের দক্ষতা আছে কিনা, আমাদের পরিস্থিতি বোঝার ক্ষমতা আছে কিনা, আমাদের সেই লিডারশিপ আছে কিনা। তো সেগুলো যদি থাকে, তাহলে বিদেশি হস্তক্ষেপ হয়তো আমাদের জন্য ইতিবাচক হতে পারে।

প্রশ্ন : বাংলাদেশের নির্বাচন প্রশ্নে আমেরিকা ও ভারতের স্বার্থ কি সাংঘর্ষিক হবে?

আসিফ নজরুল : আমার মনে হয় না সে রকম সাংঘর্ষিক হবে। আমরা যেটা বুঝতে পারি, ভারতের দুশ্চিন্তা হচ্ছে এখানে মৌলবাদী শক্তি বা জামায়াত যেন প্রেফারেন্স না পায়, আগামী নির্বাচনের মধ্য দিয়ে তারা যেন শক্তিশালী না হয়ে ওঠে। তো আমার মনে হয় না আগামী নির্বাচনে যদি বিএনপি বিজয়ীও হয়, তারা জামায়াতকে সে রকম শক্তি অর্জন করতে দেবে বা এটা করতে দিয়ে ভারতের চক্ষুশূল হওয়ার ঝুঁকি নেবে, তাদের তো অনেক শিক্ষা হয়েছে। আমি নিজেও মনে করি, দুটি দলের আলাদাভাবে নিজেদের মতো রাজনীতি করা উচিত। কারণ আমি বিশ্বাস করি না বিএনপি ও জামায়াতের রাজনীতি এক। ভারতের দুই নম্বর কনসার্ন হচ্ছে, যদি বিএনপি নির্বাচনে জিতে আসে, তাহলে তারা বাংলাদেশের মাটিতে ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা করার সুযোগ দেবে কিনা। আমি বিশ্বাস করি, বিএনপির তো অনেক শিক্ষা হওয়া উচিত এতদিনে। বিএনপি যদি কখনো ক্ষমতায় আসে বা যে কোনো দলই ক্ষমতায় আসুক না কেন, বাংলাদেশের মাটিকে কখনোই ভারতবিরোধী বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতার জন্য ব্যবহার করতে দেওয়া উচিত নয়।

ïধু রাজনৈতিক বা নিরাপত্তার কারণে নয়, আমাদের নৈতিকতার কারণেও। একটা দেশ আমাদের দেশকে স্বাধীন হতে সাহায্য করেছে, এখন সেই দেশকে আমি টুকরো করার জন্য অন্যদের সাহায্য কেন করব? এটা কোনোভাবেই নৈতিক দিক থেকে গ্রহণযোগ্য নয়। বাংলাদেশে যে সরকারই ক্ষমতায় আসুক, ভারতের সঙ্গে একটা উইন-উইন সম্পর্ক রেখে একটা সম্মানজনক, মর্যাদাপূর্ণ, ভারসাম্যপূর্ণ বন্ধুত্ব রাখা উচিত। কাজেই এ ধরনের নিশ্চয়তা যদি ভারত পায় যে, এ রকম একটা সরকার আসতে চলেছে, যে উগ্রপন্থিদের উসকে দেবে না বা এখানে ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আশ্রয় দেবে না, আমার ধারণা, ভারত এটুকুতেই কনভিন্সড হলেই খুশি থাকবে। এ দুটি মিনিমাম চাওয়া আমার ধারণা আমেরিকাও মেনে নেবে। ফলে ভারত আর আমেরিকার স্বার্থ ওরকম সাংঘর্ষিক হবে বলে আমি মনে করি না। তারা যদি আমাদের ভালো বন্ধু হয়, এদেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য তাদের আমাদের সাহায্য করা উচিত।

বিদেশে আগুন লাগে বনে, আমাদের বাজারে

॥ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ॥



এক সময়ে 'আদর্শলিপি' ছিল বহুল পঠিত। সেই বইয়ে ওপরে বড় বড় অক্ষরে লেখা বাক্য থাকত, নিচে দাগ দেওয়া ফাঁকা জায়গা। ওপরের বাক্য অনুসরণ করে শিশুরা ফাঁকা জায়গায় লেখার অভ্যাস করত এবং তাতে তাদের হস্তাক্ষরের উন্নতি ঘটত। 'আদর্শলিপি'র বাক্যগুলো ছিল নৈতিকভাবে উন্নতমানের বক্তব্য-সংবলিত। উদ্দেশ্য, শিশুরা কেবল হস্তাক্ষর ভালো করতেই শিখবে না; নৈতিক শিক্ষাও গ্রহণ করবে। একটি বাক্যের কথা খুব মনে পড়ে: 'বড় যদি হতে চাও ছোট হও তবে।' ছোট হতে বলা হতো দেহের আকৃতিতে নয়; ভেতরের চরিত্রে। ধনে নয়, ক্ষমতায় নয়; বড় হবে নৈতিকতায়–এই ছিল বাণী। এই নীতি-উপদেশের অনুক্ত কথাটা ছিল–তুমি বিনয়ী হও। বিনয় তোমাকে সাহয্য করবে উঁচুতে উঠতে। তা বিনয়ে কিছুটা কাজ হতো বৈকি।

এখন আদর্শলিপি নেই, নীতিবাক্যও নেই। এখনকার রীতিটা হচ্ছে–বিনয়ে নয়; কাজ হবে দাপটে। বিনয় এখন ভীরুতা ও ক্লীবতার লক্ষণ বৈকি। কারণ সমাজ ও রাষ্ট্র এখন টাকার অধীনে। টাকা বিনয় কাকে বলে জানে না। টাকা টাকা ছাড়া আর কিছুই চেনে না, অন্য কাউকে মানেও না। সে কেবলই বাড়তে চায়। সে জানে, যে না বাড়লে সমূহ সর্বনাশ।

আর টাকাটা আসে কোথা থেকে? আকাশ থেকে তো পড়ে না, মাটি ফুঁড়েও বের হয় না। টাকা আসে মূলত শ্রম থেকে। তবে যাদের শ্রমে টাকা তৈরি হয় তাদের তেমন সুবিধা হয় না; মালিক নেয় ছিনিয়ে। আর মালিকদের উপার্জনের প্রধান ক্ষেত্র হচ্ছে ব্যবসা, বিশেষ করে বাংলাদেশে। ব্যবসা জিনিসটা চলে মুনাফার জন্য। আর জগতে এমন কোনো কাজ নেই, মুনাফার লিপ্সা যাকে অন্যায় মনে করে। লুণ্ঠন, ঠকবাজি-জোচ্চুরি, ভেজাল মেশানো, প্রতারণা–কোনোটাই বাদ থাকে না। বড় মাছ যেভাবে ছোট মাছকে গিলে খেয়ে আরও বড় হয়, ব্যবসার ক্ষেত্রেও তেমন ঘটে। ছোট মাছের মতোই ছোট ব্যবসায়ীদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। তাদের কান্নাকাটি কে শোনে?

কান্নাকাটি শোনা যাদের দায়িত্ব, সেই সরকারি কর্মচারী-রাও যে বড় বড় ব্যবসায়ীর তুলনায় খারাপ আছেন, তা নয়। তাদের জন্য সুযোগ-সুবিধার নানা মাপের দরজা-জানালা খোলা রয়েছে। ভদ্রতা করে আগে যাকে বলা হতো উপরি আয়, এখন তার সরাসরি পরিচয় ঘুষ। সব কিছুতেই ঘুষ চলে। উল্টিয়ে বলা যায়, ঘুষ ছাড়া কিছুই চলে না। বড় বড় অঙ্কের ঘুষ নাকি আসে মূলত ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে। যাতে করে যেভাবে খুশি, নিয়ম-নীতিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে ব্যবসা করা যায়।

পৃথিবীর অনেক দেশেই এখন বনে আগুন লাগছে দেখা যাচ্ছে। এমন বন্য আগুন ওইসব দেশে আগে কেউ কখনও দেখেনি; কল্পনাও করতে পারেনি। বাংলাদেশের বাজারেও যখন তখন বন্য আগুন জ্বলে উঠছে। বিশেষ করে খাদ্যপণ্যের বাজারে। গরিব বাঙালি পান্তা ভাতে কাঁচামরিচ ডলে লবণ মিশিয়ে খেয়ে কোনোমতে বাঁচত। এখনও অনেকে ওইভাবেই বাঁচে। সেই কাঁচামরিচের দাম কাগজে দেখেছি, কোথাও কোথাও কেজিপ্রতি হাজারে গিয়ে ঠেকেছিল। নুন আনতে পান্তা ফুরায়, এ রকমটা শোনা গেছে। কিন্তু পান্তা আনতেই কাঁচামরিচ উধাও হয়ে যায়–এমন কথা বাপ-দাদার চৌদ্দপুরুষে কেউ শোনেনি। পৃথিবীর সর্বত্র মানুষ ডিম ভারি পছন্দ করে। বাঙালিরাও ব্যতিক্রম নয়। অনেক বাঙালির জন্য ডিম হচ্ছে পুষ্টির একমাত্র উৎস। একজন বললেন, বাজারে তাঁর স্ত্রী ডিমের দোকানে গিয়েছিলেন। দাম শুনে আর এগোতে সাহস পাননি, ভয় পেয়ে পিছিয়ে এসেছেন। লবণ, পেঁয়াজ, সয়াবিন তেল–এসবও আগুনের মতো তপ্ত হয়ে উঠেছিল। যে কোনো মুহূর্তে আবার দপ করে জ্বলে উঠতে পারে। পেঁয়াজ নাকি পচে যাওয়াতে ফেলে দিতে হয়েছে। মজুতদাররা করেছে ওই কাজ। তবু পেঁয়াজ তারা বাজারে ছাড়েনি। অগ্নিমূল্যে যতটা লাভ হয়েছে, ন্যায্যমূল্যে গুদাম খালি করে ফেললেও তার সিকি পরিমাণ হয়তো ঘরে আসত না। পচে যাক ক্ষতি নেই; নদীতে ফেলে দিতে হলেও দুঃখ নেই; তবু দেশবাসীকে যে খেতে দেবে, তা নয়। তাদের দেশপ্রেম এতটাই গভীর। মুনাফার স্বার্থে প্রয়োজন হলে এরা দুর্ভিক্ষ পর্যন্ত সৃষ্টি করে থাকে। আলুতে আমরা নাকি উদ্বৃত্ত। সে আলুর দামও সুযোগ পেলেই ঘুমিয়ে ছিল ভেবে লম্ফ দিয়ে জেগে ওঠে। সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। কারা ঘটাচ্ছে এসব দেশদ্রোহী ও মানবতাবিদ্বেষী ঘটনা? সরকার বলছে, সিন্ডিকেট। সিন্ডিকেট আবার কী জিনিস? তারা কি ভূতপ্রেত? দেখা যায় না? চেনা যায় না? করোনা ভাইরাসের মতো অদৃশ্যমান? সিন্ডিকেট যে বড় বড় ব্যবসায়ীর সংঘবদ্ধ দল–এটা কি সরকার জানে না? তাদের পরিচয় কি অজ্ঞাত? সরকারের গোয়েন্দা বাহিনী কী হঠাৎ এতটাই অদক্ষ হয়ে পড়েছে–কারা সিন্ডিকেট বানায় এবং মানুষকে অভুক্ত রাখে সেটা ধরতে পারে না? এই ব্যবসায়ীরাই তো আমদানি করে; ব্যাংকের মালিকও তো এরাই। আসলে এরা এতই শক্তিশালী ও সংঘবদ্ধ যে, এদের গায়ে হাত দেওয়া যায় না। এরা অপেক্ষায় থাকে কখন কোন জিনিসটার সরবরাহ কমিয়ে দাম বাড়ানো যায় সেই মওকার জন্য। আগে বাড়াত উৎসব-পার্বণ উপলক্ষে, এখন বাড়ায় যখন তখন, নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ করে এবং একেক বৃদ্ধিতে হাতিয়ে নেয় কোটি কোটি টাকা।

একটি দৈনিক হিসাব-টিসাব করে দেখিয়েছে, ডিমের দাম বাড়িয়ে ১০ দিনে ডিম-সংশ্লিষ্টরা ১২০ কোটি টাকার মুনাফা হাতিয়ে নিয়েছে। টাকাটা অন্য কারও নয়, দেশবাসীরই। দেশবাসীর প্রাণপাত পরিশ্রম ও ঘামে উৎপাদিত। 'দেশপ্রেমিক' বণিকরা শুনলাম আবদার করেছেন, রপ্তানি আয়ের ১০ শতাংশ বিদেশে বিনিয়োগের অনুমতি দিতে হবে। গোপন পথ তো খোলাই রইল; আইনি পথেও পাচার ঘটবে। এটাই হচ্ছে নির্মম বাস্তবতা।

মন্ত্রীদের উক্তি-প্রত্যুক্তি শুনে মনে হয়, তারাও ভারি অসহায়। কী করতে হবে ভেবে কূল পান না, আকুল হন; পরস্পরবিরোধী কথা বলেন। যেমন অতি সম্প্রতি ডিমের দামের অস্বাভাবিক বৃদ্ধিতে হতাশ কণ্ঠে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেছেন, প্রয়োজনে ডিম আমদানি করা হবে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী জানিয়েছেন, দেশে ডিমের যথেষ্ট উৎপাদন হচ্ছে, আমদানির প্রয়োজন নেই।

তা এই যে দেশবাসীকে কেবল ঠকিয়ে নয়; অনাহারে রাখার বন্দোবস্ত করে মুনাফার পাহাড় গড়ছেন, সেসব পাহাড় যায় কোথায়? দেশের যথার্থ উৎপাদন খাতে বিনিয়োগ হচ্ছে, এমন নিদর্শন তো কমই চোখে পড়ে। কোথায় যে চলে যায় তা অবশ্য সবারই জানা। যায় সুইস ব্যাংকে। যায় কানাডায়; বসতবাড়ি তৈরির জন্য। ইংল্যান্ডেও যায় শুনি; যায় মালয়েশিয়া। কেউ কেউ সিঙ্গাপুর, দুবাইতে ব্যবসার সাম্রাজ্যই নাকি বানিয়ে ফেলেছেন ইতোমধ্যে। নাগরিকত্বও কেনা চলছে। তা টাকাটা পেলেন কোথায়? সবাই জানে, টাকা গেছে বাংলাদেশ থেকেই। বলা যাবে, এসব ব্যবসায়ী অসাধু। কিন্তু অসাধুরাই তো দেখা যাচ্ছে সর্বাধিক ক্ষমতাধর। তারাই উদ্ভাসিত। 'সাধু' ব্যবসায়ীরা ব্যবসাতে পারঙ্গম নন। তাদের মুনাফা অল্প। পাচার করবেন কেমন করে? সাধু হতে গেলে ব্যবসা ছাড়তে হয়।

একটি দৈনিক হিসাব-টিসাব করে দেখিয়েছে, ডিমের দাম বাড়িয়ে ১০ দিনে ডিম-সংশ্লিষ্টরা ১২০ কোটি টাকার মুনাফা হাতিয়ে নিয়েছে। টাকাটা অন্য কারও নয়, দেশবাসীরই। দেশবাসীর প্রাণ-পাত পরিশ্রম ও ঘামে উৎপাদিত। 'দেশপ্রেমিক' বণিকরা শুনলাম আবদার করেছেন, রপ্তানি আয়ের ১০ শতাংশ বিদেশে বিনিয়োগের অনুমতি দিতে হবে। গোপন পথ তো খোলাই রইল; আইনি পথেও পাচার ঘটবে। এটাই হচ্ছে নির্মম বাস্তবতা।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী: ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়



সাইয়িদুল ইস্তিগফার আবেগঘন আবেদন

জাফর আহমাদ



সাইয়িদুল ইস্তিগফারের অর্থ জানুন এবং মনের সবটুকু আবেগ একত্র করে বুঝে পড়ুন, মানসিক তৃপ্তি আপনার মন ও মানসকে ভরে দেবে। সাইয়িদুল ইস্তিগফারে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং খুবই আকর্ষণীয়। এর মর্যাদাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হাদিসে উল্লেখ আছে 'যে ব্যক্তি দিনে (সকালে) দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এ ইস্তিগফার পড়বে আর সন্ধ্যা হওয়ার আগেই মারা যাবে, সে জান্নাতি হবে। আর যে ব্যক্তি রাতে (প্রথম ভাগে) দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এ দোয়া পড়বে আর সে ভোর হওয়ার আগেই মারা যাবে সে জান্নাতি হবে।' আরবি দোয়া বঙ্গানুবাদসহ পূর্ণ হাদিসটি নিচে আপনাদের সৌজন্যে পেশ করা হলো। তবে সঠিক আরবি উচ্চারণের জন্য সংশ্লিষ্ট হাদিস বা অন্য কোনো দোয়ার কিতাব থেকে দেখে নেবেন।

শাদ্দাদ ইবনে আউস রা: থেকে বর্ণিত- নবী সা: বলেন, সাইয়িদুল ইস্তিগফার হলো- আল্লাহুম্মা আনতা রাব্বি, লা ইলা-হা ইল্লা আনতা খালাক্বতানি, ওয়া আনা আবদুকা, ওয়া আনা আলা আহদিকা ওয়া ওয়াদিকা মাসতাত্বাতু, আউজুবিকা মিন শাররি মা ছানাতু। আবুউ লাকা বিনিমাতিকা আলাইয়া ওয়া আবুউ বিজাম্বি, ফাগফিরলি ফা ইন্নাহু লা ইয়াগফিরুজ জুনুবা ইল্লা আনতা। অর্থাৎ- 'হে আল্লাহ! তুমি আমার রব। তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ আর আমি তোমার গোলাম। আমি আমার সাধ্যমতো তোমার সাথে কৃত প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকারের ওপর দৃঢ়ভাবে কায়েম আছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি আমার ওপর তোমার দেয়া অনুগ্রহের কথা স্বীকার করছি এবং আমি আমার গুনাহের কথা স্বীকার করছি। অতঃএব তুমি আমাকে ক্ষমা করো। কেননা তুমি ব্যতীত পাপগুলো ক্ষমা করার কেউ নেই।' 'যে লোক সন্ধ্যা বেলায় এ দোয়া পড়বে, আর এ রাতেই মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। রাবি বলেন, অথবা তিনি বলেছেন, সে হবে জান্নাতি। আর যে লোক সকালে এ দোয়া পড়বে আর এ দিনেই মারা যাবে সেও তেমনি জান্নাতি হবে।' (বুখারি-৬৩২৪, ৬৩০৬) দোয়াটিতে গোলাম-মালিকের সম্পর্ক অত্যন্ত আবেগঘন ভাষায় পরিস্ফুট হয়েছে। আল্লাহকে নিজের রব এবং নিজেকে তাঁর নগণ্য একজন গোলাম বা দাস ভেবে যখন অত্যন্ত মনোনিবেশ সহকারে দোয়াটি পড়া হয় তখন নিজের মধ্যে বিশেষ একটি ভাব সৃষ্টি হয়। এ জন্য রাসূলুল্লাহ সা: এটিকে 'সাইয়িদুল ইস্তিগফার' তথা ক্ষমা প্রার্থনার প্রধান দোয়া হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। প্রত্যেক মুসলমানকে অর্থ সহকারে দোয়াটি মুখস্থ করা প্রয়োজন এবং অর্থের দিকে লক্ষ রেখে নিজের মধ্যে সব আবেগকে জড়ো করে সকাল-বিকেল তা পড়া উচিত।

ইস্তিগফার মানে ক্ষমা প্রার্থনা করা। ইস্তিগফারের বিভিন্ন দোয়া কুরআন ও হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি। সালাত শেষ করার সাথে সাথে তিনবার 'আসতাগফিরুল্লাহ' বলা সুন্নাহ কর্তৃক স্বীকৃত। প্রথম সাজদা থেকে মাথা তুলে দ্বিতীয় সাজদায় যাওয়ার আগে দু'বার রাব্বিগফিরলি, ইগফিরলি' বলা সুন্নাহ। এভাবে বিভিন্ন সময় আমরা ইস্তিগফার করে থাকি। এসব ইস্তিগফারের প্রধান ইস্তিগফার হলো- সাইয়িদুল ইস্তিগফার। আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে ইস্তিগফার করার নির্দেশ এসেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন- 'আমি বলেছি তোমরা নিজেদের রবের কাছে ইস্তিগফার করো বা ক্ষমা চাও। নিঃসন্দেহে তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল। তিনি আকাশ থেকে তোমাদের ওপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষাবেন। সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে সাহায্য করবেন, তোমাদের জন্য বাগান সৃষ্টি করবেন আর নদী-নালা প্রবাহিত করে দেবেন।' (সূরা নূহ : ১০-১২)

আব্দুল্লাহ ইবনে বিসর রা: থেকে বর্ণিত- তিনি রাসূলুল্লাহ সা: থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'ধন্য সেই ব্যক্তি, যার রেকর্ডে অনেক ইস্তিগফার পাওয়া যায়' এবং রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ভালোবাসে যে কিয়ামতের দিন তার রেকর্ড তাকে খুশি করুক, সে যেন বেশি করে ইস্তিগফার করে।' (ইবনে মাজাহ ও নাসায়ি, উভয়ে হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন) বেশি বেশি ইস্তিগফার বা ক্ষমা চাওয়া নবী, আসহাবে রাসূল সা: এবং রাসূলদের বৈশিষ্ট্য। নবী সা: আমাদেরকে বেশি বেশি ইস্তিগফার করার তাগিদ দিয়েছেন। এটি দুঃখ-কষ্ট ও দুশ্চিন্তা দূর করার একটি বড় মাধ্যম। ঘন ঘন ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করলে সন্তানদের রিজিক ও বরকত বৃদ্ধি পায়। আর রাসূল সা: বলতেন, 'হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং তাওবাহ করো, কারণ আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং প্রতিদিন ১০০ বার তাঁর কাছে তাওবাহ করি।'

উপরের আয়াতে মহান দাতা আল্লাহ সেই নিশ্চয়তা দিয়েছেন, 'তিনি আকাশ থেকে তোমাদের ওপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষাবেন। সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে সাহায্য করবেন, তোমাদের জন্য বাগান সৃষ্টি করবেন আর নদী-নালা প্রবাহিত করে দেবেন।' কুরআন মাজিদের বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে, আল্লাহদ্রোহিতার আচরণ মানুষের জীবনকে শুধু আখিরাতেই নয় দুনিয়াতেও তার জীবন সঙ্কীর্ণ করে দেয়। অপরপক্ষে কোনো জাতি যদি অবাধ্যতার বদলে ঈমান, তাকওয়া ও আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার পথ অনুসরণ করে তাহলে তা শুধু আখিরাতের জন্যই কল্যাণকর হয় না, দুনিয়াতেও তার ওপর আল্লাহর অশেষ নিয়ামত বর্ষিত হতে থাকে। আল্লাহ তায়ালা বলেন- 'আহলে কিতাব যদি তাদের রবের পক্ষ থেকে প্রেরিত তাওরাত, ইঞ্জিল ও অন্যান্য আসমানি কিতাবের বিধানাবলি মেনে চলত তাহলে তাদের জন্য ওপর থেকেও রিজিক বর্ষিত এবং নিচ থেকেও ফুটে বের হতো।' (সূরা মায়িদা-৬৬) 'জনপদের লোকেরা যদি ঈমান আনত এবং তাকওয়ার নীতি অনুসরণ করত তাহলে আমি তাদের জন্য আসমান ও জমিনের দরজাগুলো খুলে দিতাম।' (সূরা আরাফ-৯৬) একবার দুর্ভিক্ষের সময় হজরত উমর রা: বৃষ্টির জন্য দোয়া করতে বের হলেন এবং শুধু ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করেই শেষ করলেন। সবাই বলল, 'হে আমিরুল মু'মিনিন আপনি তো আদৌ দোয়া করলেন না। তিনি বললেন, আমি আসমানের ওই সব দরজায় করাঘাত করেছি যেখান থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। এ কথা বলেই তিনি সূরা নূহের ১০, ১২ ও ১৩ নম্বর আয়াত পাঠ করে শোনালেন। (ইবনে জারির ও ইবনে কাসির)

আল্লাহ তাঁর বান্দাকে এ শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছেন, কোনো মানুষের দ্বারা দ্বীনের যত বড় খিদমতই সম্পন্ন হোক না কেন, তাঁর পথে যত ত্যাগ ও কোরবানি স্বীকার করুক না কেন এবং তার ইবাদত-বন্দেগি করার ব্যাপারে যতই প্রচেষ্টা ও সাধনা চালাক না কেন, তার মনে কখনো এ ধরনের চিন্তার উদয় হওয়া উচিত নয় যে, তার ওপর তার রবের যে হক ছিল তা সে তা সে পুরোপুরি আদায় করে দিয়েছে; বরং সবসময় তার মনে করা উচিত যে, তাঁর হক আদায় করার ব্যাপারে যেসব দোষ-ত্রুটি সে করেছে তা মাফ করে দিয়ে যেন তিনি তার এ নগণ্য খিদমতটুকু কবুল করে নেন। এ আদব ও শিষ্টাচার আল্লাহ তাঁর রাসূলের মাধ্যমে অনাগত আল্লাহর বান্দাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। তাই কোনো মুসলিম নিজের আমলকে যথেষ্ট মনে করার কোনো অবকাশ নেই। আল্লাহর যে হক তার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তা সে আদায় করে দিয়েছে এ অহঙ্কারে মত্ত হওয়ার কোনো সুযোগই কি তার থাকে। কোনো সৃষ্টিই আল্লাহর হক আদায় করতে সক্ষম হবে, এ ক্ষমতাই তার নেই। অবশ্যই তাকে আল্লাহর অনুগ্রহ ও ক্ষমার মুখাপেক্ষী হতেই হবে। এতক্ষণ এ আলোচনা থেকে এ কথা প্রতিষ্ঠিত হলো, যারাই এ পথের সংগ্রামে নিয়োজিত থাকবেন তাদেরকে হরহামেশাই ইস্তিগফার, তাসবিহ, তাহলিল করতে হবে। কারণ যার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এ মিশনের পথ চলা হচ্ছে, যে পথে অসংখ্য কাঁটার আঘাত রয়েছে,যে পথটি কণ্টকাকীর্ণ, যে পথ অবশ্যই মসৃণ নয়, সে পথের অনুসারী তার মালিকের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ থাকবে না, তা কী করে হয়। যে পথ উত্তাল তরঙ্গমালার ভেতর দিয়ে গেছে, যে পথের প্রতিটি পয়েন্টে পয়েন্টে শয়তান তার অনুসারীদের পাহারায় নিয়োজিত করে রেখেছে, সেই পথ পাড়ি দিতে আপনার মাঝিমাল্লার প্রাচুর্য ও অন্যান্য প্রযুক্তিগত যত সমর্থনই থাকুক না কেন, আল্লাহর সাহায্য ছাড়া আপনি এ পথ পাড়ি দিতে পারবেন না। যেকোনো পয়েন্টে শয়তানের সাথে আপনার সাক্ষাৎ হবেই এবং সে আপনাকে যেকোনো প্রকারেই হোক পদচ্যুত করতে চাইবে। সে সময় আল্লাহর সাথে আপনার গভীর সম্পর্কই আপনাকে মুক্তি দিতে পারে। বেশি বেশি ইস্তিগফার দ্বারা আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি হয়।

যখনই কোনো বিজয় লাভ হবে তখন এ বিজয়কে নিজেদের কৃতিত্ব মনে করা গর্ব-অহঙ্কারেরই নামান্তর। জয়-পরাজয়, শক্তি-সামর্থ্য ও অন্যান্য উপায়-অবলম্বন সবই আল্লাহর দান। এ জন্য কোনো গর্ব-অহঙ্কারে মত্ত না হয়ে বরং রবের সামনে দীনতার সাথে মাথা নত করে হামদ, সানা ও তাসবিহ পড়তে এবং তাওবাহ ও ইস্তিগফার করতে থাকবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন- 'যখন আল্লাহর সাহায্য এসে যায় এবং বিজয় লাভ হয়। আর (হে নবী) যদি তুমি দেখো মানুষ দলে দলে আল্লাহর দ্বীন গ্রহণ করছে। তখন তুমি তোমার রবের হামদ-সহকারে তাঁর তাসবিহ পড় এবং তাঁর কাছে ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করো। অবশ্যই তিনি বড় তাওবাহ কবুলকারী।' (সূরা নাসর) হামদ মানে মহান আল্লাহর প্রশংসা করা এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। আর তাসবিহ মানে আল্লাহকে পাকপবিত্র ও পরিচ্ছন্ন এবং দোষত্রুটিমুক্ত গণ্য করা। আর ইস্তিগফার মানে আল্লাহর কাছে নিজের ভুলত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা।

আল্লাহ ছাড় দেন ছেড়ে দেন না

মাহমুদ আহমদ

কেন জানি আমাদের আচার-আচরণ বদলে যাচ্ছে। মানুষ আজ সামান্য কিছুতেই একে অপরের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ থেকে শুরু করে বড় ধরনের অন্যায় কাজে লিপ্ত হচ্ছে।

মহানবি (সা.) বলেছেন, আল্লাহতায়ালার কাছে উত্তম আচরণের চেয়ে অধিক ভারী কোনো বস্তু নেই, আল্লাহ পাকের কাছে কোনো ধর্মের ভালো বা মন্দ হওয়ার মানদণ্ড হলো-তার চরিত্র (আবু দাউদ)। মহানবি (সা.)-এর প্রকৃতিই এরূপ ছিল যে, তাঁর মাঝে সব চারিত্রিক উৎকর্ষতা চরম মার্গে পৌঁছে গিয়েছিল। তিনি হলেন মানবতার সর্বত্তোম আদর্শ।

দিনের পর দিন আমরা নানা পাপ কাজ করি। কিন্তু তাৎক্ষণিক তিনি আমাদের পাকড়াও করেন না বরং অবকাশ দিতে থাকেন। তিনি এজন্যই অবকাশ দেন যেন, আমরা আমাদের ভুল বুঝতে পেরে তাওবা করে সহজ-সরল পথে চলার অঙ্গীকার করি।

আসলে আল্লাহ তার বান্দাকে শাস্তি প্রদানে অবকাশ দিতে থাকেন। কারণ যদি আল্লাহতায়ালা সব ধরনের শাস্তি তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োগ করতেন তাহলে পৃথিবীর মানুষ অনেক আগেই শেষ হয়ে যেত। পাপের কারণে মানুষ অকালে শেষ হয়ে গেলে জীবজন্তু ও পশুপাখি বেঁচে থাকারও কোনো প্রয়োজন থাকত না।

মানুষের প্রয়োজনেই এদের সৃষ্টি। তাই মানুষের বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য জীবজন্তুও নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। এক কথায় এ পৃথিবীই থাকত না, আল্লাহ হয়তো নতুন পৃথিবী এবং মানব সভ্যতাকে নতুন করে সৃষ্টি করতেন।

যেভাবে আল্লাহতায়ালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন : 'আল্লাহ যদি মানুষকে তার অন্যায় কাজের কারণে তাৎক্ষণিক শাস্তি দিতেন তাহলে কোনো প্রাণীকেই তিনি এ পৃথিবীতে জীবিত ছাড়তেন না। কিন্তু তিনি এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত তাদের অবকাশ দিয়ে থাকেন। তবে তাদের শাস্তির নির্ধারিত মেয়াদ যখন এসে পড়ে তখন তারা এক মুহূর্ত পেছনেও থাকতে পারে না এবং সামনেও এগোতে পারে না' (সূরা নাহল : আয়াত ৬১)।

তবে কোনো জাতির শাস্তির নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হয় তখন তা প্রতিহত, বিলম্বিত বা স্থগিত করা যায় না। শাস্তি যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়ে যায়, তখন তাকে কেউ আর প্রতিহত করার শক্তি রাখে না। যেভাবে আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেন : 'আর প্রত্যেক জাতির জন্য একটি সময় নির্ধারিত আছে। অতএব, তাদের নির্ধারিত সময় যখন এসে যায়, তখন তারা তা থেকে এক মুহূর্ত পিছিয়েও থাকতে পারে না বা এগোতেও পারে না' (সূরা আরাফ : আয়াত ৩৪)।

এ বিষয়ে হাদিসে এসেছে, মহানবি (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহ জালিমকে অবকাশ দেন, তারপর যখন পাকড়াও করেন তখন আর কোনো ছাড় দেন না' (মুসলিম)। আল্লাহ আমাদের অবকাশ দিচ্ছেন বলে আমরা যা ইচ্ছা তা করে যাব তা মোটেও ঠিক নয়। আমাদের উচিত সময় থাকতে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া।

জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষায় আমরা আল্লাহর কাছে সবিনয়ে এ দোয়া পড়ব-'রাব্বানা আতিনা ফিদদুনইয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাও ওয়া ক্বিনা আজাবান নার' (সূরা বাকারা : আয়াত ২০১)। অর্থ : 'হে পরওয়ারদেগার! আমাদের দুনিয়াতেও কল্যাণ দান কর এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান কর এবং আমাদের দোজখের আগুন থেকে রক্ষা কর।'

আসলে আল্লাহ তার বান্দাকে শাস্তি প্রদানে অবকাশ দিতে থাকেন। কারণ যদি আল্লাহতায়ালা সব ধরনের শাস্তি তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োগ করতেন তাহলে পৃথিবীর মানুষ অনেক আগেই শেষ হয়ে যেত। পাপের কারণে মানুষ অকালে শেষ হয়ে গেলে জীবজন্তু ও পশুপাখি বেঁচে থাকারও কোনো প্রয়োজন থাকত না।

আজকে আমার অর্থকড়ি আর ক্ষমতা আছে বলে একজন সাধারণ নিরিহ মানুষের সঙ্গে যা ইচ্ছা তাই করছি। কিন্তু একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন যিনি সব হিসাব রাখছেন। তিনি সাময়িকভাবে আমাদের ছাড় দিচ্ছেন। কিন্তু এটা ভাবা মোটেও ঠিক হবে না যে, আমি একেবারেই ছাড় পেয়ে যাব। আমরা যেন তার পাকড়াও থেকে রক্ষা পাই সেজন্য আমাদের সব ধরনের মন্দ কাজ পরিহার করার পাশাপাশি মহানবি (সা.) যেসব দোয়া সব সময় করতেন সেগুলোও আমরা প্রতিনিয়ত করব, যাতে আল্লাহতায়ালা আমাদের ক্ষমা করে তার কৃপার চাদরে আবৃত করে নেন।

তিনি (সা.) এ দোয়া পড়তেন-'আল্লাহুম্মা আফিনি ফি বাদানি, আল্লাহুম্মা আফিনি ফি সাময়ি, আল্লাহুম্মা আফিনি ফি বাসারি, লা ইলাহা ইল্লা আন্তা, আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিনাল কুফরি, ওয়াল ফাকরি, আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিন আজাবিল কাবরি, লা ইলাহা ইল্লা আন্তা।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি আমাকে শারীরিক সুস্থতা ও নিরাপত্তা দান কর। হে আল্লাহ! আমার শ্রবণে সুস্থতা ও নিরাপত্তা দান কর। আমার দৃষ্টিতে সুস্থতা ও নিরাপত্তা দান কর। তুমি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি কুফুরি ও দারিদ্র্য থেকে। হে প্রভু-প্রতিপালক! আমি তোমার কাছে পানাহ চাই কবরের আজাব থেকে। তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই' (আবু দাউদ, মুসনাদে আহমাদ)।

আমরা যদি আল্লাহ পাকের পাকড়াও থেকে রক্ষা পেতে চাই তাহলে আমাদের অবশ্যই সব ধরনের মন্দ কর্ম থেকে নিজেকে দূরে রাখতে হবে এবং পরস্পরের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেন, পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা, হৃদ্যতা ও কোমলতায় মুমিনের উদাহরণ হলো একটি দেহের মতো। যখন তার একটি অঙ্গে ব্যথা হয়, তখন তার সারা শরীর বিনিদ্রা ও জ্বরাক্রান্ত হয়ে দুঃখে সমান অংশীদার হয় (সহিহ বুখারি)।

আল্লাহপাক আমাদের জাতি, ধর্ম-বর্ণ, গোষ্ঠী নির্বিশেষে সবার সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার এবং সব ধরনের মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকার তৌফিক দান করুন, আমিন।

লেখক : ইসলামি গবেষক ও কলামিস্ট

প্রবাসী আয় হ্রাস বাংলাদেশে আগস্টে

(প্রথম পাতার পর)

২১ দশমিক ৫৬ শতাংশ কম। গত বছরের আগস্টে প্রবাসী আয় এসেছিল ২০৪ কোটি ডলার। বাংলাদেশ ব্যাংকের সবশেষ প্রতিবেদন পাওয়া তথ্যে সংবাদ দিচ্ছে দেশের সংবাদমাধ্যমগুলো।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, গত জুলাইয়ে দেশে প্রবাসী আয় এসেছিল ১৯৭ কোটি ডলার। আগস্টে তা ১৬০ কোটি ডলারে নেমে এসেছে। জুলাইয়ের সঙ্গে তুলনা করলে আগস্টে প্রবাসী আয় কমেছে ৩৭ কোটি ডলার বা প্রায় ১৯ শতাংশ। আর গত বছরের আগস্টের তুলনায় গত আগস্টে প্রবাসী আয় কমেছে ৪৪ কোটি ডলার।

প্রথম আলোর খবরে বলা হয়েছে, এমন একসময়ে দেশে প্রবাসী আয় কমছে, যখন দেশে ডলারসংকট প্রকট। ডলার আয়ের অন্যতম একটি উৎস প্রবাসী আয়। ডলারসংকট কাটাতে প্রবাসী আয় বাড়াতে নানা উদ্যোগ নেওয়া হলেও খুব বেশি সুফল দেখা যাচ্ছে না। খাতসংশিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, বৈধ পথে আসা প্রবাসী আয়ের ক্ষেত্রে ডলারের দাম বেঁধে দেওয়ায় প্রবাসী আয়ে টান পড়েছে। কারণ, হুন্ডির মাধ্যমে প্রবাসী আয় পাঠালে এখন ডলারের দাম ব্যাংকের তুলনায় বেশি পাওয়া যায়।

গত বছরের সেপ্টেম্বর থেকে বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত ব্যাংকগুলোর সংগঠন বাংলাদেশ ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিলারস অ্যাসোসিয়েশন (বাফেদা) ও ব্যাংকের শীর্ষ নির্বাহীদের সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ (এবিবি) মিলে রপ্তানি, প্রবাসী আয়সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ডলারের দাম নির্ধারণ করে দিচ্ছে। সর্বশেষ গত বৃহস্পতিবার প্রবাসী আয়ের ক্ষেত্রে ডলারের দাম নির্ধারণ করা হয় ১০৯ টাকা ৫০ পয়সা। নতুন এ দর আজ রোববার থেকে কার্যকর হয়। এর আগে প্রবাসী আয়ের ক্ষেত্রে ডলারের দাম ছিল ১০৯ টাকা। সেই হিসাবে প্রবাসী আয়ে ডলারের দাম আজ থেকে ৫০ পয়সা বাড়ানো হয়েছে।

এদিকে খোলাবাজারে নগদ ডলার এখন বিক্রি হচ্ছে ১১৭১১৮ টাকায়। ফলে ডলারের দামের ক্ষেত্রে ব্যাংক ও খোলাবাজারের মধ্যে বড় ব্যবধানে তৈরি হয়েছে। এ কারণে খাতসংশিষ্ট ব্যক্তিরা আশঙ্কা করছেন, এ ব্যবধান অব্যাহত থাকলে ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রবাসী আয় আসা আরও কমে যেতে পারে। এর বিপরীতে হুন্ডির প্রতি আগ্রহ বাড়বে প্রবাসীদের। কারণ, ডলারের দাম যেখানে বেশি পাওয়া যাবে, প্রবাসীরা সেদিকেই ঝুঁকবেন।

আশ্রয় প্রার্থীদের দায়িত্ব কেন্দ্রকেই নিতে হবে,

(প্রথম পাতার পর)

কেন্দ্রকেই এর দায়িত্ব নিতে হবে, বলেন তিনি।

হোয়াইটহাউজ এখন বুঝতে পারছে, যথেষ্ট সময় গড়িয়ে গেছে, আর পরিস্থিতি ক্রমান্বয়ে আরও খারাপ হচ্ছে, এক সাক্ষাৎকারে বলেন নিউইয়র্ক গভনর্র। তিনি জানান, আশ্রয়প্রার্থীদের যারা ইউএস কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার প্রোটেকশনস অ্যাপ ব্যবহার করছেন তারা তাদের কাজের স্ট্যাটাস সম্পর্কে আপডেট পাবেন।

যখনই তারা কোনো বার্তা পাবেন, আপনাকে কাজের জন্য আবেদন করতে হবে কিংবা আপনি কাজের জন্য এলিজিবল, তখন আমরা তাদের সহায়তা করবো।চ

এগুলো হয়তো একটা পথ, তবে পূর্ণাঙ্গ সমাধান নয়, বলেন হোকুল।

তিনি জানান, মাইগ্র্যান্টদের এই সঙ্কট মোকাবেলায় হোয়াইটহাউজ কর্মীদলও পাঠাবে। ডিএইচএসের স্টাফরা ম্যানহাটনে এসে অ্যাসাইলামপ্রার্থীরা যাতে বৈধভাবে তাদের আবেদন জমা করতে পারেন সে লক্ষ্যে কাজ করবেন।

এই বৈঠকের পর প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে একটি চিঠি পাঠান হোকুল। তাতে তিনি মাইগ্র্যান্ট সমস্যা সমাধানে কেন্দ্রের আরও সহযোগিতা চান।

বুধবারের ওই বৈঠকে হোয়াইট হাউজের চিফ অব স্টাফ জেফ জিয়েন্টস, ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটির সেক্রেটারি আলেজান্দ্রো মায়োরকাস ও উচ্চ পর্যায়ের আরও কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন।

আমি আবারও আমার কথাগুলো জোর দিয়ে বলেছি, আগেও আমি যেগুলো বলেছি শ্রমিক নেতাদের সামনে, সরকারি নেতৃত্বের সামনে, ব্যবসায়ী নেতাদের তথা মেয়রকে, বলো হোকুল। পরে বুধবার রাতে হোয়াইটহাউজ এক বিবৃতিতে জানায়, এ ধরনের আলাপচারিতা চালিয়ে যাওয়ার জন্য তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। একই সঙ্গে অভিবাসন সংস্কার কর্মসূচি অনুমোদন করার জন্য কংগ্রেসের প্রতি আহ্বান জানায় হোয়াইটহাউজ। আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য আশ্রয়স্থল নির্মানে আরও ৬০০ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ পাশ করার ব্যাপারেও কংগ্রেসের প্রতি আহ্বান জানায় বাইডেন প্রশাসন।

গত জুন থেকে কাজের সুযোগ চেয়ে ৩০০০ ফেডারেল অ্যাসাইলাম এপিকেশন ফাইল করা হয়েছে। ২৭ আগস্ট পর্যন্ত ৫৯,৪০০ আবেদন জমা পড়েছে সিটি কেয়ার এর আওতায় আসার জন্য। আর এ পর্যন্ত ১ লাখ ৭ হাজার ৩০০ জন আশ্রয়প্রার্থী নিউ ইয়র্কে জড়ো হয়েছে। তাদের জন্য ১৫টি ত্রান কেন্দ্রসহ মোট ২০৭ স্থান থেকে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

২১ থেকে ২৭ আগস্ট পর্যন্ত এক সপ্তাহে নতুন আশ্রয়প্রার্থী এসেছে ২,৯০০ জন।

শেখ হাসিনার সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক

(প্রথম পাতার পর)

দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা আসবেন। তবে জি২০ সম্মেলন শুরুর দুদিন আগেই দেশটিতে আসবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

হিন্দুস্তান টাইসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জি২০ সম্মেলনের ফাঁকে মোদি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁর সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করবেন মোদি।

বাইডেনের সঙ্গে মোদির বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে আগামী শুক্রবার এবং পরবর্তী সময় রোববার মাখোঁর সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করতে পারেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী।

হিন্দুস্তান টাইমস বলছে, মোদি তার ঘনিষ্ঠ দুই বন্ধুর জন্য ডিনার এবং মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করতে আগ্রহী। তবে বাইডেনের আগমন সময়সূচি ও মাখোঁর ঢাকা ত্যাগের ওপর অনেক কিছু নিভর্র করছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শেখ হাসিনার সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করবেন বলেও পরিকল্পনা করেছেন মোদি। দুই এ রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে যথাযথভাবে গত কয়েক মাস ধরে কোনো দ্বিপক্ষীয় বৈঠক হয়নি। তবে শেখ হাসিনার সঙ্গে মোদির দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের তারিখ নিয়ে বিস্তারিত কিছু বলা হয়নি।

ময়ের মধ্যে বিষয়টি সুরাহা না হলে যুক্তরাষ্ট্রকে পড়তে হতো ঋণ খেলাপিতে। কিন্তু শেষ মূহূর্তের তাড়াহুড়োয় এবং প্রতিনিধি সভা, সিনেট হয়ে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের দফতরে যখন পৌঁছায় তখন সপ্তাহান্তের ছুটি শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু তাতে আটকায় নি। শনিবার (৩ জুন) সপ্তাহান্তেই সেই বিলে স্বাক্ষর করলেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন। আর তাতে (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

(প্রথম পাতার পর) শেষ রক্ষা পেলো যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার। বিলে সই করে বাইডেন এ জন্য কংগ্রেস নেতৃত্বকে এই অংশীদারিত্বমূলক সিদ্ধান্তের জন্য ধন্যবাদ জানান। এর মধ্য দিয়ে ঋণের মাত্রা এখন ৩১.৪ ট্রিলিয়ন ডলারে বাড়িয়ে নেওয়া হলো। এতে সরকার এরই মধ্যে যেসব ঋণের দায়ে রয়েছে সেগুলো পরিশোধের জন্য রাষ্ট্র থেকে বরাদ্দ পাবে।

এর আগে বৃহস্পতিবার (১ জুন) ট্রেজারি বিভাগ হুশিয়ারি জারি করে, সোমবারের মধ্যে এই বিল চূড়ান্ত অনুমোদন না পেলে রাষ্ট্র নগদ অর্থের সঙ্কটে পড়ে যেতো। প্রয়োজনীয় বিলগুলো পরিশোধ সম্ভব হতো না। যা কেবল যুক্তরাষ্ট্রকেই বিপাকে ফেলতো না, গোটা বিশ্বের অর্থনীতিতেই পড়ে যেতো প্রভাব। প্রতিনিধি সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ রিপাবলিকান নেতারা অবশ্য আগে থেকে দেশের ঋণ করার সীমা বাড়ানোর ব্যাপারে অমত পোষণ করে আসছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডেমোক্র্যাট নেতারা ব্যয়ের মাত্রা কমানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছিলেন কিন্তু হোয়াইট হাউসের সঙ্গে হাউস স্পিকার কেভিন ম্যাককার্থির বনিবনা হচ্ছিলো না। এক পর্যায়ে বিষয়টি স্থবির হয়ে পড়ে। শর্তের পর শর্ত জুড়ে দিতে থাকেন রিপাবলিকান নেতারা। শেষ পর্যন্ত প্রতিনিধি সভায় বিতর্কের এক পর্যায়ে গত বুধবার ভোটাভুটি হয় এবং প্রতিনিধি সভা পাস করে বিলটি। যা পরে সিনেটে যায়। এবং নির্ধারিত সময়ের আগেই মাত্র দেড় ঘণ্টার বিতর্কের পর বৃহস্পতিবার সিনেট দ্রুত তা পাস করে। এই সময় দুই পক্ষ থেকে আনা ১২টি শর্ত বাতিল করা হয়। যার মধ্যে ১১টিই ছিলো রিপাবলিকানদের আনা। এবং সবশেষ হোয়াইট হাউজে বাইডেনের স্বাক্ষরে শেষ রক্ষা হয়। এর মধ্য দিয়ে ২০২৫ সালের ১ জানুয়ারী পর্যন্ত ঋণসীমা নির্ধারণের সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হলো। এই সিদ্ধান্তের মধ্যদিয়ে আগামী প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনের সরকারি ব্যয়ে নিয়ন্ত্রণ ও নিষেধাজ্ঞাগুলো আনা হবে। এখন আইন প্রণেতারা আগামী ২ বছর তাদের বাজেট টার্গেট বাড়াতে পারবেন এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আনার চেষ্টা করতে পারবেন। রাজনীতির মাঠ যখন ক্রমশই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে তখন এমন সিদ্ধান্ত জরুরি ছিলো বলেও মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। শুক্রবার সন্ধ্যায় হোয়াইট হাউজে প্রেসিডেন্ট বাইডেন বলেন, এই বাজেট চুক্তি পাস করা জরুরি ছিলো, বিষয়টি সর্বোচ্চ ঝুঁকি ও ক্ষতির মুখেই পড়েছিলো। এর আগে বৃহস্পতিবার ১ ঘণ্টা আলোচনা ও বিতর্কের পর বিলটি পাশ করেন সিনেটররা। এর একদিন আগে বুধবার জাতীয় ঋণের সীমা বাড়ানোর প্রস্তাব পক্ষে ভোট দেয় দেশটির কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদ। ডেমোক্রাট ও রিপাবলিকান প্রতিনিধিদের সম্মিলত ভোটেই এই বিল পাশ করা হয়। বুধবার এ-সংক্রান্ত বিলের ওপর রিপাবলিকান-নিয়ন্ত্রিত প্রতিনিধি পরিষদে ভোটাভুটি হয়। বিলটির পক্ষে ৩১৪ ভোট এবং বিপক্ষে ১১৭ ভোট পড়ে।

বাস ধর্মঘট হচ্ছে না, স্বস্তিতে স্কুলে ফিরবে শিশুরা

(প্রথম পাতার পর)

ডাক দিয়ে রেখেছিলেন নিউইয়র্কের স্কুল বাস চালকেরা। তবে শেষ পর্যন্ত স্কুল শুরুর আগের সপ্তাহে এসে স্বস্তি ফিরেছে। কারণ চালকরা ঘোষণা করেছেন তারা যাচ্ছেন না ধর্মঘটে।

হাজার হাজার শিক্ষার্থীকে তাহলে আর বিকল্প ব্যবস্থায় স্কুলে যেতে হচ্ছে না। তারা দলবেঁধে চিরচেনা হলুদ রঙের বাসে চেপেই যাবে। নতুন শিক্ষাবর্ষ তাদের আনন্দে ও স্বস্তিতেই শুরু হবে।

ট্রানজিট ইউনিয়ন গত শুক্রবার তাদের ঘোষণায় জায়, সম্ভাব্য বাস ধর্মঘট হচ্ছে না।

সংবাদমাধ্যমগুলো জানাচ্ছে ট্রানজিট ইউনিয়ন বেশ কিছু প্রাইভেট কোম্পানি ও সিটির মালিকানাধীন একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমঝোতায় আসার পর ধর্মঘট না করার সিদ্ধান্ত নেয়। ওই কোম্পানি ও প্রতিষ্ঠানগুলোই স্কুলবাসের খরচ বহনে রাজি হওয়াই এই সমঝোতা হয়।

এর আগে নিউইয়র্কের স্কুলবাস চালকদের সম্ভাব্য ধর্মঘটে অনিশ্চয়তায় পড়ে ১৫০০০০ শিক্ষার্থী। নতুন বছরের স্কুল শুরু হওয়ার প্রাক্কালে ধর্মঘটে যাওয়ার ঘোষণা দেন বাস চালকেরা। আর তাতে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন অভিভাবকরা। সঙ্গে উদ্বেগে ছিলেন নিউইয়র্ক স্কুল চ্যান্সেলর ডেভিড ব্যাংকসও।

আগস্টের মাঝামাঝিতে এই ঘোষণা আসে। সে সময় অভিভাকদের ডেকে এক সভায় স্কুল চ্যান্সেলর তার উদ্বেগর কথা জানান। তিনি বলেছিলেন, আমরা একটি সম্ভাবনা দেখছি, বাসচালকেরা সমঝোতায় আসছেন না, ফলে তারা ধর্মঘটে যেতে পারেন।

এ অবস্থায় শিক্ষার্থীরা কিভাবে স্কুলে পৌঁছাতে পারে তার কিছু বিকল্প নিয়েও অভিভাবকদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন ডেভিড ব্যাংকস।

ট্রানজিট ইউনিয়নের সঙ্গে চুক্তি নিয়ে সমঝোতা না হলে এই ধর্মঘট অবশ্যম্ভাবী, প্যারেন্ট কাউন্সিলের প্রতিনিধিদের বলেন স্কুল চ্যান্সেলর।

ধর্মঘট হলে সম্ভাব্য বিকল্পগুলো নিয়েও কথা বলেছিলেন ডেভিড ব্যাংকস।

তখন পূর্বসতর্কতা হিসাবে তারা যেসব বিকল্পের কথা ভাবছের তার মধ্যে রয়েছে শিক্ষার্থীদের জরুরি মেট্রোকার্ড সরবরাহ, বিকল্প পরিবহণ ব্যবহার করলে সেই অর্থ পরিশোধ কিংবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফ্রি রাইডশেয়ার দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে, এক বিবৃতিতে বলেন তিনি।

সেটা নিয়েই উদ্বেগে ছিলেন অভিভাবকরা। যা এবার কাটলো।

গর্ভবতী নারীকে গুলি করে হত্যা করল পুলিশ

(প্রথম পাতার পর)

(পুলিশের বুকে থাকা ক্যামেরা) ধারণ করা একটি ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছে।

নিউ ইয়র্ক পোস্টের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত ২৪ আগস্ট ঘটেছে এ ঘটনা। ২১ বছর বয়সী তাকিয়া ইয়ং নামে এক নারীকে তার গাড়ির ভিতরেই গুলি করে হত্যা করা হয়। দেশটির পুলিশের দুই কর্মকর্তা ওই নারীকে চুরির বিষয়ে জেরা করছিলেন। তখন এ ঘটনা ঘটে।

বেনডন টাউনশিপ পুলিশ ডিপার্টমেন্টের প্রকাশিত ভিডিওতে দেখা যায়, তাকিয়া তার গাড়িতে বসে ছিলেন। সেইসময় এক পুলিশের কর্মকর্তা তাকে বারবার গাড়ি থেকে বের হতে বলেন। তখন ওই নারী তখন বলেন, কী জন্য? আমি সেটা করতে যাচ্ছি না।

সেইসময় পুলিশের এক কর্মকর্তার হাতে বন্দুক দেখা যায়। তখন তাকিয়া বলেছেন, আপনি কি আমায় গুলি করতে যাচ্ছেন। এরপর পুলিশ কর্মকর্তাদের কথা উপেক্ষা করে গাড়ি চালাতে শুরু করলে গুলি করেন এক কর্মকর্তা। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে গাড়ির গতি কমে যায় এবং সেটি একটি মুদির দোকানের দেওয়ালে ধাক্কা খায়।

বেন্ডন পুলিশ প্রধান জন বেলফোর্ড শুক্রবার এক বিবৃতিতে বলেছেন, এটি একটি ট্র্যাজেডি, ইয়ং-এর পরিবার এতে অত্যন্ত বিপর্যস্ত এবং শোকাহত। এই ঘটনার তদন্ত চলছে বলে দেশটির পুলিশ বিভাগের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে।

খুলছে স্কুল, বাড়ছে কোভিড, করণীয়

(প্রথম পাতার পর)

বেড়ে যেতে পারে মৃত্যু হার। বিশেষ করে ফলের শেষের দিকে কিংবা শীত এসে গেলো কোভিড-১৯ দাপট দেখাবে বলেই আশঙ্কা স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের। বিএ.২.৮৬ কিংবা পিরোলা নামের একটি ভ্যারিয়েন্ট তার রক্তচক্ষু দেখাতে এরই মধ্যে শুরু করেছেছ

এদিকে, কিছু ঝামেলার দিকও রয়েছে- যেমন কোভিড ভ্যাকসিনের বুস্টার ডোজ গ্রহণে নিম্ন হার, এবং কোভিড প্রতিরোধে পিলের ব্যবহারে অনাগ্রহই বলে দেয় নিউ ইয়র্কারদের অনেকেই তাদের নিজেদের সুরক্ষার রক্ষাকবচগুলো পুরোপুরি গ্রহণ করেন নি।

নিউইয়র্কাররা যখন ভেবে নিয়েছেন, কোভিড-১৯ তাদের দেখা হয়ে গেছে, তখন কোভিড-১৯ ভাবছে, আমার এখনো দেখা শেষ হয়নি,চ এভাবেই বলছিলেন নিউইয়র্কের গভনর্র ক্যাথি হোকুল। এ সপ্তাহের মাঝামাঝিতে এক বিবৃতিতে হোকুল এ কথা বলেন। তিনি সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষকে কোভিডের বিষয়ে কড়া নজরদারির ওপর জোর দেন। এবং আসছে সপ্তাহগুলোতে নিয়মিত জনস্বাস্থ্যের গতিপ্রকৃতির ওপর আপডেট রাখার নির্দেশনা দেন। এরপরপরই নিউইয়র্কারদের জন্য কোভিড-১৯ বিষয়ে পরবর্তী করণীয় দিকগুলো নিয়ে একটি বিস্তারিত গাইডলাইন আসে।

স্টেট কর্মকর্তারা প্রাথমিকভাবে কেন্দ্রীয় সেন্টারস ফর ডিজেস কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন এর দেওয়া নির্দেশনার অনুসরণে প্রাথমিকভাবে স্কুল ও নার্সিং হোমগুলোর জন্য কিছু বিধি-বিধান এখন মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছেন।

এদিকে কোভিডের সত্যিকারের চিত্রটি কি তা এখনো পুরোপুরি জানা সম্ভব হচ্ছে না- কারণ অনেক কেসই রয়েছে যাচ্ছে আনরিপোর্টেড। কারণ অনেকেই স্রেফ হোম টেস্ট কিটস ব্যবহার করছেন। আর অনেকে টেস্ট করাচ্ছেনই না।

তবে নিউইয়র্কে হাসপাতালে ভর্তির সাপ্তাহিক চিত্রে যেখা যাচ্ছে প্রতি ১০০,০০০ মানুষের মধ্যে এই হার ৫.৫। যা উচ্চমাত্রার চেয়ে অনেক কম। এই হার আগে ১০০০০০ এ ২০ জন করে ছিলো।

এ অবস্থায় স্কুলগুলোর জন্য কিছু হাই লেভেল নির্দেশনা এসেছে। যার মধ্যে রয়েছে:

স্কুল ইনডোরে মাস্ক পরা

শিক্ষার্থী ও স্টাফদের ক্লিনিং টেস্টিং ও

সমাবেশধর্মী কর্মসূচিগুলো না নেওয়া- যেমন কনসার্ট, স্পোর্টস, থিয়েটার

ভ্যাকসিনে নিয়েছে কিংবা যারা নেননি তাদের সকলকেই ক্লিনিংয়ের আওতায় আনার জন্য বলা হয়েছে।

হাসপাতাল ও নার্সিং হোমগুলোতেও ক্লিনিং নিশ্চিত করা ও মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করার ওপর জোর দিয়েছে নিউইয়র্ক সিটি স্বাস্থ্য বিভাগ।

নিউ জার্সিতে নার্সিংহোমগুলোতে কোভিড-১৯ আক্রান্তদের ভিড় বাড়ছে। নতুন নতুন ভ্যারিয়েন্ট ছড়াচ্ছে গোটা যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে। নিউজার্সির প্রতি চারটি নার্সিং হোমের একটি জানাচ্ছে তাদের রোগীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। সবশেষ পরিসংখ্যান দেখাচ্ছে নিউ জার্সির ১৫৮টি নার্সিং হোমে প্রচুর সংখ্যক কোভিড আক্রান্ত রোগী ভর্তি হয়েছে। সেখানে রোগীর সংখ্যা ১,৮৬১ জন। আর এরদের মধ্যে ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। কেবল যে কমিউনিটি থেকেই অসুস্থ হয়ে এসে ভর্তি হচ্ছে তাই নয়, এসব নার্সিং হোমের কর্মীরাও আক্রান্ত হচ্ছেন কোভিডে।

জুমা ও রমজানে মাগরিবের আজান মাইকে

(প্রথম পাতার পর)

নিউইয়র্কের মেয়র এরিক অ্যাডামস সংবাদ সম্মেলনে একথা বলেছেন। এর আগে সিটি কর্তৃপক্ষের একটি নোটিশে সকল ওয়াক্তেই মাইকে আজান প্রচার করা যাবে এমন কথা বলা হলেও, প্রেস ব্রিফিংয়ে মেয়র সারাবছর কেবল জুম্মার নামাজের আজান ও রমজানে মাগরিবের আজান মাইকে প্রচারের অনুমতির কথা জানান।

মুসলিদের নামাজের সুবিধার্থে নতুন নির্দেশনা জারি করেছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। এতে বলা হয়েছে, শুক্রবার জুমার দিনে সাড়ে ১২টায় অনুমতি ছাড়াই আজান দেওয়া যাবে। কোনা বাধা ছাড়াই মুসলিরা নামাজ আদায় করতে পারবেন।

নিউইয়র্কের মেয়র এরিক অ্যাডামস জানিয়েছেন, নতুন নীতি অনুযায়ী, শুক্রবারের জুমার নামাজ ও পবিত্র রমজানে প্রকাশ্যে মাগরিবের আজান প্রচারের জন্য মসজিদগুলোকে এখন থেকে আর কোনো বিশেষ অনুমতি নিতে হবে না।

এরিক অ্যাডামস বলেন, নিউইয়র্ক সিটি সব ধর্মের মানুষের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে। প্রতিটি ধর্মের বিশেষ পবিত্র দিন আছে। সব ধর্মের প্রতি নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃপক্ষের শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে। এরই অংশ হিসেবে মুসলিম সম্প্রদায়কে সুযোগটি দেওয়া হয়েছে। দিনটি নিউইয়র্ক সিটির মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য ঐতিহাসিক।

সংবাদ সম্মেলনে নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ বিভাগের (এনওয়াইপিডি) কমিশনার অ্যাডওয়ার্ড এ ক্যাবান বলেন, ২৩০ বছর আগে থেকে যুক্তরাষ্ট্র ধর্মের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে। নিউইয়র্ক বৈচিত্র্যের শহর। বৈচিত্র্যই শক্তি। আজ তারা এই বৈচিত্র্যের শক্তিই উদ্‌ যাপন করছে।

এর আগে শনিবার শহরের মেয়র অফিসের কমিউনিটি অ্যাফেয়ার্স কর্তৃপক্ষ প্রকাশ্যে আজান দেওয়ার অনুমোদন দেয়। মুসলিম কমিউনিটির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এই ঘোষণায় আনন্দের জোয়ার বইছে মুসলিম সমাজে।

ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মামলার শুনানি লাইভ কাস্ট হবে টেলিভিশনে!

(প্রথম পাতার পর)

প্রশাসনের একটি ইউটিউব চ্যানেলে আমরা বড় বড় মামলার শুনানি সরাসরি সম্প্রচার করে আসছি। এই মামলার ক্ষেত্রেও একই কাজ করার পরিকল্পনা ছিল আমাদের।'

২০২০ সালে জর্জিয়ায় নির্বাচনের ফল উল্টে দেওয়ার ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ আনা হয়েছে ট্রাম্পসহ ১৯ জনের বিরুদ্ধে। ট্রাম্পসহ তাঁদের বিরুদ্ধে ৪১টি অভিযোগ আনা হয়েছে। গত সপ্তাহে এ মামলায় ট্রাম্পকে গ্রেপ্তার করা হয়। সেখানে ২০ মিনিট গ্রেপ্তার ছিলেন তিনি। এরপর ২ লাখ ডলার মুচলেকা দিয়ে ছাড়া পান তিনি।

জর্জিয়ায় নির্বাচনে হস্তক্ষেপের মামলায় বৃহস্পতিবার আদালতে ট্রাম্পের পক্ষ থেকে নথিপত্র পেশ করা হয়। সেখানে সাবেক প্রেসিডেন্ট বলেন, তিনি এই অভিযোগগুলোর ধরন এবং আদালতে হাজিরা দেওয়া নিয়ে তাঁর অধিকার সম্পর্কে 'ভালোভাবে জানেন'।

এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের সাবের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০২০ সালে নির্বাচনের ফলাফল ঘুরিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টার মামলায় জর্জিয়ার আদালতে হাজির হয়ে নিজেকে নির্দোষ দাবি করেছেন। একই সঙ্গে তিনি বলেছন, পরবর্তী শুনানিতে তিনি হাজির থাকতে পারবেন না। ট্রাম্প বলেন, তাকে সহ অন্যদের এই মামলায় অবৈধভাবে বিচারের মুখোমুখি করা হয়েছে।

জর্জিয়ার ফুলটন কাউন্টি সুপরিয়র কোর্টের বিচারক স্টক ম্যাকাফি আগাময় ৬ সেপ্টম্বর মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছেন। কোর্টে একটি আবেদনের প্রেক্ষিতে ওই শুনানিতে উপস্থিত না থাকার সুবিধা পাচ্ছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।

এর আগের সপ্তাহে বৃহস্পতিবার বিকেলে জর্জিয়ার ফুলটন কারাগারে আত্মসমর্পণ করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। পরে তাকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়। অবশ্য এর ২০ মিনিটের মাথায় জামিনে মুক্ত হন তিনি। ২ লাখ মার্কিন ডলারের বন্ডে তাকে জামিন দেওয়া হয়। উলেখ্য, ২০২৪ সালের নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রে পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং ট্রাম্প ইতোমধ্যেই সেই নির্বাচনে লড়াইয়ের ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন। এছাড়া প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসেবে মনোনয়নের দৌড়ে থাকা রিপাবলিকান পার্টির অন্য নেতাদের চেয়ে জনমত জরিপে ট্রাম্প এগিয়েও রয়েছেন।

এই পরিস্থিতিতে তার বিরুদ্ধে আনা এই অভিযোগকে রাজনৈতিক উদ্দেশপ্রণোদিত বলেও দাবি করে আসছেন সাবেক এই মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

প্রসঙ্গত, ট্রাম্পের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে সেটির সূত্রপাত ২০২১ সালের ২ জানুয়ারি। ওইদিন জর্জিয়ার প্রধান নির্বাচনী কর্মকর্তা ব্র্যাড র‍্যাফেনসপারগারকে ফোন করে অঙ্গরাজ্যটিতে নিজের পরাজয় ঠেকানোর ব্যবস্থা করতে বলেন ট্রাম্প। কিন্তু ব্র্যাড তার এ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন।

এর চারদিন পর ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি ট্রাম্পের সমর্থকরা মার্কিন গণতন্ত্রের প্রতীক ক্যাপিটল হিলে আক্রমণ করেন। ওইদিন নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে সিনেটের স্বীকৃতি দেওয়ার কথা ছিল।







ডালাসে ফোবানা মেয়র রিক স্টাফার

বাংলাদেশিরা আমেরিকা বিনির্মাণে ভূমিকা রাখছেন

জুয়েল সাদত : গত ১ লা সেপ্টেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে ৩৭ তম ফোবানার উদ্বোধনী অনুস্টানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ইরভিং সিটির মেয়র রীক স্টাফার আরো বলেন, আমেরিকা মাল্টিকালচার কান্ট্রি, এই ডালাসে বাংলাদেশীরা সিটি বিনির্মানে ভুমিকা রাখছেন। তিনি আরো উলেখ করেন, ফোবানার ইতিহাস সম্মৃদ্ধ। আগামীতেও ফোবানা বাংলাদেশ ও আমেরিকার মধ্য ব্রীজ হিসাবে কাজ করবে।

ডালাসের ইরভিং কনভেশন সেন্টারে সন্ধায় বাংলাদেশ, আমেরিকান ও কানাডার জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে ৩৭ তম ফোবানার উদ্বোধনী অনুষ্টানের শুভ সুচনা হয়। দিবা সাহা, সাদমান ফারিব, ফারহানাজ রেজা,শারমিনা সোনিয়া, আর জে রাহী ও আবীর আলমগিরের যৌথ উপস্থাপনায় ফোবানার উদ্বোধনী অনুষ্টানে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্যে রাখেন ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির চেয়ারম্যান জনাব আবু হানিফ, তিনি বলেন ফোবানা একটি সুশৃঙ্খল সংগঠন, প্রবাসীদের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করে, বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্যে রাখেন চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এর প্রো ভিসি ডক্টর বেনু রায়, তিনি বলেন বহিঃ বিশ্বের একটি উন্নত দেশ আমেরিকায় এই কনভেশনে আমরা সবাই বাংলায় কথা বলছি, ফোবানার মাধ্যমে শিক্ষার্থিরা অনেকেই উপকৃত হচ্ছেন, যা অনুকরণীয়। ৩৭ বছরের ধারাবাহিতায় ফোবানা আজ সমৃদ্ধ।

বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন ডেফোডিল বিশ্ববিদ্যালয় এর ফাউন্ডার সবুর খান, তিনি বলেন ফোবানা চাইলে ডেফোডিল এর সাথে এন্টারপ্রোনার তৈরীতে ভুমিকা রাখতে পারবে। ফোবানা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে স্কলারশীপ চালু করতে পারে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে পরচালক আন্তঃর্জাতিক মাতৃ ভাষা ইন্সটিটিউশন এর জনাব হাকিম আরিফ বলেন, আমাদের মাতৃভাষাকে ফোবানা পেট্রন করছে, যা আনন্দের ও গৌরবের।

উদ্বোধনী অনুষ্টানে আরও বক্তব্যে রাখেন, ফোবানার ভাইস চেয়ারম্যান মাসুদ রব চৌধুরী, ফোবানার চেয়ারম্যান ডঃ এহসান হিরো, ফোবানার এক্জিকিউটিভ সেক্রেটারী নাহিদুল খান সাহেল, হোস্ট কমিটির মেম্বার সেক্রেটারি সামসুদ দোহা সাগর ও ৩৭ তম ফোবানার কনভেনর হাসনত মোবিন।

ফোবানার মুল উদ্বোধনী অনুষ্টানের পুর্বে সন্ধ্যা ৬ টায় বাক টাই ডিনার এর আয়োজন করা হয়। সেখানে ২০০ শত গেস্ট অংশগ্রহণ করেন।

রাত সাড়ে ৮টার দিকে মিলনায়তনে গত ৩৬ বছরের ফোবানার ইতিহাস সম্বলিত একটি ভিন্নধর্মী ভিডিও প্রদর্শন করা হয়। এরপর বান্টের শিল্পীরা পরিবেশন করেন কোরাস গান, ড্যান্স ড্রামা ও ওয়াশিংটন ডিসি'র কালচারাল গ্রুপ পরিবেশন করেন তাদের পরিবেশনা।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন জনপ্রিয় শিল্পী শাফিন আহমেদ, শিল্পী কনক চাঁপা, আজরিন, লিপি হোসেন, স্বপ্নিল সজীব। স্থানীয় শিল্পীদের মধ্যে গান পরিবেশন করেন ফরিদা খান, নাবিলা রিফাত, লাজ, দিনা সামাদ ও ইশান গিবরান।

ডালাস ফোবানার আয়োজকরা জানান, উত্তর আমেরিকার প্রায় ৬২ টি সংগঠন এবারের সম্মেলনে অংশ নিচ্ছেন। এছাড়াও ১৮ টি স্টেটের প্রবাসীরা উপস্থিত হয়েছেন। ৪৫ টি ভেন্ডর ছাড়াও ১৫ টি কাপড়ের স্টল অংশ নিচ্ছে। শুক্রবার প্রথম বারের মত ফোবানার উদ্বোধনী অনুষ্টানে ছিল প্রবাসীদের উপছে পড়া ভীড়।

শাফিন আহমদের ১৫ মিনিটের একটি অনবদ্য পরিবেশনার মাধ্যমে রাত ১২ টায় ফোবানার ১ ম দিনের অনুষ্টানের সমাপ্তি ঘটে। রাত সাড়ে ১২ টা পর্যন্ত ছিল শত শত প্রবাসীদের ভিড় মিলনায়তন জুড়ে। রাত ১ টায় হোটেল ওয়েস্টিনের একটি বলরুমে চলে নানা শহরের শিল্পীদের আড্ডা ও কোরাস গানের আসর। যা ফোবানার একটি বাড়তি আকর্ষণ। সারা দিনই ফোবানার ২৩-২৪ এর কার্যনির্বাহী কমিটি গঠনের নির্বাচনের ক্যাম্পেইন ছিল টক অব দ্যা ফোবানা।

শনিবার (২ সেপ্টেম্বর) সম্মেলনে অন্যান্য আয়োজনের পাশাপাশি রয়েছে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনা, বিষয়ভিত্তিক সভা-সেমিনার, ব্যবসা-বানিজ্য বিষয়ক আলোচনা, বই মেলা, প্রবাসী কবি সাহিত্যিকদের আকর্ষণীয় কাব্য জলসা, ব্যান্ড শো, গীতি নাট্য, ফ্যাশন শো, ইয়ুথ ফোরাম ও শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি প্রদান।। থাকছে উত্তর আমেরিকার কবি সাহিত্যিকদের আকর্ষণীয় কাব্য জলসা, নারীদের ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত বিশেষ সেমিনার এবং দেশে ব্যবসার উন্নয়ন ও আমদানি রপ্তানির উপর সেমিনারসহ প্রায় ২০টির মত সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে আগামী দু'দিনে।

শনি ও রবিবারের শিল্পীদের তালিকায় হয়েছেন মিতালী মুখার্জী, ইমরান, কনা, রিজিয়া পারভীন, শাহনাজ বেলী, মুজা, নিঝর, রোমেল আহমদ ও মোমোসহ প্রায় ৫০জন শিল্পী।

এছাড়াও থাকবে নতুন প্রজন্মের অংশগ্রহণে থাকবে চমৎকার পরিবেশনা। উত্তর আমেরিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা বাঙালি ব্যাবসায়ী এবং উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণে 'বিজনেস নেটওয়ার্ক লাঞ্চ, অভিবাসন সংক্রান্ত আইন নিয়ে আলোচনা, বাংলাদেশ থেকে আগত জনপ্রিয় শিল্পী ও স্থানীয় শিল্পীদের পরিবেশনা, প্রবাসী বাঙালি সমাজে অবদান রক্ষাকারী বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব ও সংগঠনকে সম্মাননা পুরস্কার প্রদানসহ



আফগানদের উড়িয়েই সুপার ফোরে বাংলাদেশ

(শেষের পাতার পর)

কলেতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে অমন হারের পর লাহোরে বাংলাদেশ গিয়েছিল অমন বিশাল চাপ সঙ্গী করেই। সুপার ফোরে যাওয়ার লড়াইয়ে টিকে থাকতে গেলে জয়ের বিকল্প ছিল না। তার ওপর শ্রীলঙ্কার কাছে বড় হারে বেশ পিছিয়ে পড়েছিল নেট রানরেটেও। আফগানিস্তানের বিপক্ষে বাঁচা-মরার ম্যাচে চোট ছাড়াই একাদশে তিন পরিবর্তন বলছিলবাংলাদেশ কতটা কোণঠাসা।

কিন্তু ব্যাটিং অর্ডারে চমক জাগানিয়া পরিবর্তন, একাদশে মাত্র পাঁচজন স্বীকৃত বোলার নিয়েই দাপটটা দেখাল সাকিব আল হাসানের দল। ৮৯ রানের বড় জয়ের সঙ্গে নেট রানরেটেও বাংলাদেশ দিয়েছে বড় এক লাফ। কার্যত তাই সুপার ফোরে উঠে গেছে বাংলাদেশ। ৫ সেপ্টেম্বর আফগানিস্তান-শ্রীলঙ্কা ম্যাচের ফলের ব্যবধান যাই হোক, দুই দলের রানরেটই বাংলাদেশের চেয়ে বেশি হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

বাংলাদেশের এমন দাপুটে জয়ের ভিত গড়ে দিয়েছেন দুই সেঞ্চুরিয়ান মেহেদী হাসান মিরাজ ও নাজমুল হোসেন। পালেকেলেতে উইকেটের চাহিদা অনুযায়ী ব্যাটিংটা এক নাজমুল ছাড়া কেউই করতে পারেননি বাংলাদেশের, লাহোরের ব্যাটিং সহায়ক উইকেটে ঘটেছে সেটির বিপরীত। টসে জিতে ব্যাটিং নেওয়ার পর ওপেনারদের ভালো শুরু, টপ অর্ডারের পর মিডল অর্ডারের একজনের সেঞ্চুরিবড় স্কোরের রেসিপি মেনেই এগিয়েছে বাংলাদেশের ইনিংস। সেটি আবার ঘটেছে একাধিক ব্যাটসম্যানের নিয়মিত পজিশন অদলবদলের পর!

নাজমুল-মিরাজের দাপটে বড় জয় বাংলাদেশের

পাঁচ বছর আগে মিরাজ ক্যারিয়ারে সর্বশেষ ওপেন করেছিলেন এশিয়া কাপেই, তাও আবার ফাইনালে। তখন সেটি ছিল 'সারপ্রাইজ কল', আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অলরাউন্ডার মিরাজের উত্থানও তখন হয়নি। সেই মিরাজই ভালো একটা শুরু এনে দিলেন মোহাম্মদ নাঈমের সঙ্গে।

সেঞ্চুরির পর মিরাজ

কিন্তু মুজিব উর রেহমানের দারুণ ডেলিভারিতে নাঈম ও তিনে আসা তাওহিদ গুলবদিন নাইবের ডেলিভারিতে ৪ বলের মধ্যে ফেরার পর চাপ তৈরি হয় বাংলাদেশের ওপর। ব্যাটিং ধস যে চোখ রাঙাচ্ছে তখন। সেটি হতে দেননি মিরাজ ও চারে আসা নাজমুল্লযিনি সাম্প্রতিক সময়ে তিনেই খেলছিলেন। দ্রুত ২ উইকেটের চাপ সামাল দেওয়া, ইনিংস পুনর্গঠনের পর পাল্টা আক্রমণে বাংলাদেশের বড় স্কোরের শক্ত ভিতটা গড়েন দুজন। প্রথম ১৪ বলে মাত্র ৫ রান করা মিরাজ ফিফটিতে যান ৬৫ বলে।

নাজমুল অবশ্য শুরু থেকেই দারুণ ইতিবাচক ছিলেন। করিম জানাতকে মিড অনের ওপর দিয়ে তুলে মারা চার দিয়ে শুরু করা নাজমুল সুযোগ পেলেই খেলেছেন শট। তাঁর ফিফটি করতে লাগে ৫৭ বল।

কাবাঘরের সামনে আদিলকে স্মরণ করে রাখির আর্তনাদ

(শেষের পাতার পর)

শিরোনাম হন– বিয়ে, ধর্মান্তর ও গর্ভপাত ইস্যুতে। এবার আলোচনায় এসেছেন ওমরাহ করতে গিয়ে।

ওমরাহ করতে মক্কায় পৌঁছে পবিত্র কাবা শরিফের সামনে কাঁদতে দেখা গেল তাকে। একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।

তাতে দেখা গেছে, কেঁদে কেঁদে রাখি বলছেন– 'হে আল্লাহ, আমি কী করব? বলিউড তারকা হওয়ার স্বপ্নে আমাকে বিয়ে করেছে আদিল। আমার জীবন নষ্ট করেছে। আমি আমার প্রার্থনা জানাতে এসেছি, আপনি বিচার করুন।'

গত বছর চুপিসারে মাইসুরুর ব্যবসায়ী আদিল খান দুরানিকে বিয়ে করেন রাখি। যদিও চলতি বছরে বিয়ের কথা জানান অভিনেত্রী। বিয়ের সময় ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন, রাখি থেকে হন ফাতিমা। কিন্তু মাস কয়েকের মধ্যেই অশান্তি। স্বামী আদিলের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ অভিযোগ তোলেন। পারিবারিক সহিংসতার অভিযোগে জেলেও যেতে হয় রাখির স্বামীকে। জেল থেকে ছাড়া পেয়েই রাখির বিরুদ্ধে অভিযোগের ঝুলি খুলে বসেছেন আদিল।

জীবনে যখন এমন ঝড় বইছে, সেই সময় শান্তির খোঁজে হজে যান রাখি। পবিত্র মক্কায় গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন বলিউডের 'ড্রামা কুইন'।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে তিনি অভিযোগ করেন, আদিল তাকে বৈবাহিক ধর্ষণ করেছেন। বারবার স্বামীর বিকৃত ইচ্ছার শিকার হয়েছেন রাখি। শুধু কী তাই, রাখির নগ্ন ভিডিও বাইরে লাখ লাখ টাকায় বিক্রিও করেছেন আদিল।

চোখের সংক্রমণ এড়াতে

(শেষের পাতার পর)

ইত্যাদি সমস্যা দেখা দিতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাতাসে থাকা ধুলোকণা, পরাগরেণু, দূষণ, আবহাওয়ার পরিস্থিতি চোখে সংক্রমণ হওয়ার অন্যতম কারণ।

চোখ এমনিতেই মানবদেহের খুব সংবেদনশীল অংশ। তাই সংক্রমণ এড়াতে সতর্ক থাকতে হবে। সেক্ষেত্রে যা করবেন-

১. চোখে চুলকানি ভাব দেখা দিলে চোখ ডলবেন না। এতে চোখের ক্ষতি হয়।

২. চোখে হাত দেওয়ার আগে ভালোভাবে সাবান দিয়ে হাত পরিষ্কার করে নেওয়া প্রয়োজন।

৩. বাইরে বেরোলে সানগাস ব্যবহার করুন। এতে সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি এবং দূষণ থেকে চোখ রক্ষা পাবে।

৪. ঘরবাড়ি পরিষ্কার রাখবেন। তা না হলে ধূলা থেকে চোখে সংক্রমণ হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

৫. চোখে কোনো অস্বস্তি হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। এছাড়াও ঠান্ডা জিনিস দিয়ে চোখে সেঁক দিতে পারেন। মনে রাখবেন, খুব অল্পতেই চোখে সংক্রমণ হতে পারে। তাই সাবধান থাকা প্রয়োজন।

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কাস্টমারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MBPPD
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম এবং একমাত্র বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

তৃতীয় নয়ন

রাজনীতির দু'তত্ত্ব

মীযানুল করীম

বাংলাদেশে সব কিছু দ্বিধাবিভক্ত ও দ্বিখণ্ডিত যেন। রাজনীতির প্রভাব পড়েছে সর্বত্রই। এক পাশে আওয়ামী লীগ, আরেক পাশে বিএনপি। কেউ ক্ষমতা আঁকড়ে ধরতে আর কেউ আমৃত্যু ক্ষমতায় থাকতে মরিয়া। আবার কেউ তাদেরকে ক্ষমতা থেকে সরাতে তৎপর। দ্বিদলীয় ব্যবস্থা যেন 'হিতে বিপরীত' হচ্ছে বাংলাদেশের জন্য। এ ব্যবস্থা গণতন্ত্রকে বিকশিত করে থাকে। যেমন আমেরিকায় ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ও রিপাবলিকান পার্টি এবং ব্রিটেনে লেবার পার্টি ও কনজারভেটিভ পার্টি দ্বিদলীয় ব্যবস্থা তথা গণতন্ত্র টিকিয়ে রেখেছে এবং সেখানে গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটছে। বাংলাদেশে দুই দলের সঙ্ঘাত এবং একগুঁয়েমির মনোভাব গণতন্ত্রকে বিপন্ন করে তুলেছে।

কেউ ক্ষমতায় গেলেই প্রধানত দু'টি তত্ত্বকে আশ্রয় করেন। এই তত্ত্ব দু'টি হলো আবর্জনা তত্ত্ব এবং ষড়যন্ত্র তত্ত্ব। তারা প্রথমেই বলেন, তাদের পূর্বসূরিরা নাকি সব আবর্জনা রেখে গেছে এবং এগুলো পরিষ্কার করতে কয়েক বছর লেগে যাবে। এই আবর্জনা নাকি প্রতিপক্ষের ব্যর্থতা, দুর্নীতি, অনিয়ম, আত্মসাৎ প্রভৃতির যোগফল। একটু পুরনো হলেই ক্ষমতাসীনরা বলতে থাকে ষড়যন্ত্রের কথা। বিরোধীরাও কম যায় না। তারা পাল্টা ষড়যন্ত্রের দাবি করে।

যেমন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের দ্বিতীয় প্রধান ব্যক্তি ওবায়দুল কাদের বলেছেন, বিএনপির নেতৃত্বে বাংলাদেশবিরোধী ষড়যন্ত্র চলছে। এই সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী আরো বলেছেন, 'বিএনপির নেতৃত্বে স্বাধীনতাবিরোধীরা দেশবিরোধী চক্রান্ত করছে। এখনো বাংলার মাটিতে ষড়যন্ত্রের রাজনীতি আমাদের অর্জন ও উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। এই ষড়যন্ত্রকারীরা এক হয়ে স্বাধীনতাকে আরেকবার আঘাত করার জন্য চক্রান্ত করছে। এদের বিরুদ্ধে সবাইকে সাবধান থাকতে হবে।'

ওবায়দুল কাদের বলেন, একই ষড়যন্ত্রের ধারণাবাহিকতায় এরা টার্গেট করেছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, 'জয় বাংলা' সোগান, স্বাধীনতার আদর্শ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, কারাগারের অভ্যন্তরে জাতীয় চার নেতা এবং বঙ্গবন্ধুকন্যা ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে। ওবায়দুল কাদেরের ভাষায়, 'বাংলাদেশ আজও ষড়যন্ত্রের হাত থেকে মুক্তি পায়নি।'

দলের অন্যতম উপদেষ্টা, প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা, ১৪ দলের সমন্বয়কারী ও মুখপাত্র আমির হোসেন আমু এমপি বলেছেন, 'ষড়যন্ত্রের রাজনীতির শুরু ১৯৭৫ সালেই। আমাদের জাতি ও জাতিসত্তার বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রের নাম ১৫ আগস্ট।' ওবায়দুল কাদেরের মতো আমুও ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসের এক অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন। আমু বলেন, 'আওয়ামী লীগ ভয় পায় না। কূটনৈতিক তৎপরতায় সব দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রের জবাব দেয়া হবে।' অপর দিকে, ১৫ আগস্ট বেগম খালেদা জিয়ার ৭৮তম জন্মদিনে চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক ডা: শাহাদাৎ হোসেন বলেছেন, 'বেগম জিয়াকে নিঃশেষ করার জন্য এই সরকার চক্রান্তে লিপ্ত।'

এ সময়ের একটি বহু আলোচিত ঘটনা, একুশে আগস্ট ঢাকার বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে শেখ হাসিনার জনসভায় ভয়াবহ গ্রেনেড হামলা হয়। আওয়ামী লীগের জনসভায় ওবায়দুল কাদের বলেছেন, 'বিএনপির নেতা তারেক রহমান এ হামলার মাস্টারমাইন্ড।' তাদের টার্গেট নাকি শেখ হাসিনা। শেখ হাসিনাকে ষড়যন্ত্রের টার্গেট কেন করা হবে তা ওবায়দুল কাদের খুলে বলেননি। এর পাল্টা বিএনপির মহাসচিব ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, 'একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলার আরো সঠিক তদন্ত চাই। এই ঘটনা আওয়ামী লীগের সাজানো নাটক। তারা যেখানে সভা করতে চেয়েছিল সেখানে করেননি। রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় তারেক রহমানকে জড়ানো হয়েছে।' যদি আলমগীরের কথা সত্যি হয়, তা হলে এই চক্রান্তের কারণ কী?

এ দিকে, রফতানিমুখী পোশাক শিল্প নিয়ে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ উঠেছে। ১২ জন বিদেশী নাগরিক এ ব্যাপারে চিহ্নিত এবং তিনজনকে ব্যাপক ব্ল্যাক লিস্ট করা হয়েছে। অপর দিকে ওবায়দুল কাদের বলেছেন, 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার হবে না। যা মন চায় করেন।' তিনি এ কথা বলেছেন বিএনপির উদ্দেশে। তা হলে তত্ত্বাবধায়ক কার ষড়যন্ত্র? দেশের লাখো কোটি জনতা এখন নির্বাচনকালীন সরকারের পক্ষে।

এ দিকে, বেগম খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য নিয়ে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাকে বিদেশে পাঠানোর দাবি জানানো হয়েছে। বেগম জিয়াকে বিদেশ না পাঠানোর চক্রান্ত কাদের, মির্জা ফখরুল ইসলাম না বললেও তা দেশের জনগণ বুঝে।

গণ-অধিকার পরিষদের সদস্য সচিব নুরুল হক নূর বলেছেন, 'বিএনপিকে ভেঙে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী হতে চান দলের আহ্বায়ক রেজা কিবরিয়া; এ ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলে তিনি বলেছেন, টাকার লোভে সরকারের গোয়েন্দা সংস্থার ফাঁদে পড়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্নে রেজা কিবরিয়া বিভোর।'

অপর দিকে ক্ষমতাসীন দলের মহাজোটের শরিক জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জিএম কাদের বলেছেন, বর্তমান পদ্ধতিতে সুষ্ঠু নির্বাচন কিছুতেই সম্ভব নয়।

যত দিন বাংলাদেশের রাজনীতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকবে, ততদিন এই কাদা ছোড়াছুড়িও থাকবে। রাজনীতির বাইরের লোক এর সমাধান করতে পারবে না। এটি প্রচলিত রাজনীতির একটি কৌশল। 'আবর্জনাতত্ত্ব' ও 'চক্রান্ততত্ত্ব' পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। আবর্জনায় কাদা ছোড়াছুড়ি করা হয়। চক্রান্ত তত্ত্বেও এটিই করা হয়। শেষ পর্যন্ত কিছুই হয় না। পরস্পরবিরোধী অভিযোগ আনা হলেও এটি সুরাহা করার কেউ নেই। আবর্জনাতত্ত্ব ও চক্রান্ততত্ত্ব শুনতে যতটা গভীর মনে হয় রাজনীতিকদের কথাবার্তা শুনে ততটা গভীর মনে হয় না। তাই ক্ষমতাসীন জোটের বামপন্থী সঙ্গীরাও একই চক্রান্তের অভিযোগ করেন। অতীত থেকে এ দেশে এটি হয়ে আসছে। ভবিষ্যতেও হবে। কথিত চক্রান্ত চলতে থাকবে; কিন্তু এর সুরাহা হবে না। তাই এই তত্ত্ব থেকে দূরে থাকাই উচিত। এটি আমাদের পরামর্শ। কিন্তু রাজনীতিবিদরা তা গ্রহণ করবেন কি না।

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Popular Tax Services
পপুলার ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
Call/Text (347)-666-7862 & Call (718)-426-9453
Email: popultaxservices@gmail.com
Personal Income Tax Preparation for all industries:
■ All types of W2 & 1099 Income Tax Filing
■ Specialization in Uber Lyft & Rideshare Driver Tax Filing
■ Homeowners & Stock Market Trader Tax Filing
We provide Remote Personal Income Tax Filing
সঠিক, দ্রুত, সুনিপুন এবং
আইন সম্মত সার্ভিসে আমরা বিশ্বাসী
tax refund
কম খরচে সততা ও বিশ্বস্ততা সহিত ট্যাক্স
ফাইলিং এর জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
Nahian Howladar Emon
BBA IO Psychology Baruch College
New York State Tax Preparer
(347)-666-7862
(718)-426-9453
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
www.populardrivingschoolny.com
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)
OPEN 7 DAYS
Road Lesson Local & Highway
5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
Road Test Appointment
Car for Road Test
আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
বাসা থেকে পিকআপ এন্ড ড্রপ
6 Hours DDC Class
Good For TLC
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায়
সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.
আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
❑ আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
❑ আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
❑ পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
❑ পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
❑ আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
❑ সিটিজেনশীপ ❑ ফ্যামিলি পিটিশন ❑ NVC Case প্রসেসিং
❑ স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট ❑ এফিডেভিট অব সাপোর্ট
❑ এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
❑ Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া
যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে
ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

Flight
LOWEST PRICE CHALLENGE
GLOBAL
NY 1 TRAVELS, INC

MIRZA M ZAMAN
আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন
বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!
37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

COMPUTER IT TRAINING
& JOB PLACEMENT
MyTechUSA
"YOUR DREAM BECOME TRUE"
Why "MyTechUSA"
- We "MyTechUSA" Company is taking our community members IT career dream on our Shoulder to make it real!
- After Job Placement we provide continuous support to our students while they are on the Job!
- Our courses are very much affordable! We Pay $500 referral bonus.
- We don't leave our students alone OR leave them behind from the beginning till the end of the course!

DATABASE → ADMINISTRATION
→ ENGINEERING
Microsoft
SQL Server
ORACLE
Azure
mongoDB.
NoSQL

Please Contact:
Zia Uddin Ahamed
CEO & President
Phone: 347-597-0885
571-208-5450
813-767-4600
E-mail: ziaahamed@ymail.com


Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট

সম্পূর্ণ স্বাস্থসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com

PEOPLE TECH
DevOps | Scrum Master & Product Owner
(100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied)
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing (QA) Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us

হারে শুরু বাংলাদেশের এশিয়া কাপ



ঢাকা ডেস্ক, ১ সেপ্টেম্বর : কাসুন রাজিথার বল স্কয়ার লেগে ঠেলে দিয়ে রানের জন্য ছোটেন মেহেদী হাসান মিরাজ, দ্রুত প্রান্ত বদল করেন নাজমুল হোসেন শান্তও। কিন্তু বল ফিল্ডারের হাতে দেখে মিরাজ ফিরে যান নিজের প্রান্তে। দুজনই তখন একসঙ্গে। নাটক জমিয়ে মিরাজকে রানআউট করার আগে একই প্রান্তে দাঁড়ানো বাংলাদেশের দুই ব্যাটারকে বল দেখিয়ে ব্যঙ্গ করেন রাজিথা।

বৃহস্পতিবার পাল্লেকেলেতে শ্রীলংকার বিপক্ষে এবারের এশিয়া কাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশের পুরো ব্যাটিংয়ের চিত্র ছিল এমন হতাশার। নাজমুল ছাড়া বাকিদের ভুলে ভরা ব্যাটিংয়ে প্রথম ম্যাচ পাঁচ উইকেটে হেরে বাংলাদেশ চলে গেল খাদের কিনারায়। ৬৬ বল ও পাঁচ উইকেট হাতে রেখে শ্রীলংকা ওডিআইতে পেল তাদের টানা ১১তম জয়।

নাজমুলের ৮৯ রানের পরও মাত্র ১৬৪ রানে গুটিয়ে যায় বাংলাদেশ। অল্প রান নিয়েও শুরুতে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আঁচ দিয়েছিলেন তাসকিন-শরিফুলরা।

‡শষ পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করেই জিতেছে স্বাগতিকরা। ৬৬ বল হাতে রেখেই পাঁচ উইকেটে ম্যাচ জিতে নেয় শ্রীলংকা। এশিয়া কাপে হার দিয়ে শুরু করা বাংলাদেশের পরের রাউন্ডে ওঠার পথটা কঠিন হয়ে গেল। রোববার পাকিস্তানের লাহোরে আফগানিস্তানের মুখোমুখি হবেন সাকিব আল হাসানরা। ওই ম্যাচে জিতলেও পরের রাউন্ডে যেতে শ্রীলংকা ও আফগানিস্তানের ম্যাচের ফলাফলের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে বাংলাদেশকে। সেই ম্যাচে যদি আফগানিস্তান জিতে যায়, তাহলে নেট-রান রেটে গ্রুপ শীর্ষ দুই দল নির্ধারণ হবে।

১৬৫ রান তাড়া করতে নেমে ৪৩ রানে তিন উইকেট হারায় স্বাগতিকরা। চতুর্থ উইকেটে সামারাবিক্রমা ও চারিথ আশালাঙ্কার ৭৮ রানের জুটিতে সহজ জয়ের দিকে এগিয়ে যায়। সামারাবিক্রমা হাফসেঞ্চুরি (৫৪) করে আউট হওয়ার পর দ্রুত ধনাঞ্জয়া ডি সিলভাকে ফেরান সাকিব। পাঁচ উইকেটে শ্রীলংকার রান তখন ১২৮। পরে আশালাঙ্কা (৬২*) ও শানাকার (১৪*) ব্যাটে জয়ের বন্দরে পৌঁছায় স্বাগতিকরা।

উইকেট শুষ্ক দেখে টস জিতে ব্যাটিং নেয় বাংলাদেশ। দুদলের লড়াইয়ে আগে আলোচনা ছিল ইনজুরিতে দুর্বল হয়ে যাওয়া স্বাগতিকদের বোলিং। সেই দুর্বল বোলিং আক্রমণের এত শক্তি সেটা হয়তো অনুমান করতে পারেননি সাকিবরা। ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশের হতাশার ছাপ অনেকদিন ধরেই। ওপেনিংয়ে তামিম ইকবাল-লিটন দাস না থাকায় প্রত্যাশা তেমন ছিল না শুরুটা নিয়ে।

তবুও বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য তানজিদ হাসান তামিমের আগ্রাসী ব্যাটিং অনেক যদি-কিন্তুর আশা দেখিয়েছিল। নাঈম শেখের সঙ্গে কিছুদিন আগেই তানজিদ শ্রীলংকায় ইমার্জিং এশিয়া কাপে খেলেছে। তানজিদে সম্ভাবনার শুরুটা হলো হতাশায় মুড়িয়ে। দুই বল খেলেই ডাক মেরে ফেরেন তিনি। লংকান দলের সবচেয়ে বিশ্বস্ত স্পিনার মাহিশ থিকশানার ভেতরে ঢোকা বল ভুল ব্যাট চালিয়ে এলবিডব্লুর শিকার হন তানজিদ। বপ্পের অভিষেকে এমন যাত্রা হয়তো আজীবন পোড়াবে তাকে। দ্বিতীয় উইকেটে মন্থর ব্যাটিংয়ে গুছিয়ে নেওয়ার আভাস দিয়েছিলেন নাঈম ও নাজমুল। তবে ধনঞ্জয়া ডি সিলভার বলে উঠে এসে মারতে গিয়ে সহজ ক্যাচ দিয়ে ফেলেন নাঈম (১৬)। চারে সাকিবকে দেখে অবাক হওয়ারই কথা। টানা চার ব্যাটার বাঁ-হাতি। লংকানদের কাজটা যেন তাতেই আরও সুবিধা হয়ে যায়। এছাড়া কিছুদিন ধরে চারে খেলে তাওহিদ হৃদয়ও আস্থা তৈরি করেছিলেন।

সাকিব উপরে এসে দলকে আরও হতাশায় ফেলেন। মাথেশা পাথিরানার শর্ট বল পয়েন্ট দিয়েই মারতে চেয়েছিলেন সাকিব। কিন্তু ব্যাটে লাগার আগেই গ্লাভস ছুঁয়ে মিস টাইমিং হয়। বল চলে যায় উইকেটকিপারের গ্লাভসে। সাকিবের (৫) বিদায়ে বাংলাদেশের স্কোর ৩/৩৬। এরপর তাওহিদ হৃদয় ও নাজমুলকে উদ্ধারকর্তা ভেবে আশায় বুক বাঁধা শুরু করেছিলেন দর্শকরা।

দুজন ৬৯ রানের ভালো একটি জুটিও গড়ে তোলেন। কিন্তু লংকান অধিনায়কের বলে এক পা সামনে এসে রক্ষণাত্মক খেলতে গিয়েও বল প্যাডে লাগান হৃদয়। আম্পায়ার আউট না দিলেও অধিনায়কের রিভিউতে ফেরেন তিনি। এরপর আর বড় জুটি হয়নি। একপাশ আগলে রেখে ধৈর্যশীল ব্যাটিংয়ে ব্যাটন ধরে রাখেন নাজমুল। মিস্টার ডিপেন্ডেবল মুশফিক একবার জীবনও পান। তার ব্যাটের কানায় লেগে বল উইকেটকিপারের পেছনে গেলেও বুঝতে পারেননি আম্পায়ার।

রিভিউ না থাকায় শানাকারও কিছু করার ছিল না। এরপরও উইকেটে বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি। পাথিরানার বাউন্সারে উড়িয়ে মারতে গিয়ে ফেরেন ক্যাচ দিয়ে। দুই মিরাজকে নিয়ে বাংলাদেশের ব্যাটিংটা অনেক লম্বা দেখাচ্ছিল। দুজনের আশাতীত ব্যর্থতায় শেষের পাঁচ উইকেট হারায় মাত্র ২৩ রানে!

ছন্দপতন ডেকে আনেন মিরাজ। রাজিথার লেংথ বল স্কয়ার লেগের দিকে খেলেন মিরাজ। বল যায় সোজা ফিল্ডার বরাবর। দ্রুত রানের আশায় ছোটেন নন স্ট্রাইকে থাকা নাজমুল। শুরুতে বের হলেও পরে আর তাতে সায় দিলেন না মিরাজ। বল ধরে নন স্ট্রাইক প্রান্তে থ্রো করেন ডি সিলভা। কিছুক্ষণ সময় নিয়ে, মজা করে মিরাজদের ডেকে স্টাম্প ভাঙেন রাজিথা। ততক্ষণে মিরাজের আগে স্ট্রাইক প্রান্তে পপিং ক্রিজে ঢুকে যান শান্ত। ফলে বেঁচে যান তিনি। রান আউটে কাটা পড়েন মিরাজ (৫)।

একপ্রান্তে লড়াই করে যাওয়া নাজমুলকে নিয়ে তখনও আশা বাংলাদেশের। সেঞ্চুরির দোয়ারে গিয়ে তিনিও ব্যর্থ হলেন। বাংলাদেশও দুইশ ছুঁতে পারেননি। ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় সেঞ্চুরির হাতছানি থেমে যায় ৮৯ রানে। থিকশানার বল ব্যাট-প্যাডের ফাঁক দিয়ে স্টাম্পে লাগে। তার ১২১ বলের ইনিংসে ছিল সাত চার। অথচ নাজমুলের এই সম্ভাবনাও শেষ হতে পারত দুই রানের সময়। অধিনায়ক ক্যাচ ফেলে দেন।

এরপর ৫২ রানে আরও একটি জীবন পান। তৃতীয়বার কোনো সুযোগই আসেনি। তার বিদায়ের পর শেষ দুই উইকেটে মাত্র দুই রান যোগ করে বাংলাদেশ। নিজের অষ্টম ওভারে তাসকিন ও মোস্তাফিজকে ফিরিয়ে চার উইকেট পূরণ করেন পাথিরানা। থিকশানা নেন দুটি উইকেট।



টাইগারদের হারিয়ে যা বললেন শ্রীলংকান অধিনায়ক

ঢাকা ডেস্ক, ১ সেপ্টেম্বর : বাংলাদেশকে হারিয়ে এশিয়া কাপের মিশন শুরু করেছে শ্রীলংকা। নিজেদের প্রথম ম্যাচে দাপুটে জয়ের পর লংকান অধিনায়ক দাসুন শানাকা স্বস্তি প্রকাশ করেছেন।

শানাকা বলেন, বাংলাদেশ যে স্কোর করেছে তার চেয়ে এটা ভালো পিচ। কারণ আমারা এখানে শ্রীলংকান প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচ খেলেই বুঝেছি এই উইকেটে তিনশতাধিক রান করা সম্ভব। কিন্তু বাংলাদেশ তা করতে পারেনি। এই জয় শ্রীলংকা ক্রিকেটের জন্য এটা ভালো লক্ষণ।

বৃহস্পতিবার শ্রীলংকার পাল্লেকেল্লে স্টেডিয়ামে টস জিতে প্রথমে ব্যাট করে ৪২.৪ ওভারে ১৬৪ রানেই অলআউট হয় বাংলাদেশ। দলের হয়ে ১২২ বলে সাতটি বাউন্ডারির সাহায্যে সর্বোচ্চ ৮৯ রান করেন নাজমুল হোসেন শান্ত। টার্গেট তাড়া করতে নেমে ৬৬ বল হাতে রেখে ৫ উইকেটের জয় পায় শ্রীলংকা। দলের জয়ে ৯২ বলে ৬২ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন আসালঙ্কা। এছাড়া ৭ ৭ বলে ৫৪ রান করেন সামারাবিক্রমা।

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে বৃষ্টির চোখ রাঙানি

ঢাকা ডেস্ক, ১ সেপ্টেম্বর : বহুল প্রতীক্ষিত ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ শনিবার। কিন্তু মহারণকে ঘিরে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। পরিস্থিতি যা তাতে এই ম্যাচ না-ও হতে পারে। যাবতীয় উত্তেজনা ভেস্তে দিতে পারে বৃষ্টি আগামীকাল।



আবহাওয়ার পূর্বাভাস বলছে, শ্রীলংকার ক্যান্ডিতে ৯০ শতাংশ বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং নির্বিঘ্নে খেলা হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। ম্যাচের কোনো না কোনো সময় বৃষ্টি হবেই। তাই এমনভাবে মাঠ প্রস্তুত রাখা হচ্ছে যাতে বৃষ্টির পর তাড়াতাড়ি খেলা শুরু করা যায়। সাধারণত বৃষ্টির জন্য শ্রীলংকায় আগস্ট-সেপ্টেম্বরে খেলা হয় না।

কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের কর্তারা পাকিস্তানে যেতে রাজি না হওয়ায় শ্রীলংকায় একাধিক ম্যাচ রাখা হয়। কিন্তু ক্যান্ডি, কলম্বো সব জায়গাতেই বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। সেক্ষেত্রে একাধিক ম্যাচ ভেস্তে যেতে পারে।

এশিয়া কাপের শুরুতেই হার, যা বললেন সাকিব

ঢাকা ডেস্ক, ১ সেপ্টেম্বর : এশিয়া কাপের আগেই চোটে জর্জরিত শ্রীলংকা ক্রিকেট দল। যে কারণে তারুণ্য নির্ভর দল নিয়েই এশিয়া কাপ মিশন শুরু করে লংকানরা। তরুণ দল নিয়েই বাংলাদেশের মতো শক্তিশালী দলকে হারিয়ে দেয় শ্রীলংকা।

এশিয়া কাপের চলতি আসরের উদ্বোধনী ম্যাচে বৃহস্পতিবার লংকানদের বিপক্ষে স্রেফ উড়ে যায় টাইগাররা।

‡খলা শেষে অধিনায়ক সাকিব আল হাসান বলেন, এই উইকেটে তিনশতাধিক রান অনায়াসে উঠতে পারে। কিন্তু আমরা সেটা করতে পারিনি। আড়াইশ রান করলেও ম্যাচে ফাইট দেওয়া যেত। আমরা আমাদের সেরা দুই ওপেনার তামিম ইকবাল ও লিটন দাসকে এশিয়া কাপে পাইনি। তাছাড়া আমাদের কেউ এই ম্যাচে দায়িত্ব নিয়ে ব্যাটিং করতে পারেনি।

নিজেদের বোলিং নিয়ে সাকিব বলেন, আমরা জানতাম আমাদের আরও কয়েকটি উইকেট দরকার, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমরা তা পাইনি। আমরা যখন খেলা শুরু করি তখন অনেক স্নায়ু চাপ ছিল। কিন্তু বিশ ওভারে পর আমরা অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছি।

বৃহস্পতিবার শ্রীলংকার পাল্লেকেল্লে স্টেডিয়ামে টস জিতে প্রথমে ব্যাট করে ৪২.৪ ওভারে ১৬৪ রানেই অলআউট হয় বাংলাদেশ। দলের হয়ে ১২২ বলে সাতটি বাউন্ডারির সাহায্যে সর্বোচ্চ ৮৯ রান করেন নাজমুল হোসেন শান্ত।

টার্গেট তাড়া করতে নেমে ৬৬ বল হাতে রেখে ৫ উইকেটের জয় পায় শ্রীলংকা। দলের জয়ে ৯২ বলে ৬২ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন আসালঙ্কা। এছাড়া ৭ ৭ বলে ৫৪ রান করেন সামারাবিক্রমা।



মার্কিন ক্যাপিটল হিলে হামলা: প্রাউড বয় নেতার ১৭ বছরের জেল



(ছবি আছে ইন্টার পিকচার নং-০৯)
ঢাকা ডেস্ক, ১ সেপ্টেম্বর : ঘটনা ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারির। ওই দিন মার্কিন ক্যাপিটল হিলে আক্রমণ চালিয়েছিল তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অনুসারীরা। ডেমোক্র্যাট প্রার্থী বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের কাছে নির্বাচনে হেরে গিয়ে কারচুপির অভিযোগ তোলেন ট্রাম্প। এরপর মার্কিন ক্যাপিটল হিলে হামলা হয়।
সেদিন কংগ্রেসের ভিতর ঢুকে ভাঙচুর চালিয়েছিল তারা। অতি দক্ষিণপন্থি একাধিক সংগঠন সেই হামলায় অংশ নিয়েছিল। বৃহস্পতিবার সেই হামলার অন্যতম নেতা জোসেফ বিগসকে ১৭ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন মার্কিন আদালত।
আদালতে জোসেফ বলেছেন, তিনি অহিংসায় বিশ্বাসী। কিন্তু ওইদিন সকলের উত্তেজনা দেখে তিনিও উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। নিজের কাজের জন্য দুঃখপ্রকাশ করেছেন বিগস।
একইদিনে আরেক অতিদক্ষিণপন্থি নেতা জ্যাছারি রেলকেও শাস্তি দিয়েছেন আদালত। তাকে ১৫ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
গত বছর মে মাসেই জোসেফকে দোষী প্রমাণিত করা হয়। শাস্তি শোনাতে বেশ কিছুদিন সময় নিয়েছেন আদালত। বিচারক এদিন বলেছেন, ওই দিনের ঘটনায় আমেরিকার মূল স্পিরিট আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। আমেরিকার গণতন্ত্রকে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছিল। মানুষের ভোটকে অস্বীকার করা হয়েছিল। সে কারণেই চরমতম শাস্তি দেওয়া হয়েছে অভিযুক্তদের।
বিগস এর আগে ইরাক যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। পরে ইনফোওয়ার্স নামের এক ওয়েবসাইটে লিখতেন তিনি। সেখানেও নানা ষড়যন্ত্রমূলক বিষয়ে আলোকপাত করতেন বিগস। প্রাউড বয়েসের সঙ্গেও তার নিবিড় যোগাযোগ ছিল। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অতি দক্ষিণপন্থি আলোচনায় যুক্ত হতেন তিনি। বস্তুত, প্রাউড বয়েস একটি অতি দক্ষিণপন্থি সংগঠন। বর্ণবিদ্বেষমূলক নানা কথা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তারা আলোচনা করতো।ট্রামপন্থি এই সংগঠন ৬ জানুয়ারির হামলায় সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিল বলে অভিযোগ।
বিগসের জন্য ৩৩ বছরের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি করেছিলেন সরকারি আইনজীবী। কিন্তু বিচারক জানিয়েছেন, বিগস কাউকে হত্যার চেষ্টা করেননি। ওই ঘটনায় বহু মানুষের প্রাণ যায়নি। ফলে সর্বোচ্চ শাস্তি তাকে দেওয়া যায় না। তবে সেদিন যা ঘটেছে তা অভূতপূর্ব বলে বর্ণনা করেছেন বিচারক।
ক্যাপিটল হামলার জন্য এখনও পর্যন্ত এক হাজার একশ' জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। এর আগে আরেক অপরাধীকে ১৯ বছরের সাজা শোনানো হয়েছে।

মৃত্যুর আগে প্রকাশিত ভিডিওতে প্রিগোশিনের জীবন নিয়ে শঙ্কা

ঢাকা ডেস্ক, ১ সেপ্টেম্বর : মৃত্যুর কয়েক দিন আগে বিমান বিধ্বস্ত হয়ে নিহত ভাড়াটে যোদ্ধা সরবরাহকারী রুশ প্রতিষ্ঠান ভাগনারের প্রধান ইয়েভগেনি প্রিগোশিনের নতুন একটি ভিডিও প্রকাশিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার ভিডিওটি প্রকাশ করেছে ভাগনার সংশ্লিষ্ট টেলিগ্রাম চ্যানেল 'গ্রে জোন', এক্স (সাবেক টুইটার)-সহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম।
টেলিগ্রামে প্রকাশিত প্রায় ৩০ সেকেন্ডের ওই ভিডিওতে প্রিগোশনিকে বলতে শোনা যায়, 'আমি বেঁচে আছি কী নেই, তা নিয়ে যারা আলোচনা করছেন, তাদের উদ্দেশে বলতে চাই, সবকিছু ঠিকঠাক আছে।'
নিজের অবস্থান জানিয়ে তিনি বলেন, 'এখন ২০২৩ সালের আগস্টের মাঝামাঝি সময়, সপ্তাহের শেষ। আমি আফ্রিকায় আছি।'
'সপ্তাহের শেষ' ও 'আগস্টের মাঝামাঝি সময়' এই দু'টি কথা থেকে ধারণা করা যায়, ভিডিওটি আগস্টের ১৯ অথবা ২০ তারিখে ধারণ করা হয়েছে।
এছাড়া ভিডিওতে প্রিগোশিনকে যে পোশাক ও টুপি পরে থাকতে দেখা গেছে, তা ২১ আগস্ট গ্রে জোনের প্রকাশিত তার আরেকটি ভিডিওর সাথে মিলে যায়। ওই ভিডিওতেও প্রিগোশিন জানিয়েছিলেন, তিনি আফ্রিকায় আছেন।
উল্লেখ্য, গত ২৩ অগাস্ট মস্কো থেকে সেন্ট পিটার্সবার্গ যাওয়ার পথে প্রিগোজিনকে বহন করা বিমানটি বিধ্বস্ত হয়। এ সময় তার সাথে তার ডান হাত বলে পরিচিত প্রধান সহচর দিমিত্রি উৎকিন এবং তার শীর্ষ সহযোগী ভ্যালেরি চেকালভ ও চারজন দেহরক্ষী ছিলেন। দুর্ঘটনায় তিনজন ক্রুসহ সব যাত্রীর মৃত্যু হয়।



সিলেটের বন্যা চিরতরে বন্ধ হবে

সুনামগঞ্জের ছাতকে দুর্গম হাওরাঞ্চলের পূণ্যভূমি আলীগঞ্জ বাজারে সংবর্ধনা সভায়

গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ







■ ছাতকের অন্যতম সংগঠক, জননেতা কবীর মিয়ার উদ্যোগে বহু মনিষীর চরণক্ষেত্র আলীগঞ্জ বাজারে উপস্থিত সিলেট বিভাগের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা তৃণমূল জনসাধারণের একাংশ। ১০ আগস্ট ২০২৩

“আপনাদের জন্য যে ভালোবাসা, সেই ভালোবাসার সঙ্গে কোনো পক্ষ বিপক্ষ নেই। আমি দেশকে ভালোবাসি, একাত্তরে যেভাবে ভালোবেসেছিলাম। এখন আমি আমেরিকান। পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিধর পরাক্রমশালী ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা। তারা যদি সারা পৃথিবীর নেতা হয়, তাহলে আমিও নেতা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিজের কণ্ঠে বলছি, সিলেটে এই বন্যা চিরতরে বন্ধ হবে। দোয়া করবেন, যাতে ত্রাণ দিতে না হয়। এক্ষেত্রে আপনাদের মধ্যকার ভালোবাসার একতাটি আরো বাড়াতে হবে। বন্যা প্রতিরোধ ও মোকাবিলার জন্য আমাদের একটি স্থায়ী পদক্ষেপ নিতে হবে।”

ALEGRA HOME CARE INC. Care With Love Is Humanity

CDPAP SERVICES

PEOPLE UNITED FOR PROGRESS POLITICAL RIGHTS FOR ETHNIC COMMUNITIES

Abu Zafar Mahmood Foundation

জয় বাংলাদেশ JOY BANGLADESH INC.



সঞ্চয়
ফারুক মাহমুদ

যতটুকু কান্না পারো তুলে রাখো মেঘের ছায়ায়
বুকের গভীর ছন্দে জমা রাখো প্রিয় দীর্ঘশ্বাস
যতটুকু দাহ হোক, মনস্তলে সঙ্গোপনে রাখো

কপটতা ছাড়াও তো মানুষের বেঁচেথাকা থাকে
বিষাক্ত চালাকিছুতো, দেখানোপনা, ছদ্মব্যাজকথ্থ
এ-সবের বাইরে থেকে পথচলা হতে পারে দৃঢ়

যতটুকু অশ্রু পারো তুলে রাখো আকাশের চোখে
ঢেউকে শুনিয়ে রাখো রোদনের গল্পসমুদয়
বিরহের সুপ্তদাহ গাঁথা থাক লতাগুল্মঘাসে

তোমার দরকার হলে, দেখো, ওরা ঠিক এসে যাবে ।

লাহাইনা
মঈনুস সুলতান

সুপ্ত দুটি আগ্নেয়গিরির ছায়াতলে পুড়ে মাওয়ি উপত্যকা ,
দাবদাহে দগ্ধ হয় পর্যটক প্রিয় লাহাইনা ,
ড্রপ আউট হওয়া কিশোরী খুঁজে তার ডেট-সঙ্গী - প্রিয় সখা
নীড়ে পড়ে থাকে অবহেলায় পরিযায়ী পাখির ঝলসানো ডানা ;
ভস্ম হয়েছে শ্যামানের শঙ্খ - দলিল মানচিত্র ও প্রাসাদ ,
যথাসর্বস্ব হারিয়েছে সহস্র মানুষ -
দিনযাপনে বিস্মৃত হয়নি স্বপ্নের মাদুলিতে পোরা প্রবাদ,
ল্যাম্পপোস্টের পাশে উত্তপ্ত হাওয়ায় ত্রাণকর্মী হয় বেহুঁশ ;

তবে আছে বেঁচেবর্তে জ্বলাপোড়া পত্রালী নিয়ে অভিবাসী বট
ঘুরে-ফেরে সার্ফ প্রত্যাশি উর্মিজল - নিষিক্ত হয় সমুদ্রতট ;
আসে গোধূলি যথারীতি ঘনায় সন্ধ্যা -
চাঁদের কিরণে আধপোড়া অবশিষ্ট কাঠামো হয়ে ওঠে ধূসর ,
সৈকতে আছড়ে পড়ে রূপালি- সবুজে ফেনাময় জল মৎস্যগন্ধা
চরাচরে ছড়িয়ে পড়ে চেনা সমুদ্রের আর্ত স্বর ।

ব্যাজগুলি নেমে যাবে একদিন
ফারুক ফয়সল

কোনো একদিন কাঁধ থেকে নিশ্চয় নামবে ব্যাজগুলি
বড় দাপুটে অত্যাচারীর ভূমিকায় নেমেছে আজ পদ পদবী!
নকশাদার গোলাকার, তিনকোণা, চৌকোণা, আলফা বিটা এইসব
মনে হয় রঙীন সুতোর নকশি সেলাই বালিশের উড়নি ঝালর সব!

বাড়ে যত সুতোর বাহারী জৌলুশ, পদ তোলে ঝঙ্কার তার অহঙ্কারে
সম্পদহীন, দারিদ্রের সাথে ছিল নিত্যবাস, পদের জোরে সম্পদ উপচে পড়ে ।
রাজনীতির গায়ে পোশাক চড়েছে, মার্কা বসেছে বুকে তার
নৌকা, ধানের শীষ জল মাটি ছেড়ে ক্ষমতার পদে ভারী মর্যাদার!

মার্ক্স এঙ্গেলস না জেনে, ডাস ক্যাপিটাল, রিপাবলিক না পড়ে
অনেকেই রাতারাতি সাম্যবাদী, সমাজতন্ত্রী, বিপবী কণ্ঠ ছাড়ে!
দলদাস সরকার, দলদাস বিরুদ্ধবাদী, দলবাজ রাজনীতির কনস্টেবল
দলের চাকায় ঘুরছে পুলিশ, প্রশাসন বাঁক ফেরে, বিচারের চরিত্র বদল!

অপ্রতিদ্বন্দ্বী
জাফর ওবায়েদ

তোমার গোলমেলে স্বভাবে
শংকিত দুনিয়ার সমস্ত কাঙালের ঘরে গৃহযুদ্ধ ।

তুমি চাও, ওরা নতজানু হোক
মনিবের ইঙ্গিত এড়ানোর মতো দুঃসাহস মুছে যাক ।

অথচ, ওরা, তোমার শত্রুকে, আশকারা দেয়
তোমাকে ডিঙিয়ে, ব্রিকসের জটলায় শামিল হতে উদ্ধত!

যদিও তোমার সমরবাণিজ্যে, অস্থির জমিন
খুব সহসাই ঘুরে দাঁড়াবার সামর্থ্য পাবে কই!

সবাই জানে, তুমি আজ অপ্রতিদ্বন্দ্বী খেলোয়াড়

মৃত্যুর জান
হাশিম কিয়াম

মৃত্যুর জান কবজ করে তোমার চোখে গুঁজে
রেখেছে যে ছেলে, তাকে প্রেম
নাইবা দিলে, ছায়া ধরে হাঁটতে বারন কোরো
না... ফেলে আসা বাগানে ফুল-ভোমরের লড়াই
নাইবা দেখতে দিলে, হৃদয়ের ঝরনায় শুকনো মাটি ভিজিয়ে
খোঁপা সাজানো ফুল ফোটাবার
বাসনা দুপায়ে পাড়িয়ো না...
সব নদী শুকিয়ে গেলেও তার বুকের নদীতে কাঁখের কলসি ভরতে
নাইবা চাইলে, ঘাসরঙা পা দুটি একবার
ডোবাতে ভুলো না...
এক পলকে উড়িয়ে দেওয়া মৃত্যুর জান তার একান্ত
ঘরে হানা দিলে, কবরের মাটি নাইবা ছুঁলে, ফুটে থাকা ঘাস ফুল
এক পলক দেখতে জানালার
পাশে দাঁড়িয়ো...

ঈশ্বরের বুক রিভিও
রেজা শামীম

ঈশ্বরের এই বইটি একদম যাচ্ছেতাই ।
হয়তো তাড়াহুড়া ছিলো তাঁর, অথবা তাচ্ছিল্য ।
ওমিলহু এর চার ফর্ম্মুর উপন্যাসের মত
হয়তো তিনিও একটানে লিখেছেন গল্পটা ।

অজস্র বানান ভুল, বাক্যগুলো অসমাপ্ত
সুখ বানানে দিয়েছেন তালেব্য শ,
উচ্চারণ সুখের মত হলেও আদতে তা সুখ নয় ।
দু:খ শব্দটি রেখেছেন আবার মাত্রা ছাড়া ।
কোথাও কোন যতি চিহ্ন নেই;
বই খুললেই তাই শব্দগুলো হেলে পড়ে এদিক সেদিক ।

পাঠক আঁটকে থাকবে এমন কোন বাঁক নেই গল্পে
নিরাভরণ ন্যারেটিভে নিতান্তই এক ঘেয়ে ।

তাঁর অসংখ্য ক্লাসিক ও জনপ্রিয় বই এর ভেতর
স্যান্ডুইচ এর চিজ এর মত চ্যাপ্টা হয়ে থাকে এই বই
কেউ কেউ টেনে নেয় হাতে, দুপাতা উল্টায়
তারপর সময়ের অপচয় অপবাদে রেখে চলে যায় ।

ঈশ্বর এর এই বইটি অচল, কেউ পড়েনি, কেউ পড়েনা ...

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549





জায়েদ খানের ব্যবহার নিয়ে যা বললেন সায়ন্তিকা

ঢাকা ডেস্ক, ১ সেপ্টেম্বর : প্রথমবার বাংলাদেশের সিনেমায় অভিনয় করতে এসেছেন টালিউড নায়িকা সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতোমধ্যে 'ছায়াবাজ' সিনেমার শুটিং শুরু হয়েছে কক্সবাজারে। তার আগে বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতা থেকে ঢাকায় পৌঁছান তিনি।

Ôছায়াবাজ' একটি পারিবারিক গল্পের সিনেমা। এতে সায়ন্তিকার চরিত্রের নাম ডায়না। বাংলাদেশে পৌঁছে শুটিংয়ে যোগ দিয়ে উচ্ছ্বাস ও আনন্দের কথা জানান সায়ন্তিকা।

কক্সবাজার শুটিং লোকেশন থেকে এক সংবাদমাধ্যমকে সায়ন্তিকা বলেন, 'প্রথমবার বাংলাদেশে এসেছি। শুটিংও শুরু করেছি। তাও আবার পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সমুদ্র সৈকতে। কী সুন্দর জায়গা। মনেই হচ্ছে না যে শুটিং করছি। খুবই ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে, ছুটিতে ঘুরতে এসেছি এখানে। এত আরামদায়কভাবে, সুন্দরভাবে শুটিং চলছে।'

অভিনেত্রী বলেন, 'আমার নায়ক জায়েদ খানসহ সিনেমার পুরো টিম যেভাবে আমাকে সম্মান দেখাচ্ছেন, ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। আগেও শুনেছি, এসে প্রমাণও পেলাম বাংলাদেশের মানুষের আন্তরিকতা, আতিথেয়তা, আপ্যায়নের বিষয়ে কোনো কথা হবে না। এককথায় দারুণ।'

আগে থেকে জায়েদ খানের সঙ্গে জানাশোনা ছিল না সায়ন্তিকার। বাংলাদেশে এসেই তার সঙ্গে প্রথম দেখা, প্রথম পরিচয়। তবে প্রথম পরিচয়েই জায়েদ খানের ব্যবহারে মুগ্ধতা প্রকাশ করেছেন তিনি।

সায়ন্তিকা বলেন, 'বিমানবন্দরে আমাকে নিতে গিয়েছিলেন জায়েদ খান। কী সুন্দর ব্যবহার তার! প্রথম দেখায়ই কথা বলে মনে হয়েছে, অসাধারণ মানুষ। যে কোনো শিল্পীর এটি অনেক বড় গুণ। আমার কাছে মনে হয়েছে, তার মধ্যে সেই গুণ আছে। হতে পারে একসময় কলকাতার ইন্ডাস্ট্রিতেও জায়েদ খান কাজ করবেন। আমি এখানে কাজ করতে এসেছি, জায়েদও ওখানে কাজ করতে যাবেন। আমিও চাই এটি।'

অভিনেতার বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ

ঢাকা ডেস্ক, ১ সেপ্টেম্বর : সহ-অভিনতার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনলেন ভোজপুরির জনপ্রিয় অভিনেত্রী প্রিয়াংশু সিং। তার বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ আনলেন অভিনেত্রী। তারা একসঙ্গে বেশ কিছু ভোজপুরি মিউজিক ভিডিওতে কাজ করেন।

সম্প্রতি পুলিশে এফআইআর দায়ের করলেন অভিনেত্রী।

প্রিয়াংশু জানান, পুনীত তাকে বিকৃতমনস্ক কাজ করতে বাধ্য করেছিলেন। মাঝেমধ্যেই তার ওপর নির্যাতন করতেন। তার পর তিনি বেশ কয়েকবার বিয়ে করার জন্য চাপ দেন। বাধ্য হয়ে তাকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন পুনীত।

ইন্ডাস্ট্রি সূত্রে খবর, প্রিয়াংশু ও পুনীতের মধ্যে প্রথমবার আলাপ হয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে ভালো লাগার সম্পর্ক তৈরি হয়।

প্রিয়াংশু জানান, সম্পর্কের প্রথম দিকে খুবই নরম এবং ভদ্র ছিলেন পুনীত। কিন্তু ধীরে ধীরে তার ব্যবহারে পরিবর্তন লক্ষ করেন তিনি।

তার অভিযোগ, অভিনেতা একদিন মত্ত অবস্থায় এসে এমনই কিছু আচরণ করেন, যা একেবারেই মেনে নেওয়া যায় না। পরের দিন তিনি নাকি ক্ষমা চেয়েছিলেন। কিন্তু তার পরে আবারও নাকি অভিনেত্রীর অমতে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করেন পুনীত। শেষে পুলিশের কাছে যেতে বাধ্য হন অভিনেত্রী।

অন্যদিকে একবার এক সাক্ষাৎকারে পুনীত জানিয়েছিলেন, প্রিয়াংশু তাকে ব্যবহার করেছেন। অভিনয় জগতে সুযোগ পাওয়ার জন্য তার সঙ্গে ভাব জমিয়েছিলেন অভিনেত্রী।





চীনের অর্থনীতি কী এক ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের দিকে আগাচ্ছে?

ঢাকা ডেস্ক, ১ সেপ্টেম্বর : চীনের অর্থনীতি সম্পর্কে গত ছয় মাস ধরে একের পর এক দুঃসংবাদ আসছে : প্রবৃদ্ধির ধীরগতি, তরুণদের মধ্যে রেকর্ড বেকারত্বের হার, বিদেশী বিনিয়োগে ভাটা, দুর্বল রফতানি আয়, স্থানীয় মুদ্রার দর পতন এবং আবাসন শিল্পে সঙ্কট।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন চীনের অর্থনীতিকে 'টিকিং টাইম বম্ব' অর্থাৎ ক্রমশ এক বিপর্যয়ের দিকে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি আশঙ্কা করছেন চীনে অসন্তোষ আরো বাড়বে।

তবে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং-এর পাল্টা জবাব দিয়ে বলেন, 'চীনের অর্থনীতি অনেক টেকসই, এর সম্ভাবনা দারুণ আর আছে অনেক প্রাণশক্তি।'

তাহলে কে সঠিক- বাইডেন নাকি শি? এর উত্তর সম্ভবত লুকিয়ে আছে এই দু'য়ের মাঝখানে।

চীনের অর্থনীতি খুব সহসাই ধসে পড়বে এমন সম্ভাবনা কম। তবে চীনের সামনে আছে অনেক চ্যালেঞ্জ, যার মূল অনেক গভীরে।

আবাসন খাতে সঙ্কট এবং কমতে থাকা আয়

চীনের এই অর্থনৈতিক সমস্যার মূলে আছে আবাসন শিল্প। কিছুদিন আগেও চীনের মোট সম্পদের এক তৃতীয়াংশ ছিল রিয়েল অ্যাস্টেট খাতে।

সিঙ্গাপুরের ইনসিড বিজনেস স্কুলের প্রফেসর আন্তনিও ফাতাস বলেন, 'এর কোনো মানে হয় না, এটা একেবারেই অর্থহীন।'

গত দুই দশক ধরে চীনের রিয়েল অ্যাস্টেট খাত ফুলে-ফেঁপে উঠছে, বিশেষ করে বেসরকারিকরণের ফলে। কিন্তু ২০২০ সালে এই খাতে সঙ্কট দেখা দিল। কোভিডের মহামারী, তার সাথে চীনের কমতে থাকা জনসংখ্যা-এর কোনটিই এই খাতের জন্য সু-সংবাদ ছিল না।

চীনের সরকার তখন এই সঙ্কট থেকে পুরো অর্থনীতিতে বিপর্যয়ের আশঙ্কা করছিল, যেমনটি ঘটেছিল ২০০৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রে। সরকার তখন রিয়েল অ্যাস্টেট ডেভেলপাররা কী পরিমাণ অর্থ ধার করতে পারবে তার একটা সীমা বেঁধে দিল। কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল রিয়েল অ্যাস্টেট ডেভেলপারদের ঋণের বোঝা শত শত কোটি ডলার ছাড়িয়ে গেছে, যেটা তারা পরিশোধ করতে পারছে না।

এখন চীনে নতুন বাড়ি-ঘরের চাহিদায় ধস নেমেছে, আর এর ফলে বাড়ি-ঘরের দামও সাঙ্ঘাতিকভাবে পড়ে গেছে। এর মানে হচ্ছে, চীনে যারা বাড়ির মালিক, তারা আগের চেয়ে গরীব হয়ে পড়েছে। আর এটি ঘটেছে গত তিন বছর ধরে কোভিডের কঠোর বিধি-নিষেধে থাকার পর সেখান থেকে যখন তারা বেরিয়ে আসছে।

অ্যালিসিয়া গার্সিয়া-হেরেরো বলেন, 'চীনে আপনার বাড়িই আসলে আপনার সঞ্চয়', যিনি ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি ন্যাটিক্সিসের প্রধান অর্থনীতিবিদ। কিছুদিন আগেও চীনে অস্থির শেয়ার বাজারে টাকা খাটানো বা স্বল্প সুদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অর্থ রাখার চাইতে বাড়ি কেনাকে ভালো বিনিয়োগ বল গণ্য করা হতো।

এর মানে হচ্ছে, পশ্চিমা দেশগুলোতে কোভিড মহামারীর পর অর্থনীতিতে যে চাঙ্গা ভাব দেখা গেছে, চীনে সেটা ঘটেনি।

মিজ গার্সিয়া-হেরেরো বলেন, 'জিরো-কোভিড নীতি বাতিল করার পর ধারণা করা হয়েছিল চীনের মানুষ পাগলের মতো অর্থ ব্যয় করবে। তারা বেড়াতে যাবে, প্যারিসে যাবে, আইফেল টাওয়ার কিনে নেবে। কিন্তু চীনের মানুষ জানে যে বাড়ির দাম কমে যাওয়ায় তাদের সঞ্চয় কমে গেছে, ফলে তারা এখন আর কোনো বাড়তি অর্থ-কড়ি খরচ করতে চাইছে না।'

এর ফলে যে লোকজন নিজেদের এখন দরিদ্রতার বলে মনে করছে সেটাই শুধু নয়, এর ফলে চীনের স্থানীয় সরকারগুলোর ঋণ সঙ্কট প্রকট হয়ে উঠেছে।

ধারণা করা হয়, এদের শত শত কোটি ডলারের রাজস্বের এক তৃতীয়াংশ অর্থই আসে ডেভেলপারদের কাছে জমি বিক্রি করে। কিন্তু এখন এই খাত বড় সঙ্কটে।

কিছু কিছু অর্থনীতিবিদের মতে, আবাসন শিল্পের এই সঙ্কট কাটতে বহু বছর সময় লাগবে।

একটি ত্রুটিপূর্ণ অর্থনৈতিক মডেল

আবাসন শিল্পের এই সঙ্কট আসলে চীনের সার্বিক



অর্থনীতি যেভাবে পরিচালিত হয় তার সমস্যাগুলোকেও সামনে নিয়ে এসেছে।

গত ৩০ বছর ধরে চীনের অর্থনীতির যে বিস্ময়কর প্রবৃদ্ধি, তার মূলে আছে নির্মাণ শিল্প : রাস্তা, সেতু, রেললাইন থেকে কারখানা, বিমানবন্দর থেকে বাড়িঘর। আর স্থানীয় সরকারগুলোই মূলত এসব নির্মাণ কাজ চালায়।

কিন্তু কিছু অর্থনীতিবিদ যুক্তি দিচ্ছেন যে চীনের এই নীতি এখন কার্যত পথ হারাচ্ছে।

নির্মাণ যজ্ঞের প্রতি চীনের এই আসক্তির সবচেয়ে উদ্ভট উদাহরণ মিয়ানমার সীমান্তবর্তী ইউনান প্রদেশ। চলতি বছর সেখানকার কর্মকর্তারা নিশ্চিত করলেন যে তারা কয়েক বিলিয়ন ডলার খরচ করে সেখানে একটি কোভিড-১৯ কোয়ারেন্টিন ফ্যাসিলিটি তৈরি করবেন। চরম ঋণগ্রস্ত স্থানীয় সরকারগুলো আসলে এতটাই চাপে আছে যে কোথাও কোথাও এরা নিজেরাই নিজেদের কাছে জমি বিক্রি করে তাদের নির্মাণ কর্মসূচি অব্যাহত রাখছে।

এর মূল কথা হচ্ছে, চীনের নির্মাণ যজ্ঞ আসলে এর বেশি আর যেতে পারছে না, এরপর এটা স্রেফ অপচয়ে পরিণত হচ্ছে। নিজের দেশের জনগণের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য তাদের এখন একটা ভিন্ন পথ খুঁজে বের করতে হবে।

প্রফেসর ফাতাস বলেন, 'আমরা এখন একটা সংক্রমণের পর্যায়ে আছি। পুরনো মডেল আর কাজ করছে না। কিন্তু ফোকাস বদলাতে হলে আপনার তো গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার দরকার।'

যেমন, তিনি যুক্তি দিচ্ছেন, যদি চীন তার অর্থনীতিকে নতুন করে চাঙ্গা করার জন্য একটি আর্থিক খাত গড়ে তুলতে চায়, এবং যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের সাথে প্রতিযোগিতা করতে চায়, তাহলে সরকারকে তাদের নিয়ন্ত্রণ অনেক শিথিল করতে হবে। ব্যক্তিখাতের হাতে অনেক কিছু ছেড়ে দিতে হবে।

কিন্তু বাস্তবে এর উল্টাটাই ঘটছে। চীনা সরকার আর্থিক খাতের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ অনেক কঠোর করেছে, পশ্চিমা ব্যাংকগুলোর সমালোচনা করেছে এবং আলিবাবার মতো বড় প্রযুক্তি কোম্পানির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে।

এর ফলে চীনে যুব বেকারত্ব অনেক বেড়ে গেছে। চীন জুড়ে লাখ লাখ উচ্চ শিক্ষিত স্নাতক শহরে একই ভালো চাকুরি পেতে হিমশিম খাচ্ছে। জুলাই মাসে প্রকাশিত পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে চীনের ১৬ হতে ২৫ বছর বয়সীদের মধ্যে যারা কাজ খুঁজছে তাদের ২১ দশমিক তিন শতাংশই বেকার। এর পরের মাসে চীনা কর্মকর্তারা জানালেন, তারা এই বেকারত্বের পরিসংখ্যান আর প্রকাশ করবেন না।

প্রফেসর ফাতাসের মতে, এত বিপুল সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত চীনা অর্থনীতি যে হিমশিম খাচ্ছে, এটি তার একটা প্রমাণ। একটি নতুন ব্রিজ তৈরি করার সময় উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ করা ব্যবস্থা হয়তো কাজ করে। কিন্তু ব্রিজ নির্মাণের কাজ যখন শেষ হয়ে গেল, এবং লোকে এখনো কাজ খুঁজছে, তখন এই ব্যবস্থাটা বেশ ঝামেলাপূর্ণ বলেই মনে হবে।

সরকার এখন কী করবে?

অর্থনীতিকে নতুন দিকে পরিচালিত করতে হলে তার জন্য রাজনৈতিক আদর্শেও পরিবর্তন আনতে হবে।

কিন্তু চীনের কমিউনিস্ট পার্টি যেমন কঠোরভাবে চীনের মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে, আর প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং যেভাবে বজ্রমুষ্টিতে কমিউনিস্ট পার্টির সব ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখেছেন, সেরকমটা যে ঘটবে, তা আশা করা যায় না। চীনের নেতারা হয়তো যুক্তি দিতে পারেন, এমন কিছু করার প্রয়োজনই নেই।

অন্যভাবে দেখলে, চীন আসলে নিজেই তার সাফল্যের শিকার হয়েছে। চীনের এখনকার যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সেটাকে আসলে 'ধীরগতি' বলা হচ্ছে আগের বছরগুলোর চমকপ্রদ সাফল্যের সাথে তুলনা করে। ১৯৮৯ সাল হতে চীনের অর্থনীতি গড়ে নয় শতাংশ হারে বেড়েছে। ২০২৩ সালে এই প্রবৃদ্ধি সাড়ে চার শতাংশে নেমে আসবে বলে মনে করা হচ্ছে।

চীনের অর্থনীতির জন্য এটা বিরাট পতন। তবে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য বা ইউরোপের দেশগুলোর সাথে তুলনা করলে, এই প্রবৃদ্ধি এখনো অনেক বেশি। অনেকে যুক্তি দিচ্ছেন যে, চীনের নেতাদের জন্য এমন প্রবৃদ্ধিই যথেষ্ট।

পশ্চিমা দেশগুলোর অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি সেখানকার লোকজনের ব্যয় করা অর্থ। কিন্তু এমন ভোক্তা নির্ভর অর্থনীতি নিয়ে বেইজিং বেশ সতর্ক। এটি যে কেবল অপচয়মূলক তাই নয়, এটি ব্যক্তিকেন্দ্রিকও বটে।

ভোক্তাদের নতুন টিভি কেনা, স্ট্রিমিং সার্ভিসের গ্রাহক হওয়া বা বেড়াতে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করার মাধ্যমে হয়তো অর্থনীতি চাঙ্গা করা যাবে, কিন্তু এটি চীনের জাতীয় নিরাপত্তা বা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে খুব বেশি কিছু অবদান রাখবে না। প্রেসিডেন্ট শি প্রবৃদ্ধি চান, কিন্তু সেটা কেবল প্রবৃদ্ধির খাতিরে প্রবৃদ্ধি নয়। এ কারণেই সম্প্রতি চীনে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগে বিরাট উল্লম্ফন দেখা যাচ্ছে। সেমিকন্ডাক্টর, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং গ্রিন টেকনোলজি-এমন খাতে তারা বিনিয়োগ করছে যাতে করে অন্য কোনো দেশের ওপর তাদের নির্ভর করতে না হয়।

অর্থনীতিতে টানাপোড়ন সত্ত্বেও সরকার যে সেটা নিয়ে খুব বেশি কিছু করছে না, তার কিছু ব্যাখ্যা এখানে খুঁজে পাওয়া যায়। এ পর্যন্ত তারা অর্থনীতি সামাল দেয়ার জন্য ছোটখাটো কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। ঋণের সীমা বেঁধে দিয়েছে, বা সুদের হার সামান্য পরিমাণে কমিয়েছে, কিন্তু অর্থনীতিতে তারা বিপুল পরিমাণে অর্থ সঞ্চালিত হতে দিচ্ছে না।

চীনে বিদেশী বিনিয়োগকারীরা শঙ্কায় আছেন। তারা চান, সরকার দ্রুত ব্যবস্থা নিক। কিন্তু যারা দায়িত্বে আছে, তারা কাজ করছেন দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য মাথায় নিয়ে।

তারা জানে, কাগজে-কলমে হলেও, চীনে এখনো প্রবৃদ্ধির বিরাট সুযোগ আছে। চীন হয়তো বিশ্ব অর্থনীতির এক বিরাট চালিকাশক্তি। কিন্তু চীনের মানুষের গড়-পড়তা বার্ষিক আয় এখনো ১২ হাজার ৮৫০ ডলার। চীনের ৪০ শতাংশ মানুষ এখনো গ্রামেই থাকে। চীনে যেহেতু কিছুদিন পর পর নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনের কোনো ব্যাপার নেই, তাই তারা এমন একটা দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গি তারা নিতেই পারেন।

কিন্তু অন্যদিকে অনেক অর্থনীতিবিদ যুক্তি দেন যে বিশ্বের উচ্চ আয়ের দেশগুলোর মতো জীবনযাত্রার মানে পৌঁছাতে হলে যে ধরণের মুক্ত এবং নমনীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দরকার, চীনের বর্তমান কর্তৃত্ববাদী রাজনৈতিক ব্যবস্থা তার সাথে খাপ খাবে না।

এমন একটা বিপদ এখানে আছে যে শি হয়তো কার্যকর সুশাসনের চাইতে আদর্শকে, বা বাস্তবতার চাইতে নিয়ন্ত্রণকে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছেন।

অর্থনীতি যতদিন ভালোমতো চলছে, ততদিন লোকে এ নিয়ে ভাবে না। কিন্তু চীন জিরো-কোভিডের নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে আসার পর যখন অনেক মানুষ কাজ পেতে হিমশিম খাচ্ছে, লোকজনের বাড়ি-ঘরের দাম পড়ে যাচ্ছে, তখন ব্যাপারটা অন্যরকম।

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের 'টিকিং টাইম বম্ব' মন্তব্যের প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসা যাক। এই বর্ণনার মধ্যে চীনে বড় ধরণের জন অসন্তোষ বা পররাষ্ট্রনীতিতে বিপদজনক কোনো পদক্ষেপ বা পাল্টা ব্যবস্থার ইঙ্গিত আছে।

এই মূহুর্তে অবশ্য এটা একেবারেই একটা জল্পনা। চীন অতীতে অনেক সঙ্কট থেকে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু এতে কোনো সন্দেহ নেই যে দেশটির নেতৃত্ব এখন নতুন কিছু অভিনব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি।







কুলাউড়ায় প্রয়াত শিক্ষকদের স্মরণ ও শ্রদ্ধায় এসএসসি'৯৪ ব্যাচের পুনর্মিলন



কুলাউড়া (মৌলভীবাজার) : সদ্য প্রয়াত শিক্ষক রাধেশ্যাম রায় চন্দন স্যারসহ বিভিন্ন সময়ে প্রয়াত শিক্ষকদের স্মরণ ও শ্রদ্ধায় এসএসসি '৯৪ ব্যাচের পুনর্মিলন অনুষ্ঠিত হলো।

গত ২৫ আগস্ট সন্ধ্যায় যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী বন্ধু মিসবাউর রহমান এনামের একক আয়োজনে তাঁর কুলাউড়াস্থ বাসভবনে এই পুনর্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। 'আমরা দৃঢ় হতে চাই ঐক্যের বন্ধনে'– এই স্লোগানকে হৃদয়ে ধারণ করে কুলাউড়া উপজেলার এসএসসি '৯৪ ব্যাচের বন্ধুরা প্রথমেই সদ্যপ্রয়াত রাধেশ্যাম রায় চন্দন স্যারের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে একমিনিট নীরবতা পালন করেন। তারপর গভীর শ্রদ্ধার সাথে অন্যান্য শিক্ষকদেরও স্মরণ করা হয়।

এর আগে গত ১৮ আগস্ট সন্ধ্যায় বন্ধু সায়েম আহমেদের সৌজন্যে কুলাউড়া উপজেলা '৯৪ ব্যাচের আহ্বায়ক কমিটির উদ্যোগে কুলাউড়ার একটি রেস্টুরেন্টে মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হয়। বন্ধুদের সম্মানার্থে সেই মিলনমেলায় শুভেচ্ছা স্মারক তুলে দেয়া হয় প্রবাসী বন্ধুদের হাতে।

বন্ধুদের আড্ডা, খুনসুটি, আপ্যায়ন ও স্মৃতিচারণের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে যেসব বন্ধুদের শুভেচ্ছা স্মারক প্রদান করা হয়, তারা হলেন– বন্ধু মিসবাউর রহমান এনাম, সায়েম আহমেদ, নাজমুল হোসেন, নুসরাত মিতা।

প্রসঙ্গত, কুলাউড়া উপজেলা '৯৪ ব্যাচের আহ্বায়ক কমিটি গঠিত হয় গত ৭ জুলাই। বন্ধু মো. ছাদিকুর রহমানের বাসায় সন্ধ্যায় আয়োজিত ঈদ পরবর্তী এক পুনর্মিলনীতে এই আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এসএসসি ১৯৯৪ ব্যাচের বন্ধু এসআর মজুমদার নাহিদ, নাসির জামান খান জাকি, নুরুল ইসলাম খান বাবলা, শফিকুল ইসলাম জায়েদ, সামছুর রহমান সমছু, মো. শাহীন আহমদ, হাসান আহমদ, শামীম আহমেদ, শাহীন আহমেদ, মাছুম আহমেদ, সঞ্জয় দেবনাথ প্রমুখ।

এ ছাড়াও মুঠোফোনে পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে যুক্ত ছিলেন বন্ধু আহমেদ কবীর রাসেল, আহসানুজ্জামান রাসেল, আব্দুল্লাহ আল মামুন বুলবুল, তোফায়েল আহমেদ ডালিম, নিপার আহমেদ, নাজমুল হোসেন, নীলকান্ত দেবনাথ, স্পেন থেকে বন্ধু মাছুম করিম টিটু।

বন্ধুদের নিজস্ব অনুভূতির দায় থেকে এবং মিলিত হবার দৃঢ় প্রয়াসে গঠিত কুলাউড়া উপজেলার এসএসসি '৯৪ ব্যাচের কমিটির বন্ধুরা হলেন– সঞ্জয় দেবনাথ **(আহ্বায়ক)**, মো. ছাদিকুর রহমান **(সদস্য সচিব)** এবং নাসির জামান খান জাকি, সামছুর রহমান সমছু ও নুরুল ইসলাম খান বাবলা **(সদস্য)**।

পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে শিক্ষাজীবনের শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকদের গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন এসএসসি'৯৪ ব্যাচের বন্ধুরা। প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500



আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।



দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য



আপনাদের সেবায়

ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডা: এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)

আমরা বাংলায় কথা বলি

REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500

HOW TO REACH US
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.



বাড়ি-ক্রয়-বিক্রয়ের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রিয়েলটর



MURSHEDA ZAMAN
Lic. Real Estate Sales Person
171-21 Jamaica Ave., Jamaica 11432
844-464-3262
E-mail: murshedazaman@gmail.com

MLS
যোগাযোগ
Cell: 917-502-6445



গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

বস্টনে নিউ ইংল্যান্ড আওয়ামী লীগের জাতীয় শোক দিবস পালন



বস্টনঃ স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের ৪৮তম শাহাদাত বার্ষিকী এবং জাতীয় শোক দিবস ২০২৩ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে বস্টনের নিউ ইংল্যান্ড আওয়ামী লীগ।সোমবার (২৮ আগস্ট) সভাপতি যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ ইউসুফ চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক ইকবাল ইউসুফের সঞ্চালনায় আলোচনা অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশণ, পবিত্র কোরআন তেলওয়াত এবং বঙ্গবন্ধুসহ তাঁর পরিবারের সকল শহীদের রূহের মাগফেরাত কামনায় দোয়া করা হয়।

বক্তারা পঁচাত্তরের ১৫ই আগস্টের বর্বর হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তারা বলেন পলাতক হত্যাকারীদের অবিলম্বে বিচারের আওতায় আনতে এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকারকে আবারো নির্বাচিত করতে হবে। মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে উজ্জীবিত বাঙ্গালী কখনোই বিএনপসহ অন্যান্য স্বাধীনতা বিরোধী দলদের ক্ষমতায় দেখতে চায় না।

আলোচনায় অংশ নেন নিউ ইংল্যান্ড আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, রাতুল বড়ুয়া, রবিউল ইসলাম, আব্দুস সালাম, রহীম পাটোয়ারী প্রমুখ।

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস

(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)



একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।

নোটারী পাবলিক

ফ্যাক্স সার্ভিস

রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।

রেজিষ্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিষ্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা। শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা

যোগাযোগ করুন ঃ এম এ কাইয়ূম
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩,৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases,
Medical Malpractice
& Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্ট্রাকশন দুর্ঘটনা
- ভুল চিকিৎসা
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- লেড বিষ সম্পর্কীয়
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- মিসিনারি ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC
Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

Wasi Choudhury & Associates LLC

SERVICES

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation: Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting: Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

Wasi Choudhury, EA
Admitted to practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member : naea

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ/নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।



37-22, 61 Street, 1st Fl, Woodside, NY 11377 Tel: 718-205-3460, 718-440-6712, Fax: 718-205-3475, e-mail: wasichoudhury@yahoo.com

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

SE CI

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
- আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা



blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F AND MD OCFR

সৈয়দ খসরুর পারিবারিক অনুষ্ঠান







প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে যোগদান উপলক্ষে নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের সংবাদ সম্মেলন

নিউইয়র্কঃ প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার জাতিসংঘের ৭৮তম সাধারন অধিবেশনে যোগদান উপলক্ষে নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামীলীগের সংবাদ সম্মেলন ।

গত ৩১শে আগষ্ট বৃহস্পতিবার জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেস্টুরেন্টের পাটী হলে সংবাদ সম্মেলন করেছে নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগ ।নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামীলীগের সভাপতি রফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সাধারন সম্পাদক ইমদাদ চৌধুরীর পরিচালনায় অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের উপদেষ্টা ডাঃ মাসুদুল হাসান,জয়নাল আবেদীন,মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী,সরাফ সরকার,মালেক খান,সাবেক মাধবপুর উপজেলা চেয়ারম্যান জাকির হোসেন চৌধুরী অসীম,বিশেষ অতিথি ছিলেন নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামীলীগের সহসভাপতি মাসুদ সিরাজী,এন আমিন,সাইকুল ইসলাম,বাবুল আহমদ,যুগ্ম সাধারন সম্পাদক নুরুল আমিন বাবু,সিবলী সাদিক,দুলাল বিলাহ,সাংগঠনিক সম্পাদক মাহফুজুল হক হায়দার,সুমন মাহমুদ,প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক শেখ শফিকুর রহমান,স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা নুরুজ্জামান সর্দার,সুবল দেবনাথ,কামাল হোসেন রাকিব,দুরুদ মিয়া রনেল,হেলাল মিয়া,ছাত্রলীগ নেতা জেড এ জয়,ব্রঙ্কস আওয়ামীলীগের সভাপতি আব্দুল মুহিত,ব্রুকলিন আওয়ামীলীগের সভাপতি নজরুল ইসলাম,চার্জ ম্যাগডোনাল্স ইউনিট সভাপতি ইসমত,জ্যাকসন হাইটস ইউনিট সভাপতি শাহ চিশতি,সাধারন সম্পাদক তানভীর হায়দার ।

সভার শুরুতে কোরআন তেলওয়াত ও দোয়া পরিচালনা করেন আব্দুল মুহিত এবং সকল শহীদদের স্মরনে দাড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় । সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক ইমদাদ চৌধুরী ।লিখিত বক্তব্যে জানান আগামী ১৭ই সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের জেএফকে বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রী অবতরন করবেন ।২৩শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারন পরিষদের অধিবেশনে ভাষণ দান করবেন এবং এদিন বিকালে নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামীলীগের আয়োজনে সার্বজনীন নাগরিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগদান করবেন । লিখিত বক্তব্য পাঠ শেষে সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত বিভিন্ন সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দেন ইমদাদ চৌধুরী,ডাঃ মাসুদুল হাসান,মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী,নুরুল আমিন বাবু ।

সবশেষে সভাপতি রফিকুর রহমান সমাপনী বক্তব্য রাখেন এবং উপস্থিত সবাইকে নৈশ্যভোজের মাধ্যমে আপ্যায়ন করা হয় ।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price বিশাল মূল্যহ্রাস



রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)



প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেওলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb



বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ
বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল



লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাফেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইক কার্টকিস, স্নালবন, স্ট্রাইপ বাস, সীবাস, স্নেপার, হ্যাডক, ফ্লাউন্ডার, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

দেশী স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
আমিন স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
আমিন স্যালমনহেড ফ্রাইস	$ 9.99
ফোলার স্যালমন ফ্রাইস	$ 18.99
স্যাভার স্যালমন ফ্রাইস	$ 13.99
সুলতানা স্যালমন ফ্রাইস	$ 12.99

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp
Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Directions: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com



আমি আফ্রিকায় আছি, সবকিছু ঠিক আছে: নতুন ভিডিওতে প্রিগোজিন

ঢাকা ডেস্ক, ১ সেপ্টেম্বর : বিমান দুর্ঘটনায় ইয়েভজেনি প্রিগোজিনের মৃত্যুর বিষয়টি রুশ কর্তৃপক্ষ নিশ্চিতের পর হঠাৎ প্রকাশ্যে এল একটি ভিডিও। যেখানে ভক্তদের উদ্দেশে প্রিগোজিনকে বলতে শোনা গেছে, 'যারা আলোচনা করছেন আমি বেঁচে আছি কি নেই–তাঁদের জন্য। আমি আফ্রিকায় আছি। আসলে সবকিছু ঠিক আছে।'

ভিডিওটি দেখে প্রিগোজিনের ভক্তদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। অনেকেই ভাবছেন, প্রিগোজিন এখনো বেঁচে আছেন।

বৃহস্পতিবার রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রিগোজিনকে দেখা যাওয়া নতুন ভিডিওটি 'গ্রে জোন' নামে একটি টেলিগ্রাম চ্যানেল থেকে পোস্ট করা হয়। এই চ্যানেলটি আবার প্রিগোজিনের নেতৃত্বাধীন ভাড়াটে ভাগনার বাহিনীর সঙ্গে সম্পৃক্ত।

কোনো ভূমিকা ছাড়াই ওই চ্যানেলটি ভিডিওটি পোস্ট করেছে। যদিও একই চ্যানেলে এর আগের একটি পোস্টে প্রিগোজিনের সমাধির ছবি দেখানো হয় এবং ওই ছবিটির ক্যাপশনে লেখা হয়, 'তিনি (প্রিগোজিন) একবার বলেছিলেন, মৃতদের কথার আওয়াজ জীবিতদের চেয়েও বেশি জোরে হয়।

নতুন ভিডিওটি কখন ধারণ করা হয়েছে সে বিষয়ে 'গ্রে জোন' চ্যানেলটি কিছু জানায়নি। আর ভিডিওটি যদি সত্যিও হয়, তারপরও এটা নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই যে, তিনি বেঁচে আছেন।

তবে ধারণা করা হচ্ছে, ভিডিওটি প্রিগোজিনের মৃত্যুর কয়েক দিন আগে ধারণ করা হয়েছে। সে সময় তিনি আফ্রিকাতেই ছিলেন। সে সময় খবরের বাইরে থাকায় তাঁর দীর্ঘ অনুপস্থিতি নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলছিলেন। আর এই ভিডিওতে তিনি সেই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন। ভিডিওতে প্রিগোজিনকে একটি চলন্ত গাড়িতে দেখা যায়। তিনি যথারীতি ক্যামোফ্লেজ পোশাক পরে ছিলেন, মাথায় টুপি এবং ডান হাতে ঘড়ি ছিল।

এর আগে গত ২১ অগাস্ট একটি ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছিল। নতুন ভিডিওতে তার চেহারা ও আশেপাশের সঙ্গে ওই ভিডিওর মিল রয়েছে। আগের ভিডিওতেও তিনি আফ্রিকায় অবস্থান করার কথা জানিয়েছিলেন।

নতুন ভিডিওতে তিনি যে 'উইকেন্ড' কথাটি বলেছেন সেটা বিবেচনায় নিলে ওই ভিডিওটি অবশ্যই ১৯ অথবা ২০ অগাস্ট ধারণ করা। অর্থাৎ তার তিন অথবা চারদিন পর বিমান বিধ্বস্ত হয়ে তিনি নিহত হন।

গত ২৩ অগাস্ট মস্কো থেকে সেন্ট পিটার্সবার্গ যাওয়ার পথে প্রিগোজিনকে বহন করা বিমানটি বিধ্বস্ত হয়। এ সময় তার সঙ্গে তার ডান হাত বলে পরিচিত তার প্রধান সহচর দিমিত্রি উৎকিন এবং তার শীর্ষ সহযোগী ভ্যালেরি চেকালভ এবং তার চারজন দেহরক্ষী ছিলেন। দুর্ঘটনায় ৩ জন ক্রুসহ সব যাত্রীর মৃত্যু হয়।

প্রিগোজিনকে বহন করা বিমানটি ঠিক কী কারণে বিধ্বস্ত হয়েছে তা এখনও জানা যায়নি।

উড়োজাহাজটি বিধ্বস্ত হওয়ার ঠিক দুই মাস আগে ওয়াগনার বাহিনী রাশিয়ার প্রতিরক্ষা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। যে বিদ্রোহের আয়ু মাত্র ২৪ ঘণ্টার মত হলেও সেটি রাশিয়ায় প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের শাসনের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। নিজের ঘনিষ্ঠজনের কাছ থেকে এ আচরণ স্বাভাবিকভাবেই দারুণ অপমানের ছিল পুতিনের জন্য।

পুতিন বিদ্রোহের ওই ঘটনাকে 'বিশ্বাসঘাতকতা বলে বর্ণনা করে ওয়াগনার বাহিনীকে দেশত্যাগের নির্দেশ দিয়েছিলেন। পশ্চিমা অনেক সংবাদমাধ্যম এবং রাজনীতিবিদদের অনেকেই সরাসরি বা পরক্ষোভাবে বলেছেন, পুতিনের নির্দেশে রাশিয়ার সেনাবাহিনীই গুলি করে বিমানটি ভূপাতিত করে।

কঙ্গোতে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনবিরোধী বিক্ষোভ, নিহত ৪৩

ঢাকা ডেস্ক, ১ সেপ্টেম্বর : কঙ্গোতে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনবিরোধী বিক্ষোভে অন্তত ৪৩ জন নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছেন ৫৬ জন। জাতিসংঘবিরোধী এই বিক্ষোভে দেশটির সেনাবাহিনী কঠোরভাবে দমন করা শুরু করলে এ প্রাণহানির ঘটনা ঘটে।

বুধবার আফ্রিকার এ দেশটির পূর্বাঞ্চলীয় শহর গোমায় সহিংস বিক্ষোভ ও এর জেরে সেনাবাহিনীর শক্তি প্রয়োগে প্রাণহানির এ ঘটনা ঘটে। খবর রয়টার্সের।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বুধবার পূর্ব কঙ্গোলিজ শহর গোমায় জাতিসংঘবিরোধী হিংসাত্মক বিক্ষোভে সেনাবাহিনীর কঠোর দমনপীড়নে ৪৩ জন নিহত এবং ৫৬ জন আহত হয়েছেন বলে দেশটির সরকার জানিয়েছে।

রয়টার্স বলছে, বিক্ষোভের সময় একজন পুলিশ সদস্যের ওপর হামলার ফুটেজ সামাজিকমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর কঙ্গোলিজ সেনারা ক্র্যাকডাউন শুরু করেন এবং জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন ও অন্যান্য বিদেশি সংস্থার বিরুদ্ধে আয়োজিত বিক্ষোভ জোরপূর্বক ছত্রভঙ্গ করে দেয়। রয়টার্স অবশ্য সেই ফুটেজ যাচাই করতে পারেনি।

কঙ্গোতে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনটি মনুস্কো নামে পরিচিত। জাতিসংঘের এই মিশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা



সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর সহিংসতার বিরুদ্ধে বেসামরিক নাগরিকদের রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে। মূলত বছরের পর বছর ধরে চলে আসা এই সহিংসতার কারণে বুধবার দেশটির ওই শহরে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে।

রয়টার্স বলছে, ২০২২ সাল থেকে জাতিসংঘের মনুস্কো মিশন দেশটির নাগরিকদের প্রতিবাদের সম্মুখীন হয়েছে। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, শান্তিরক্ষীরা বহু বছরের মিলিশিয়া সহিংসতার বিরুদ্ধে বেসামরিক নাগরিকদের রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে।

প্রতিবাদ-বিক্ষোভের আয়োজকরা অবশ্য এই বিক্ষোভ শান্তিপূর্ণভাবে করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ছবিগুলোতে দেখা গেছে, বেসামরিক পোশাকে বিক্ষোভে অংশ নেওয়া নারী ও পুরুষরা লাঠি ও পাথর দিয়ে একজন পুলিশকে মাটিতে ফেলে মারধর করছেন।

এর আগে কঙ্গোর কর্তৃপক্ষ বলেছিল, এক পুলিশ সদস্যকে পাথর ছুড়ে হত্যা করা হয়েছে এবং সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে ছয় বিক্ষোভকারী নিহত হয়েছেন। তবে বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে দেশটির সরকার বলেছে–বিক্ষোভে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৩ জনে। এ ছাড়া আরও ১৫৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ ঘটনায় সামরিক তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

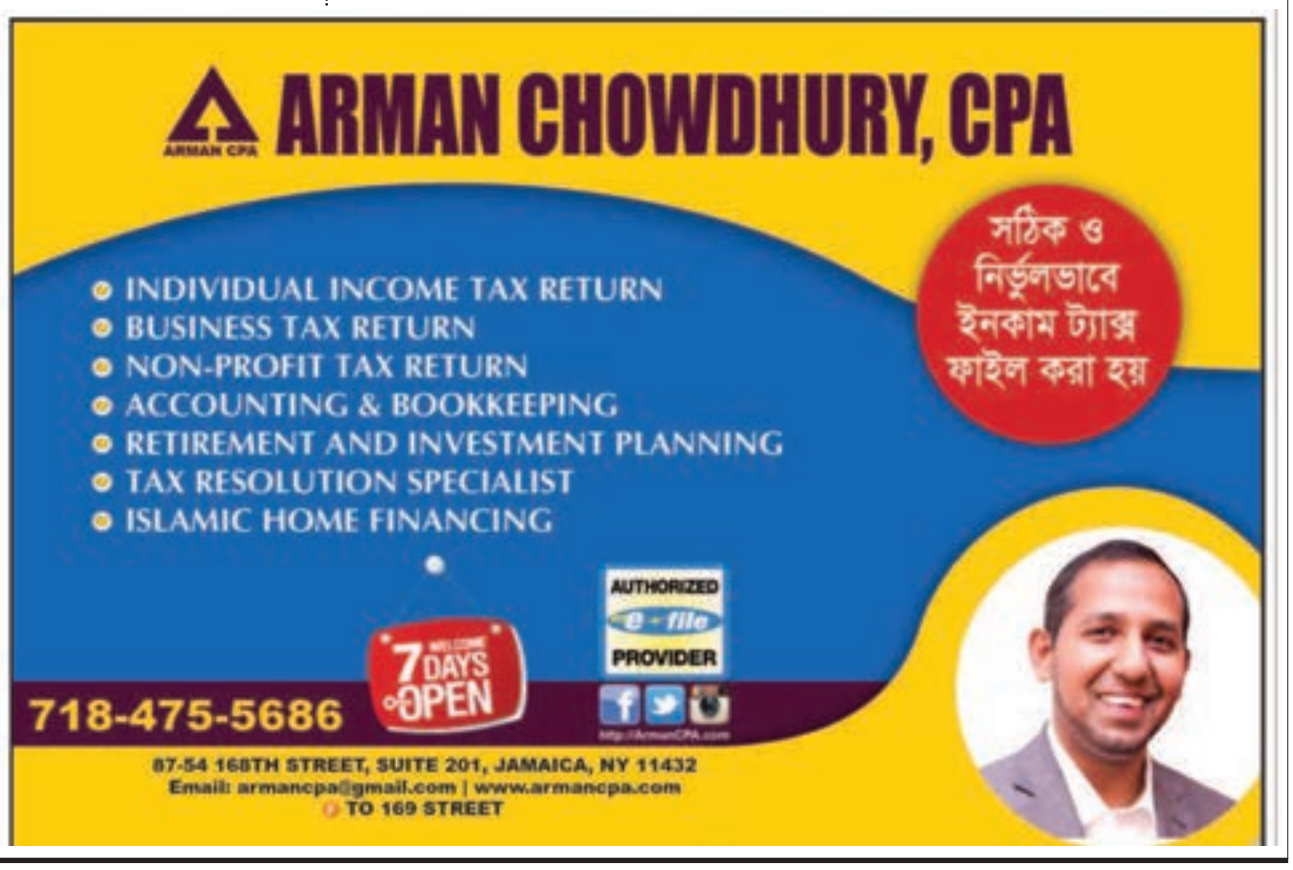
সামাজিকমাধ্যমের ভিডিও ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, কঙ্গোর সেনারা একটি লরিতে বহু মৃতদেহ স্তূপাকার করে রাখছেন এবং গাড়িতে করে সেগুলো নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অবশ্য এই ফুটেজটিও যাচাই করা সম্ভব হয়নি বলে জানিয়েছে রয়টার্স।

‡গামায় ইন্টারন্যাশনাল রেডক্রসের স্থানীয় শাখার প্রধান অ্যান-সিলভি লিন্ডার বলেছেন, প্রতিবাদ-বিক্ষোভের পর তার ক্লিনিকে গুরুতর ছুরিকাঘাত ও গুলিবিদ্ধ হয়ে বহু আহত মানুষ এসেছেন। তিনি বলেন, 'ক্লিনিকে পৌঁছানোর সময়ই অনেকে মৃত অবস্থায় ছিল।'

এদিকে এ ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছে কঙ্গোর জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন মনুস্কো। এক বিবৃতিতে তারা সহিংসতার ঘটনায় উদ্বিগ্ন বলেও জানিয়েছে। এ ছাড়া সহিংসতার ঘটনায় তাৎক্ষণিক ও স্বাধীন তদন্ত পরিচালনা করতে এবং আটককৃতদের সঙ্গে মানবিক আচরণ করতে ও তাদের অধিকারকে সম্মান করার আহ্বানও জানি‡য়ছে মনুস্কো।

এর আগে ২০২২ সালের জুলাই মাসে মনুস্কো তথা জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন বিরোধী বিক্ষোভের ফলে গোমা ও বুটেম্বো শহরে ১৫ জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। নিহতদের মধ্যে তিনজন শান্তিরক্ষীও ছিলেন।





স্বামী-স্ত্রীর হক

(শেষের পাতার পর)

অধিকার রয়েছে যেমন তাদের ওপর পুরুষদের হক রয়েছে।' (সূরা আল বাকারাহ-২২৮) আল্লাহ তায়ালা পুরুষ ও নারীকে তাদের নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব, যোগ্যতা ও সামর্থ্যানুযায়ী দায়িত্ব দিয়েছেন। তিনি যেমন নারীদের (স্বামীর) আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন, তেমনিভাবে পুরুষদের দয়া ও ক্ষমার দৃষ্টিতে কর্মসম্পাদনের নির্দেশ দিয়েছেন এবং নারীর যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব পুরুষের ওপর অর্পণ করেছেন। পারস্পরিক দায়িত্ব ও অধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে উভয়ের মর্যাদা সমান। আর দায়িত্ব ও অধিকার আদায়ে উভয়েই সমান জিম্মাদার। উভয় উভয়কে সম্মান, আদর-স্নেহ, প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসা দেবে। একে অপরের মঙ্গল কামনা করবে। সুখে-দুঃখে সঙ্গ দেবে, যত্ন ও সেবা করবে। একে অপরের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করবে। স্বামী যখন বাহ্যিক জগতের চাপে থাকে, তখন স্ত্রী কোমলতা ও প্রেম-ভালোবাসা দিয়ে প্রশান্তি দেবে। তা ছাড়া পারলৌকিক জীবনের শান্তির জন্য একে অপরকে উৎসাহিত করবে। স্বামী স্বীয় স্ত্রী, সন্তান ও পরিবারের সবার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নেবে। পক্ষান্তরে স্ত্রী ঘরের সবকিছু সুন্দরভাবে দেখাশুনা করবে। পুরুষ তথা স্বামী থাকবে নেতৃত্বের আসনে। পরিবারের প্রতিরক্ষা, রক্ষণাবেক্ষণ, ভরণ-পোষণ ও সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব তার ওপর অর্পিত হবে। কেননা দৈহিক শক্তি, মেধা ও মনোবলের দিক দিয়ে সে অধিকতর যোগ্য। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন- 'নারীদের ওপর রয়েছে পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব।' (সূরা আল বাকারাহ-২২৮) আরো ইরশাদ করেন- 'পুরুষরা নারীদের কর্তা ও রক্ষক।' (সূরা আন নিসা-৩৪) আরো ইরশাদ করেন- '(পুরুষ-নারীদের কর্তা) যেহেতু আল্লাহ তাদের একে অপরের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। এ কারণে যে, পুরুষ তাদের ধনসম্পদ ব্যয় করে।' (সূরা আন নিসা-৩৪)

স্বামীর হক : দাম্পত্যজীবন সুখকর ও আনন্দঘন করার জন্য স্ত্রীর স্বীয় স্বামীর প্রতি কিছু হক রয়েছে। যেমন-

সতীত্ব রক্ষা করা : সুসন্তান লাভ ও পারিবারিক সুখ-শান্তি স্ত্রীর সতীত্ব, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও পবিত্রতার ওপর নির্ভরশীল। একজন সতীসাধ্বী স্ত্রী স্বামীর জন্য বড় নিয়ামত। মহানবী সা: বলেছেন, 'পৃথিবীর সবকিছু উপভোগের জিনিস, তবে পৃথিবীর উপভোগের জিনিসের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলো সতীসাধ্বী স্ত্রী। সুতরাং স্ত্রীর স্বীয় সতীত্ব রক্ষা করা আবশ্যক।

আনুগত্যশীলা হওয়া : স্ত্রীকে অবশ্যই স্বামীর আনুগত্যশীলা হতে হবে। পারিবারিক ব্যবস্থাপনা সঠিক ও সুন্দর রাখার জন্য স্বামীর আনুগত্য করা স্ত্রীর জন্য আবশ্যক। মহানবী সা: বলেছেন, 'আমি যদি কাউকে সিজদা করার হুকুম করতাম তাহলে স্ত্রীকে আদেশ করতাম তার স্বামীকে সিজদা করার।' (জামে তিরমিজি, রিয়াদুস সালেহিন, পৃষ্ঠা-১৪২)

আমানতের হিফাজত করা : স্বামীর আমানতের হিফাজত করা স্ত্রীর অন্যতম কর্তব্য। যেমন- ধনসম্পদ, সতীত্ব, ইজ্জত-আব্রু, স্বামীর গোপনীয় বিষয়, কথাবার্তা, অঙ্গীকার প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণ করা স্ত্রীর দায়িত্ব। হাদিসে উল্লেখ রয়েছে- মহানবী সা:-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে, কোন নারী উত্তম? মহানবী সা: প্রত্যুত্তরে বলেন, 'যে নারীর প্রতি স্বামী নজর করলে সে স্বামীকে আনন্দ দান করে, স্বামীর কথামতো চলে, নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারে স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করে না এবং স্বামীর মতের বিরুদ্ধে তার সম্পদ ব্যয় করে না।' (সুনানে নাসায়ি, পৃষ্ঠা-১৪২)

স্ত্রীর হক : স্ত্রীর যেমন স্বামীর প্রতি দায়িত্ব রয়েছে তদ্রূপ স্বামীরও স্ত্রীর প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর হক হলো-

সদাচরণ করা : আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 'আর (হে স্বামীরা) তোমরা তাদের (স্ত্রীদের) সাথে সৎভাবে জীবন-যাপন করবে।' (সূরা নিসা-১৯) মহানবী সা: বলেন, 'সাবধান! তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদাচরণ রক্ষা করে চলবে। কারণ তারা তোমাদের সাহায্যকারী। তোমরা তাদের মালিক নও। তারা তোমাদের স্পষ্ট অবাধ্যতা অবলম্বনের আগে তাদের ওপর কঠোরতা আরোপের কোনো অধিকার তোমাদের নেই। সাবধান! তোমাদের ওপর তোমাদের স্ত্রীদের হক রয়েছে। তোমাদের ওপর তাদের পাওনা হক হলো- তোমরা তাদেরকে সুন্দররূপে পানাহার ও পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করবে।' (জামে তিরমিজি, রিয়াদুস সালেহিন, পৃষ্ঠা-১৩৯)

ধৈর্যধারণ : যদি স্ত্রীর কোনো অভ্যাস কিংবা আচরণ অপছন্দ হয় অথবা সুন্দর না হয় তবে ধৈর্য ধারণ ও সহনশীল হতে হবে। স্ত্রীর অন্যায় ও অশুভ আচরণ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে হবে। সামান্য ভুলত্রুটির কারণে তালাক বা সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত হবে না। যেমন- রাসূল সা: বলেছেন, 'কোনো মু'মিন স্বামী মু'মিন স্ত্রীকে ঘৃণা করতে পারে না। যদি তার একটি অভ্যাস অপছন্দ হলেও অন্য আরেকটি পছন্দ হয় এবং তাকে খুশি করে।' (মুসলিম) ক্ষমার দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা : আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 'হে মু'মিনরা! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু। অতএব তাদের সম্পর্কে তোমরা সতর্ক থাকো। তোমরা যদি তাদেরকে মার্জনা করে দাও, তাদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করো এবং তাদেরকে ক্ষমা করো, তবে জেনে রাখো, আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।' (সূরা তাগাবুন-১৪) মহানবী সা: বলেন, 'তোমাদের মধ্যে পরিপূর্ণ ঈমানের অধিকারী তারা, যারা তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চরিত্রবান এবং তোমাদের মধ্যে উত্তম মানুষ তারা, যারা স্বীয় স্ত্রীদের দৃষ্টিতে উত্তম বলে বিবেচিত।' (জামে তিরমিজি-২৮৩) বিদায় হজের ভাষণে মহানবী সা: বলেন, 'তোমরা স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। কেননা তোমরা আল্লাহর আমানতস্বরূপ তাদেরকে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর বাণীর মাধ্যমে তাদের যৌনাঙ্গের বৈধতা লাভ করেছ। তোমাদের জন্য তাদের দায়িত্ব হলো তারা তোমাদের বিছানায় এমন কাউকে স্থান দেবে না, যা তোমরা অপছন্দ করো। যদি তারা এরূপ করে, তবে তাদেরকে হালকা প্রহার করো। আর তোমরা যথাযথভাবে তাদের অন্ন, বস্ত্র প্রদান করবে।' জনৈক সাহাবি মহানবী সা:-কে প্রশ্ন করেন, আমাদের ওপর স্ত্রীদের হক কী? রাসূল সা: বলেন, 'তুমি খেলে তাকেও খাওয়াবে, তুমি পরিধান করলে তাকেও পরিধান করাবে। চেহারায় প্রহার করবে না এবং ঘরে রাখবে, ঘর থেকে বের করবে না।' রাসূল সা: আরো বলেছেন, 'স্ত্রীদেরকে প্রহার করবে না। যারা স্ত্রীদেরকে প্রহার করে তারা ভালো স্বভাবের মানুষ নয়।' (আবু দাউদ) মহানবী সা: অপর হাদিসে বলেছেন, 'যদি কারো দু'জন স্ত্রী থাকে এবং তাদের প্রতি ন্যায়বিচার না করে, তবে সে বিচার দিন অর্ধদেহ হয়ে উঠবে।' (তিরমিজি)

লেখক : প্রধান ফকিহ, আল-জামেয়াতুল ফালাহিয়া কামিল মাদরাসা, ফেনী











খান শওকত রচিত নাটক সিলেটে ও খুলনায় মঞ্চস্থ

(শেষের পাতার পর)

গত ২৮ আগস্ট তারিখে নাট্যমোদীদের প্রিয় স্থান খুলনা জেলা শিল্পকলা একাডেমি-র বিশাল অডিটোরিয়ামে উপস্থিত দর্শকদের টানটান উত্তেজনার মাঝে নেপথ্যে বজ্রকণ্ঠে বেজে উঠলো বঙ্গবন্ধুর ভাষন, সাত কোটি বাঙালীদের দাবায়ে রাখতে পারবা না। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা। পর্দা সরলো। পিন পতন নীরবতায় নাটক শুরু হলো। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের উপ-পরিচালক মো: ইউছুপ আলী এবং খুলনা বেতারের আঞ্চলিক পরিচালক নিতাই কুমার ভট্টাচার্য। নির্দেশনায়- অধ্যাপক আশরাফুজ্জামান বাবুল (চেয়ারম্যান আইচগাতি ইউনিয়ন পরিষদ), সহযোগিতায়- সেখ সিরাজুল ইসলাম এবং মোকলেসুর রহমান বাবলু। পরিবেশনায়ঃ খুলনা নাট্য নিকেতন। বিভিন্ন চরিত্র যারা অভিনয় করছেন: বঙ্গবন্ধুঃ আশরাফুজ্জান বাবুল, রফিকঃ মো: আবিদুলাহ, মান্নানঃ শেখ সিরাজুল ইসলাম, রেজ্জাকঃ সিরাজুল হক হিরা, নজরুলঃ অনিরুদ্ধ কুমার বাহাদুর, তাজউদ্দিনঃ আতিয়ার মোলা, মোস্তাকঃ মলিক মোশারফ হোসেন লিটন, জিয়াঃ অমর রায়, ফারুকঃ সুদিপন মোহান্দ, মেজর ডালিমঃ মো: জসীম উদ্দীন, কামালঃ আসাদুজ্জামান মিথুন, মেজর নুরঃ সাব্বির আহন্মেদ, মেজর মহিউদ্দিনঃ মো: মুসা, মুসলে উদ্দীনঃ অজিত মন্ডল, মেজর হুদাঃ আবুল হোসেন, মেজর আজিজ পাশাঃ সাজিব মলিক, ফাতেমাঃ সুলতানা রাজিয়া শিল্পী, ফজিলুতুন্নেছাঃ বিলকিস আারা পাখী, আবুলঃ শংকর কুমার সাহা, সাউন্ড অপারেটরঃ মো: হাদীউজ্জামান, লাইট অপারেটরঃ এস. এম. রাজু আহমেদ।

গত ২৮ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে দেশ থিয়েটার সিলেটে-র যুগপূর্তি উপলক্ষে: পথ-নাটক উৎসব-২০২৩ অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষন ছিলো- ঐতিহাসিক নাটক: শহীদ রাসেল। রচনা: নাট্যকার খান শওকত। নির্দেশনা: শাহ-জাহান শোভন। পরিবেশনা : দৌড় শিশু নাট্যদল। ঢাকা। স্থান: কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার (সিলেট)। ঐতিহাসিক নাটক: আমার বাড়ির টুঙ্গিপাড়া। নির্দেশনা : মোঃ



কামাল। রচনা: খান শওকত। পরিবেশনা : দেশ থিয়টোর, সিলেট। নাটক: রঙের বাজার, রচনা: ধ্রুব জ্যোতি, নির্দেশনা: তন্ময় নাথ তনু। পরিবেশনা : নবশিখা নাট্যদল, সিলেট। সংগঠনের নাম: মুক্তাক্ষর সিলেট। আবৃতি নির্দেশনায়- বিমল কর। সঙ্গীত ও নৃত্যঃ অনির্বাণ শিল্পী সংগঠন, সিলেট। নির্দেশনা- নৃপেন্দ্র দাস। দলীয় নৃত্য: সংগঠনের নাম: গীতাঞ্জলি। নির্দেশনা- রবিন।

লেখকের অনুভূতি প্রকাশ করতে যেয়ে নাট্যকার খান শওকত বলেনঃ দূর প্রবাসে বসে বাংলাদেশে ও ভারতে এ ধরনের আয়োজন অত্যন্ত কঠিন কাজ। বঙ্গবন্ধুর প্রতি ভালোবাসা থেকে এমন কাজে উৎসাহ পাই। আমি প্রথমেই দুই বাংলার নাট্যকর্মীদেরকে জানাই অশেষ কৃতজ্ঞতা। গত ২৮/৮/২০২৩ তারিখে ফোনের শব্দে ঘুম ভাংলো। হঠাৎ দেখি ভিডিও ফোনের ওপারে আমার লেখা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব নাটকের শিল্পীরা। কেউ বলছেন তিনি বঙ্গবন্ধু চরীত্রের শিল্পী, কেউ মোস্তাক, কেউ সেনা অফিসার, কেউ সৈয়দ নজরুল, সবাই আমার দোয়া চাইছেন। সময় একদম কম। তারা এখন মঞ্চে উঠবেন। ক্যামেরা ঘুরিয়ে দেখালেন খুলনার সবচেয়ে আধুনিক











অডিটোরিয়ামটির দর্শক গ্যালারি আজ কানায় কানায় পূর্ন। এ দৃশ্য দেখে আনন্দে আমি কেঁদে ফেললাম। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ২০১৬ সালে আমার ১ম নাট্যগ্রন্থ- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব প্রকাশের পর এ সংগ্রামের যাত্রাটা শুরু হয়। এরপর নিউইয়র্কে ৩ বার মঞ্চায়নের পর ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে কলকাতায় নাটকটি মন্চায়নের পর আমার উৎসাহটা আরও বেড়ে যায়। দেখতে দেখতে ৩৫টা নাটক নিয়ে প্রকাশ করি বঙ্গবন্ধু নাট্যসমগ্র। এরপর আমার নাটক সমুহের সমালোচনা নিয়ে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. রুবেল আনসারের রচনায় বাংলা একাডেমী থেকে বের হলো গবেষনা গ্রন্থ বাংলাদেশের নাটকে বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনার রূপায়ন, বঙ্গবন্ধুর সাহিত্যপ্রীতি ও সাহিত্যকর্ম, এবং খান শওকতের নাটকে মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনা। ২০১৮ সালে, ২০২২ সালে এবং ২০২৩ সালে দুই বাংলার নাট্যকর্মীরা দুই দেশে বঙ্গবন্ধু নাট্য উৎসব করছেন, বিভিন্ন এলাকায় আয়োজন করছেন আমার মতো সামান্য এক লেখকের লেখা নাটকসমুহ নিয়ে বঙ্গবন্ধু নাট্য সেমিনার। আগে কোন নাট্যকারের লেখা নিয়ে তার জী-বদ্দশায় দুই বাংলায় এমনটা হয়েছে কিনা আমার জানা নেই। আমি যা দেখছি এ এক পরম পাওয়া। আপনাদের সবার কাছে আমি ঋনী হয়ে রইলাম। আশা করি সবার ভালোবাসায় ২০২৪ সালে ভারতে এবং বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু নাট্য উৎসব সফল হবে। সবার প্রতি জানাই অশেষ কৃতজ্ঞতা।

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier

Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক



- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩



KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorized e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:

- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিপু ভাভাত
ফারহানা আমিরান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

মৌলভীবাজার মহিলা কলেজের প্রতিষ্ঠাকালীন অধ্যক্ষ ফনীন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য আর নেই



বদরুল মনসুর ঃ কানাডার মন্ট্রিয়লে বসবাসরত মৌলভীবাজার জেলা আইনজীবী সমিতির প্রাক্তন অন্যতম সিনিয়র সদস্য মৌলভীবাজার সদর কামালপুর ইউনিয়নের তিনবারের শ্রেষ্ঠ সাবেক চেয়ারম্যান, মৌলভীবাজার মহিলা কলেজের প্রতিষ্ঠাকালিন অধ্যক্ষ, মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট ডেভেলপমেন্ট এন্ড ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন অব ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এর অন্যতম উপদেষ্টা, বিশিষ্ট সমাজ সেবক এবং প্রগতিশীলধারার সমাজ সচেতন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বর্তমানে মৌলভীবাজার জেলা সমাজ কল্যাণ সমিতি অব কুইবেক কানাডার সম্মানিত উপদেষ্টা মৌলভীবাজারের কৃতি সন্তান সাবেক বিশিষ্ট জনপ্রতিনিধি, শিক্ষাবিদ, শিক্ষানুরাগী, অসাম্প্রদায়িক চেতনার অগ্রদূত এডভোকেট ফনীন্দ্র কুমার ভট্টাচার্যকে জাত-ধর্ম-দল নির্বিশেষে ভালোবাসা, গভীর শ্রদ্ধা আর অশ্রুজলে চির বিদায় জানিয়েছে মন্ট্রিয়লবাসি ।

এদিকে মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট ডেভেলপমেন্ট এন্ড ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন অব ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এর পক্ষ থেকে সংগঠনের ফাউন্ডার্স প্রেসিডেন্ট কমিউনিটি লিডার ও বিশিষ্ট সাংবাদিক মোহাম্মদ মকিস মনসুর, বর্তমান প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নওশের আলী খোকন, সাধারণ সম্পাদক এম মুহিবুর রহমান মুহিব ও ট্রেজারার মোহাম্মদ ফয়ছল মনসুর সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এক যুক্ত শোকবার্তায় মৌলভীবাজার মহিলা কলেজের প্রতিষ্ঠাকালীন অধ্যক্ষ বাবু ফনীন্দ্র কুমার ভট্টাচার্যের প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ ও শোকাবহ পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছেন ।।

শোক বার্তায় দৈনিক মৌলভীবাজার মৌমাছি কণ্ঠের সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি ও ইউকে বিডি টিভির চেয়ারম্যান কমিউনিটি লিডার মোহাম্মদ মকিস মনসুর বলেন, মৌলভীবাজার মহিলা কলেজের প্রতিষ্ঠাকালীন অধ্যক্ষ কানাডা প্রবাসী ফনীন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য একজন বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারি, দক্ষ সংগঠক, শিক্ষানুরাগী, সৎ ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি, সমাজসেবী হিসাবে তাহার কর্ম, অবদান সকলের নিকট চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে ।

উনার মৃত্যুতে মৌলভীবাজার জেলাবাসীর অপূরনীয় ক্ষতি হয়েছে শোকবার্তায় উলেখ করে তাঁহার প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করে শোকাবহ পরিবারবর্গ সকলের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়েছে । প্রেসি বিজ্ঞপ্তি ।



ATTORNEY
M. MUSTAFA
(A full service Law Firm)
LLB Honors (1st Class)
LLM (1st Class). Bangladesh
Barrister-At-Law, London
Attorney-At-Law. NY
718-487-4873

PERSO AL INJURY & DEATH DAMAGES CLAIMS
- Lead Poisoning
- Construction Work
- Slip and Fall
- Medical & dental Malpractice
- Hospital Negligence
- Delayed Treatment
- Failure to Diagnose
- Cancer & other fatal diseases
- Anesthesia & Gynecologic Surgery Malpractice
- Defective Child Birth
- Nursing Home Neglect and abuse etc.
- Wrongful Death Claim
- Car and Bi-cycle Accident and injury
- Taxi, Bus- Subway, and Train accidents
- Elevator and Escalator Accident
- Explosion and Fire Accident
- Defective product and electrical shock

IMMIGRATION MATTERS
- Green Card through "EB1 TO EB5"
- Political Asylum
- Detention and Bond
- All immigration court issues and cases
- Cancellation of Removal
- Adjustment of Status
- Condition Removal
- Business Immigration HB, L1, E2
- Green Card Replacement /Renew
- Complex Citizenship
- Re-entry permit
- Collection of Immigration Record
- Waiver
- Deportation
- Family Petitions
- Green card through Adoption or Orphan
- Immigration Appeals and Motions
- Canadian Immigration
- Student Visa process for USA, Canada, UK

GENERAL PRACTICE AREAS
- Divorce and Family Matter
- Child Support and Modification
- Domestic Violence
- Real Estate and Business Closing
- Foreclosure
- Bankruptcy
- All civil Matters
- Landlord-Tenant
- Incorporation
- Power of Attorney
- Wills, Trust, and Estate Planning
- Overtime and Wages Issue
- All Criminal Matters

148-45 Hillside Ave, Suite 203, Jamaica, NY 11435
Phone : 718-487-4873 Text : 917-285-6247 Email : abmostofa1@gmail.com

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com











বিএমএমসিসি ইসলামিক

(শেষের পাতার পর)

সনদ ও পুরস্কার বিতরণী গত ২৭শে আগস্ট রোববার বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়েছে। সকাল ১০টায় সেন্টারের হল রুমে পিটিসি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএমএমসিসির সাবেক প্রেসিডেন্ট আব্দুল ফাইয়াজ ফয়সল।

বিএমএমসিসি ইসলামিক স্কুলের প্রিন্সিপাল মাওলানা রশীদ আহমদ এর সভাপতিত্বে ও স্কুলের শিক্ষক হাফেজ মিজান উলাহ,হাফেজ আলী আকবর এর যৌথ উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে প্রায় দুই শতাধিক অভিভাবক ও ছাত্র ছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি ছিল পরম এক মিলনমেলার মতো ।

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে অনুষ্ঠানে উপস্থিত মাওলানা আমিনুর রহমান, হাফেজ কাজী ফজলে রাব্বী, হাফেজ রাহাত ইকবাল, হাফেজ আবদুলাহ মুত্তাকী, হাফেজ মুহাম্মদ শিহাব, হাফেজ মাহিনুর রহমান, মাহবুবাহ ইয়াসমীন, মাসুমা ইয়াসমীন,সুফিয়া খানম ইমু ও হাবীবা আহমদ।

অনুষ্ঠান সফলতার সাথে সামার প্রোগ্রাম শেষ করায় ক্লাস ভিত্তিক ১ম থেকে ১০ম গ্রেড পর্যন্ত এবং হিফজ শাখার দুটি গ্রুপ,উইকেন্ড শাখার ৬টি ক্লাসের মধ্যে প্রথম,দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী ৪৮জন ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে সনদও পুরস্কার বিতরণ করা হয়।পাশাপাশি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সকল ছাত্র-ছাত্রীদেরকে রিপোর্ট কার্ড প্রদান করা হয়।

আলোচনা শেষে প্রধান অতিথি ও স্কুলের প্রিন্সিপাল শিক্ষার্থীদের হাতে পুরস্কার ও সনদপত্র তুলে দেন। এবারে ২৬২ জন ছাত্র-ছাত্রী উক্ত সামার সেশনে অংশ গ্রহণ করেন।সুচারু রূপে পাঠ দান করেন অভিজ্ঞ ১৮ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ।

প্রধান অতিথি বিএমএমসিসির সাবেক প্রেসিডেন্ট আব্দুল ফাইয়াজ ফয়সল উপস্থিত অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনাদের সকলের আরো সহযোগিতা অব্যাহত থাকলে বিএমএমসিসি একদিন নিউইয়র্কের নামকরা বিদ্যাপীঠে পরিণত হবে ইনশা আলাহ।তিনি বিএমএমসিসি ইসলামিক স্কুল এই সামারের অল্প সময়ে শিক্ষার্থীদের সবকিছু শিক্ষা দেয়া সম্ভব নয়। তাই আগামী দিনে শিক্ষার্থীদের স্কুলে পাঠানোর ধারাবাহিকতা বজায় রাখার উপর গুরুত্তারোপ করেন।

প্রিন্সিপাল মাওলানা রশীদ আহমদ অভিভাবকদের উদ্দেশ্য বলেন, নির্দিষ্ট সমড স্কুলে নিপয় আসা এবং ক্লাস শেষে সঠিক সময়ে বাসায় নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন এবং বাচ্চাদের হোমওয়ার্কে ঠিকমতো দেখভাল করা, তাতে স্কুলের শৃংখলা রক্ষা হয়।পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মানোন্নয়ন বৃদ্ধি পায়। তিনি বলেন, আগামী ৯ই সেপ্টেম্বর শনিবার থেকে স্কুলের অপর প্রোগ্রাম উইকেন্ড স্কুল শুরু হচ্ছে। ইসলামের মৌলিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য পাবলিক স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের উইকেন্ড ক্লাসে ভর্তি করার আহবান জানান তিনি।

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine

Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

বাংলা পত্রিকা পড়ুন, লিখুন এবং বিজ্ঞপিন দিন।
ফোনঃ ৭১৮-৪৮২-৯৯২৩

Vital Accounting Inc.
File your Tax with experienced professional.
* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212
37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়

নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222



নায়াগ্রা ঘুরে এলো বাংলা ট্যুর

(শেষের পাতার পর)

গ্রুপ পিকনিকের আমেজে প্রকৃতির বিস্ময় ও বিশ্বের প্রাকৃতিক সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম নায়াগ্রা ফলস ভ্রমন করেন। গত ২৬ আগস্ট শনিবার সকাল ৭টায় জ্যাকসন হাইসটের ডেরা রেস্টুরেন্টের সামনে থেকে বাংলা ট্যুরের বিলাস বহুল বাসটি যাত্রা শুরু করে।পরে সকাল ৮ টায় ব্রঙ্কসের খলিল বিরিয়ানী হাউসের সামনে থেকে অপেক্ষমাণ অন্যান্য ট্যুরিস্টদের নিয়ে বাসটি নায়াগ্রা ফলসের দিকে রওয়ানা দেয়।

বাসে উলেখযোগ্য অতিথিদের মধ্য ছিলেন বাংলাদেশ থেকে আগত ব্রিগেডিয়ার কাজী আনোয়ারুল ইসলাম এবং তার পরিবার,জ্যাকসন হাইটসের বিশিষ্ঠ ব্যবসায়ী ও পিস ট্রাভেলসের সত্বাধিকারী মাহবুবুর রহমান এবং তার পরিবার, প্রথম আলোর সাংবাদিক শফিকুর রহমান,বিশিষ্ঠ কবি এবং লেখক আবু তাহের চৌধুরি ,রফিকুল ইসলাম আকন্দ, টাইম টিভির সাংবাদিক অন্তু ও তার পরিবারসহ আরো অনেকে ।

নিউইয়র্কের প্রিয় মুখ আশরাফুল আলমের উপস্থাপনায় ভ্রমনার্থীদের সকলেই বাসের ভেতর গান,কবিতা আবৃত্তি, কৌতুকপরিবেশন করেন।

ব্রিগেডিয়ার আনোয়ার আফ্রিকায় জাতিসংঘের অধীনে শান্তি মিশনে থাকা কালীন সময়ে তার বিভিন্ন অভিজ্ঞতার বর্ণনা ছাড়াওকৌতুক পরিবেশন করে সবাইকে মাতিয়ে রাখেন।সাংবাদিক শফিক সিলেটের আন্তরিক গান পরিবেশন করে সবাইকে আনন্দ দেন।কবি আবু তাহের চৌধুরি তার স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন।

পুরো ভ্রমনটাই ছিলো একটা পিকনিকের আমেজে ভর্তি।গ্রুপটি নায়াগ্রায় গিয়ে ব্রাইডাল ফলস,হর্স সু ফলস, সহ মেইড অব দিমিস্ট জাহাজে চড়ে নায়াগ্রা ফলসের তলদেশে গিয়ে কাছে থেকে প্রকৃতির বিস্ময় নায়াগ্রার জল প্রপাতের দৃশ্য অবলোকন করেন।

পরদিন নিউইয়র্কে ফিরে আসার পথে গ্রুপটি বিশ্বের সর্ববৃহত করণিং গাস মিউজিয়াম পরিদর্শন করেন। আসার দিনও সকলেবাসের ভেতর গান,কবিতা আবৃতি,জোক্ স পরিবেশন এবং বক্তৃতা দিয়ে মেতে উঠেন ।এভাবেই দুদিনের আনন্দ ভ্রমনের সমাপ্তি ঘটে।

উলেখ্য নায়াগ্রা ভ্রমনে ট্যুর গ্রুপটির দ্বায়িত্বে ছিলেন বাংলা ট্যুরের সিইও হাবিব রহমান। তাকে সহযোগীতা করেন আশরাফুলহাসান বুলবুল।

কাজী অফিস
সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা
148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435
বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS

ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS
To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স – একাউন্টিং – নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.

Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com


হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ
নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার

Joy
পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা
জয় ক্যাটারিং মেন্যু
প্যাকেজ -১
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00
প্যাকেজ-২
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00
প্যাকেজ-৩
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00
প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00
148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977
32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

থেরাপিস্ট আবশ্যক

চিকিৎসক কর্তৃক প্রেসক্রাইবকৃত একজন রোগীর জন্য থেরাপিস্ট আবশ্যক ।
যোগাযোগঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৩৭১-৮৮৯৮

বেবি সিটার আবশ্যক

Columbia medical Hospital এর ডাক্তার আফসানা রহমানের ৯ মাসের মেয়েকে দেখাশুনার জন্য বৃহস্পতি ও শুক্রবারের একজন বেবি সিটার দরকার বাসার দুই বকের ভিতর Train আছে ।
Address:709 W 169th Street.1st floor.Manhattan, New York.
যোগাযোগ :-(347) 944-2284, 347 475 7554

ড্রাইভিং শিখতে চান?

সহজ পদ্ধতিতে এবং ফেক্সিবল সময়ের মধ্যে ড্রাইভিং শিখার জন্য যোগাযোগ করুন ।
যোগাযোগঃ উদ্দিন
929-519-5139



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD
Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
TLC/Motor Vehicle Exam,
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT
8 Weeks Course
4 Hours Each Class
Total 32 Classes (4 days/week)
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT
8 Weeks Course
5 days/week
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH
1st Grade to 6th Grade
8 weeks course
3 Hrs./day, 4 days/week
Cost : 600.00

Get **25%** Discount
sign up by 4th July

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : **347-657-0530, 917-561-1090**

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : **718-507-2113, 917-561-1090**

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

Quality Education is Our Priority!



Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস

167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয় ।

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়া

আগামী ১লা অক্টোবর থেকে ওজনপার্কের ১০৫ স্ট্রীট এবং ১০১ এভিনিউ এর কর্নারে ৩ বেডরুম, সাথে ছোট বেবি রুম, সেপারেট লিভিং, ডাই-নিং, কিচেন ও ফুল বড় বাথরুম, ভাড়া হবে। বাসার নিকটে কিউ-৮, কিউ-২৪ বাস, এ ট্রেন, মসজিদ ও বাংলাদেশী গ্রোরী আছে।

যোগাযোগঃ
৬৪৬-২৫৫-৯১৬৩
৩৪৭-৭২০-০২৩০

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ১৮৩ স্ট্রীট, হি-লসাইড এবং জ্যামাইকা এভিনিউ-এর মধ্যে সাবওয়ের সন্নিকটে ২ বেডরুমের বেসমেন্ট বাসা ভাড়া হবে। নতুন রিনোভেটেড।

যোগাযোগঃ
৭১৮-৬০৭-৯৫৫১
৩৪৭-৮৭০-০৭৪০।

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসিল হিলের গ্লিভ এভিনিউতে ৪ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: আহমেদ।
ফোন: ৯১৭-৪৪৪-৯৭০৭
অথবা ৩৪৭-২০৮-৪৭৪১

বেইসমেন্ট ভাড়া

জেএফকে বিমান বন্দর থেকে ১০ মিনিটের দুরত্বে। ছোট পরিবার নিয়ে বসবাসবাসের জন্য (New renovation) বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হইবে। নিউইয়র্কের কুইন্সের রোজডেলে ১বেডরুম ১ ফুল বাথরুম, ১ লিভিং রুম সাথে কিচেন ভাড়া দেওয়া হইবে ঠিকানা: 242-03 133rd ave, Rosedale, New York 11422 যোগাযোগ করুন : **203-993-7788 Humayunchy@hotmail.com**

বাসা ভাড়া

বাঙালি অধ্যুষিত পার্কচেস্টার সাবওয়ের সন্নিকটে একটি মনোরম বাসা ভাড়া হবে। তিন বেডরুম, ১ বাথরুম (১ম তলা)। ঠিকানাঃ ১৪৫৯ লোল্যান্ড এভিনিউ।
ফোনঃ ৬৪৬-৬৮৪-০৯০৯।

রুম ভাড়া

সুন্দর ভদ্র পরিবেশে কর্মজীবী পুরুষদের জন্য বেড বিছানাসহ এক রুম, কিচেনের সাথে ডাইনিং রুমের চেয়ার টেবিল ও ইন্টারনেটের সুবিধায় ভাড়া হবে। সি ট্রেনে শেফার্ড এভিনিউর পাশে ৪৩০ এসেক্স স্ট্রীট, ব্রুকলীন।

যোগাযোগঃ
৬৩১-২৩০-০২৩০
৭১৮-৩৪৮-৮৪২২।

বাসা ভাড়া

উডহ্যাভেন এলাকায় ৩ বেড, ১ লিভিং, কিচেন এবং বাথরুম (১ম তলা) ভাড়া হবে। জে ট্রেন এবং কিউ-৫৬, কিউ-২৪, কিউ-৫৩, কিউ-৫২, কিউ-১১ এবং বি-১ বাসের সন্নিকটে। ভাড়া ২৪০০ ডলার। সববিল একত্রে।
যোগাযোগঃ
জিনাত ৬৪৬ ২৮৯ ০৫৩৯.

গাড়ি ভাড়া

উবার লিফ্‌ট এর জন্য গাড়ীর জন্য কল করুন
718-865-6870.
718-501-1510

পাত্র-পাত্রী চাই

(১)আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে ডিগ্রীপ্রাপ্ত। মুসলিম। সাতাশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্রী চাই। (২) ডাটা সাইন্সে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়রত। মুসলিম। তেইশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্র চাই। এসএমএস করুন। গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে। **৩৪৭-৩৪৫-৮২০৭.**

পূর্বাচলে রাজউকের নির্ভেজাল ৫ কাঠার প্লট বিক্রয়

ঢাকার মাস্টার প্ল্যান শহর পূর্বাচলের আকর্ষণীয় লোকেশনে সরাসরি রাজউকের বরাদ্দতো ৫ কাটার নির্ভেজার একটি প্লট বিক্রয় হবে। আমেরিকান সিটিজেন ইঞ্জিনিয়ার নিজের কেনা প্লটটি সরাসরি নিজে বিক্রি করবেন।
যোগাযোগের ফোন: ১-৪০৮-৫৬৪-৩৯১০
Email: gomaruf@gmail.com

টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়

টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোটিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ জলারে করতে হবে।

কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন-
দরালাপনী ঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স এর যাবতীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুনঃ **মোহাম্মদ তুহিন**
৭১৮-৩১০-০৪১৩

TDS INSURANCE এর প্রতিবাদ

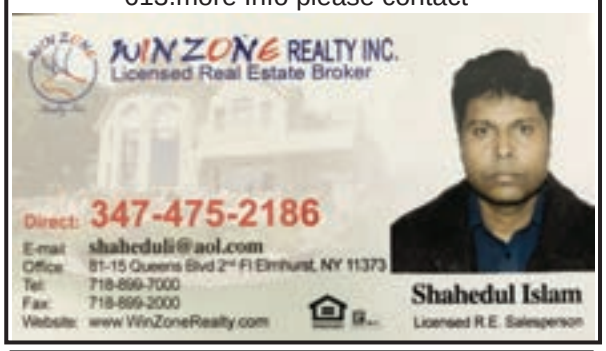
কতিপয় ব্রোকারেজ প্রতিষ্ঠানের অপপ্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে TDS INSURANCE BROKERAGE CORP. -এর পক্ষ থেকে আমরা সোচ্চার প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমাদের কোন শাখা অফিস, সাব এজেন্ট নিউইয়র্কের কোথাও নেই। আমাদের কার্যক্রম আমরা আমরা শুধুমাত্র ব্রুকলীন অফিস থেকেই পরিচালনা করছি। ধন্যবাদ-
TDS INSURANCE BROKERAGE CORP.
f-06/14

পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন, বয়স ৫৫, উচ্চতা ৫ফুট ৬ইঞ্চি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি চাকুরীজীবী, সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম ধার্মিক পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স (বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে) পাত্রী চাই।
যোগাযোগ: ৬৪৬-৭০৭-৯৬১৪ সে-০৫/০৬

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক স্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

লং আইল্যান্ডে ড্রাইভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/ পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্
যোগাযোগঃ **৬৩১-২৭৫-৪০০৭**



আবশ্যক

অ্যাপোলো ইমিগ্র্যান্ট ম্যানেজমেন্ট (এলমহার্স্ট, এনওয়াই ১১৩৭৩)-এর জন্য এলজন ফুল টাইম ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। বেতন ঘন্টায় ৪১ ডলার ২ সেন্ট। আগ্রহীকে এমপ্লয়ীদের সুপারভাইজিং সহ মেশিন অপারেট, হার্ডওয়ার এবং নেটওয়াকিং প্রভৃতি দায়িত্ব পালন ছাড়াও ব্যবসায়িক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় দেখাশোনা ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যোগ্যতা ব্যাচেলর ডিগ্রিসহ ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দি ভাষায় অনর্গল কথা বলা জানতে হবে।

যোগাযোগ: ৭১৮-৪২৬-৬৬০০

JAMAICA GARAGE FOR RENT

INDOOR GARAGE WITH REMOTE KEY FOR RENT. 175 STREET & HILLSIDE AVENUE. LEAVE MESSAGE: 917-533-3928

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

পাত্র চাই

بسم الله الرحمن الرحيم

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।

Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444







বিশ্বব্যাপী শান্তির সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিতে ডিজিটাল প-াটফর্মের

(শেষের পাতার পর)পারি"-আজ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে 'শান্তির সংস্কৃতি' বিষয়ক বাংলাদেশের ফ্ল্যাগশীপ রেজুল্যুশনের উপর অনুষ্ঠিত উচ্চপর্যায়ের ফোরামে বক্তব্য প্রদানকালে এমন মন্তব্য করেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি, রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত।

সভাটি আহবান করেন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি সাবা কোরোসি । এর উদ্বোধনী অধিবেশনে আন্ডার-সেক্রেটারি জেনারেল ফর পলিসি, ইউনেস্কোর নিউইয়র্ক অফিসের পরিচালক এবং আইটিইউ-এর জাতিসংঘ বিষয়ক প্রধানসহ অনেক উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ বক্তব্য প্রদান করেন। পরবর্তীতে 'ডিজিটাল যুগে শান্তির সংস্কৃতির প্রচারচ থিমের অধীনে একটি প্যানেল আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যার সভাপতিত্ব করেন জাতিসংঘে নিযুক্ত কাতারের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত আলেয়া আহমেদ সাইফ আল-থানি। এতে সদস্য রাষ্ট্র, পর্যবেক্ষক এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করে। এছাড়া জাতিসংঘ মহাসচিবের প্রযুক্তি দূত, শান্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (টহরাবৎংরঃু ভড়ৎ চবধপব) রেক্টর এবং গুগলের প্রতিনিধি সহ সংশিষ্ট বিশেষজ্ঞরা বক্তব্য রাখেন। শান্তির সংস্কৃতির প্রচারে বাংলাদেশের নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করে সাধারণ পরিষদের সভাপতি তার বক্তব্যে বলেন যে, ডিজিটাল যুগে শান্তির সংস্কৃতি টিকিয়ে রাখার জন্য এমন একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক অনলাইন ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন যা সম্মান ও সহনশীলতাকে উৎসাহিত করবে; ঘৃণামূলক বক্তব্য এবং বৈষম্যের মোকাবিলা করবে এবং নতুন প্রযুক্তির অপব্যবহারের ঝুঁকি মোকাবেলা করবে।

রাষ্ট্রদূত মুহিত তার স্বাগত বক্তব্যে চলমান বিভিন্ন বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শান্তির সংস্কৃতি লালন করার অব্যাহত প্রাসঙ্গিকতার ওপর জোর দেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে তাঁর প্রথম ভাষণে বলেছিলেন " মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শান্তি একান্ত দরকার। এই শান্তির মধ্যে সারা বিশ্বের সকল নর-নারীর গভীর আশা আকাঙ্খা মূর্ত হয়ে রয়েছে।"। বঙ্গবন্ধুর এই উদ্ধৃতি তুলে ধরে রাষ্ট্রদূত বলেন যে, জাতির পিতার এই শান্তির দর্শনই পরবর্তীতে বৈশ্বিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি গঠন করে এবং ১৯৯৯ সালে জাতিসংঘে শান্তির সংস্কৃতির রেজুল্যুশন প্রবর্তন করতে অনুপ্রাণিত করে।

এই বছরের থিমের প্রসঙ্গ টেনে রাষ্ট্রদূত মুহিত বলেন যে, ডিজিটাল প্রযুক্তি যেমন জ্ঞানরাজ্যে আমাদের অভূতপূর্ব প্রবেশাধিকার দিয়েছে এবং অবারিত সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে, তেমনি এটি বিভিন্ন ধরণের বিভ্রান্তিকর তথ্য, ঘৃণাত্মক বক্তব্য, অসহিষ্ণু এবং বিভাজনমূলক আখ্যানের একটি স্রোতও উন্মোচন করেছে। এই প্রসঙ্গে তিনি মিয়ানমার থেকে ২০১৭ সালে রোহিঙ্গাদের উৎখাতের কথা উলেখ করে বলেন, এসময়ে মিয়ানমারে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানোর ক্ষেত্রে ডিজিটাল পাটফর্ম ব্যপকভাবে ব্যহার করা হয়েছিল। এই পটভূমিতে তিনি ডিজিটাল পাটফর্মে বিশেষ করে তরুণদের জন্য সাবধানতা অবলম্বনের উপর জোর দেন। কারন হিসেবে তিনি বলেন যে, এমন সাবধানতার অভাব সারাবিশ্বে আমাদের সম্প্রীতি অর্জনের সম্মিলিত প্রচেষ্টা বিপন্ন করে দিতে পারে।

শান্তি বিনির্মাণ প্রচেষ্টার উপর ডিজিটাল বিভাজনের ক্ষতিকর প্রভাবের প্রসঙ্গ টেনে রাষ্ট্রদূত মুহিত ডিজিটাল প্রযুক্তিতে সকলের ন্যায়সঙ্গত প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার এবং ডিজিটাল স্বাক্ষরতার ওপর জোর দেন। তিনি টেকসই উন্নয়ন ও শান্তির জন্য ডিজিটাল প্যাটফর্ম এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যক্তি ও সমাজের ক্ষমতায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। রাষ্ট্রদূত অনলাইনে নারী ও মেয়েদের চ্যালেঞ্জগুলিও তুলে ধরেন এবং সকলের জন্য একটি নিরাপদ এবং প্রবেশযোগ্য ডিজিটাল প্যাটফর্ম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জেন্ডার ডিজিটাল বিভাজন দূরীকরণের আহ্বান জানান।

অবশেষে ডিজিটাল পাটফর্মের সম্ভাব্য অপব্যবহারের বিরুদ্ধে সজাগ থাকার পাশাপাশি শান্তি-নির্মাণের জন্য ডিজিটাল প্রজুক্তির সুবিধা কাজে লাগানোর জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন স্থায়ী প্রতিনিধি।

সভাটিতে বিপুলসংখ্যক সদস্যরাষ্ট্র, জাতিসংঘ, আন্তঃসরকারি সংস্থা এবং সুশীলসমাজের প্রতিনিধিবর্গ অংশগ্রহণ করেন এবং তারা সবাই শান্তির সংস্কৃতি প্রচারে বাংলাদেশের বলিষ্ঠ নেতৃত্বের প্রশংসা করেন।





মিরসরাইয়ে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী সাংবাদিক মনজু-রুল হক সংবর্ধিত

(শেষের পাতার পর)

প্রবাসী সাংবাদিক মোহাম্মদ মনজুরুল হক। শনিবার (২ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় মিরসরাই প্রেসক্লাবের উদ্যোগে তাকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার চিফ রিপোর্টার, আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও মিরসরাইয়ের আঞ্চলিক প্রকাশনা চলমান মিরসরাইয়ের সম্পাদক মোহাম্মদ মনজুরুল হক তাঁর দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি মফস্বল সাংবাদিকতার স্মৃতিচারণ করেন। একই সাথে তার পূবের্র কর্মস্থল ইত্তেফাক, ভোরের কাগজ ও পূর্বকোণে কাজ করা অভিজ্ঞতাও তুলে ধরেন। এসময় তিনি সাংবাদিকতার ধরন, পেশাদারিত্বসহ বিভিন্ন বিষয়ে অতীত ও বর্তমানের তারতম্য তুলে ধরেন।

মিরসরাইয়ে সাংবাদিকতা যেন আরও সমৃদ্ধ হয় এমন আশাবাদ ব্যক্ত করে তিনি বলেন, সাংবাদিকদের কলম থাকবে ন্যায়ের পক্ষে। অন্যায়, অনাচারের বিরুদ্ধে লিখনির মাধ্যমে সোচ্ছার ভূমিকা পালন করতে হবে। স্বাধীন গণমাধ্যমের চর্চা ফিরে আসা দরকার।

এসময় তিনি মিরসরাই প্রেসক্লাবের সাংবাদিকদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সংবর্ধনা ও মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন মিরসরাই প্রেসক্লাবের সভাপতি নুরুল আলম, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমেটেডের কর্মকর্তা জিয়াউল হক জিলু, মিরসরাই প্রেসক্লাবের সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক এম মাঈন উদ্দিন, নির্বাহী সদস্য আবু সাঈদ ভূঁইয়া, অর্থ সম্পাদক মোহাম্মদ ইউসুফ, সাংগঠনিক সম্পাদক আজিজ আজহার, তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক সৈয়দ আজমল হোসেন, সাংস্কৃতিক সম্পাদক ফিরোজ মাহমুদ, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক সাদমান সময়, দপ্তর সম্পাদক ইকবাল হোসেন জীবন, সাংবাদিক শিহাব উদ্দিন শিবলু ও তরুণ উদ্যোক্তা সোহরাব হোসেন।

হুমায়ুন আহমেদ সম্মেলন ও আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা

(শেষের পাতার পর)

বইমেলা ২০২৩ অনুষ্ঠিত হবে। এই সম্মেলন ও বইমেলার আয়োজন করছে শো টাইম মিউজিক এবং ব্যাবস্থাপনায় রয়েছে বাংলাদেশ রাইটার্স ক্লাব যুক্তরাষ্ট্র। গত ২৮ আগস্ট নিউ ইয়র্কের লং আইল্যান্ড সিটিতে আয়োজকদের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্য জানানো হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন শো টাইম মিউজিকের কর্ণধর আলমগীর খান আলম, হুমায়ুন আহমেদ সম্মেলন ও আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলার আহবায়ক কবি মিশুক সেলিম, সাহিত্য একাডেমি নিউ ইয়র্ক প্রেসিডেন্ট মোশারফ হোসাইন, নিউ ইয়র্ক বাংলা ডট কম সম্পাদক আকবর হায়দার কিরণ এবং লেখক সাংবাদিক শিব্বীর আহমেদ।সাংবাদিক সম্মেলনে শো টাইম মিউজিকের কর্ণধর আলমগীর খান আলম এবং আহবায়ক কবি মিশুক সেলিম জানান, এবারের হুমায়ুন আহমেদ সম্মেলন ও আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলায় অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন কথাসাহিত্যিক ও সাহিত্যসমালোচক সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম, সাংবাদিক এবং নিউজ ম্যাগাজিনের সম্পাদক শাহাদাত চৌধুরী, অভিনেত্রী মেহের আফরোজ শাওন, অভিনেতা চঞ্চল চোধুরী, অভিনেত্রী শাহনাজ খুশি সহ একঝাঁক শিল্পী ও সাহিত্যিকবৃন্দ। এছাড়াও এবারের মেলায় বাংলাদেশ থেকে প্রকাশকদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হবে বলেও সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়।

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)

বদলে দেই পৃথিবী
ধাঁপে ধাঁপে
শুভকাজে

RENAISSANCE
HOME HEALTH CARE



নিউইয়র্ক সিটির সর্বশ্রেষ্ঠ হোমকেয়ার প্রতিষ্ঠান রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ার
সর্বোচ্চ সম্মানীতে রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ারে যোগ দিন

আপনার মর্যাদা, সম্মান ও সহানুভূতির সাথে সর্বোচ্চ গুণগত পরিসেবা প্রদানই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- আমাদের রয়েছে আকর্ষণীয় ক্ষতিপূরণ প্যাকেজ
- ছুটির দিনে দ্বিগুণ বেতন
- বিনামূল্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
- গুগল-এ ৪.৫ স্টার রেটিং



রেনেসাঁয় কাজ করতে চান? আজই যোগাযোগ করুন

(718) 649-3670

1959 WESTCHESTER AVE.
BRONX, NY 10462

www.renaissancehomehc.com

বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika // Monday // September 4 // 2023

সিয়েরা লিওনে নির্বাচন নিয়ে মার্কিন ভিসানীতি ঘোষণা

ঢাকা ডেস্ক, ১ সেপ্টেম্বর : সিয়েরা লিওনে ২০২৩ সালের নির্বাচনসহ গণতন্ত্র অক্ষুণ্ণ রাখতে নতুন ভিসানীতি ঘোষণা করেছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন। বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সিয়েরা লিওন এবং সারাবিশ্বে গণতন্ত্রকে অক্ষুণ্ণ রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আজ আমি ২০২৩ সালের জুন মাসে সিয়েরা লিওনের নির্বাচনে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে দুর্বল করার জন্য অভিবাসন এবং জাতীয়তা আইনের ধারা ২১২(এ)(৩)সি-এর অধীনে একটি নতুন ভিসা বিধিনিষেধ নীতি ঘোষণা করছি। এই নীতির অধীনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় কারচুপিসহ সিয়েরা লিওনে গণতন্ত্রকে দুর্বল করার জন্য দায়ী বা জড়িত ব্যক্তিদের জন্য ভিসা বিধিনিষেধ অনুসরণ করবে। এ ক্ষেত্রে হুমকি বা শারীরিক সহিংসতার মাধ্যমে ভোটার, নির্বাচন পর্যবেক্ষক বা সুশীল সমাজের সংগঠনকে ভয় দেখানো সিয়েরা লিওন সম্পর্কিত মানবাধিকারের অপব্যবহার বা লঙ্ঘন। এ ধরনের ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যরাও এই বিধিনিষেধের অধীন হতে পারে।









বাংলাদেশী আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশন গ্রীষ্মকালীন নৌবিহারে

নিউইয়র্কঃ কর্মব্যস্ত প্রবাস জীবনে একটু আনন্দ দিতে নিউইয়র্কের বৃহত্তম সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন বাংলাদেশী আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশন বাকা এবার আয়োজন করেছিলো নৌবিহারের।

গত ২৮শে আগষ্ট সোমবার কুইন্সের ওয়াল্ড ফেয়ার মেরিনা থেকে চার শতাধিক যাত্রী সমেত এই নৌবহর হাটসন নদীর উপর দিয়ে ম্যানহাটন ও ব্রুকলিনের গুরুত্বপূর্ণ স্থান গুলো ঘুরে আবার ওয়াল্ড ফেয়ার মেরিনায় এসে শেষ হয়। দুপুর ১ ঘটিকায় অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষনা করেন

প্রধান অতিথি ও উদ্বোধক বাংলা সিডিপ্যাপ এন্ড অ্যালেগ্রো হোম কেয়ার এর প্রেসিডেন্ট ও সিইও এবং পিপল ইউনাইটেড ফর প্রোগ্রেস আবু জাফর মাহমুদ ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা বীর মুক্তিযুদ্ধা ড. স্যার আবু জাফর মাহমুদ ।

সংগঠনের সহ সভাপতি মোহাম্মদ সাদি মিন্টুর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক কবি শাহ বদরুজ্জামান রুহেলের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান সেলিম, মার্কস হোম কেয়ার এর ডাইরেক্টর ও বিশিষ্ট সমাজকর্মী আলমাস আলী, বিশিষ্ট কবি, সব্যসাচী লেখক জুলি রহমান, মৌলভীবাজার ইউনাইটেড সোসাইটি অব নিউজার্সির আহবায়ক গোলাম ইস্পাহানী চৌধুরী মাছুম, বিশিষ্ট সমাজকর্মী রিয়াজ উদ্দিন কামরান, মোমেনুল ইসলাম মুমিন, সারওয়ার আলী ও কুলাউড়া সমিতি নি-



উজাস্রির সাধারণ সম্পাদক গোমাম মোদাব্বির চৌধুরী সুলেমান । বক্তব্য রাখেন সংগঠনের প্রতিষ্টাকালীন সভাপতি আব্দুল হাসিম হাসনু, প্রাক্তন সভাপতি আহবাব চৌধুরী খোকন, সংগঠনের কার্যকরী কমিটির সদস্য জে মোলা সানি নৌবিহার পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব শাহ কামাল উদ্দিন, সহ সভাপতি সাংবাদিক সৈয়দ ইলিয়াস খছরু, মাকসুদা আহমদ ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সোহেল আহমদ। অনুষ্ঠানের সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ রনি, সাংগঠনিক সহিদুল ইসলাম ভূইয়া, প্রচার ও গণ সংয়োগ সম্পাদক লিয়াকত আলী, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক রায়হান জামান রানা, আইন ও আন্তর্জাতিক সম্পাদক আব্দুর রহমান দুলাল, ক্রীড়া ও বিনোদন সম্পাদক আশরাফ হোসেন টিটু, সদস্য চৌধুরী মুমিত তানিম ।

অনুষ্ঠানে ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে সংঙ্গীত পরিবেশন করেন বাউল কালা মিয়া ও রোজী আজাদ। অনুষ্ঠানে র ্যাফেল ড্র পরিবেশিত হয় । অনুষ্টানে বিভিন্ন এলাকার বিপুল সংখ্যক নারী-পুরুষ উপস্থিত হয়ে অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে আবু জাফর মাহমুদ বলেন, ১৭ বছর আগে আমিই বাঙালি সমাজে হোম কেয়ার শব্দটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। এটি আমার গবের্র বিষয়। আমার এই উদ্যোগের পেছনে মূল যে শিক্ষাটি কাজ করেছে সেটি আমার পারিবারিক শিক্ষা। আমি বিশ্বাস করি, জন্মের পর আমি প্রতিবেশি ও পরিবারের কাছ থেকে যে যে সেবা পেয়েছি সেটির কোনো তুলনা নেই। সেবার কোনো বিনিময় হয় না। সেটিই আমার প্রাকৃতিক প্রাপ্তি। সেবা যখন বাণিজ্য হয়ে যায়, তখন আর সেখানে মনুষ্যত্ব বলে কিছু থাকে না। আমরা ভালোবাসা ভিত্তিক সমাজের যে স্বপ্ন দেখি, সেখানে ভালোবাসা ও আন্তরিকতার বন্ধন বাড়াতে হবে। এই বিশ্বাস নিয়েই আমরা আমেরিকান। কিন্তু আমরা অন্য আমেরিকানদের মতো হারিয়ে যেতে চাই না। যেই স্রোত আমাদের নয়, সেই স্রোতে আমরা হারিয়ে যেতে চাই না। তিনি বলেন বাংলাদেশি সংস্কৃতি ও কৃষ্টি বর্হিবিশ্বে তুলে ধরতে বাংলাদেশী আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশন যে ভুমিকা রাখছে তার জন্য সংগঠনটি ভূয়াসী প্রশংসার দাবী রাখে। তিনি এই আয়োজনের জন্য সংগঠনটির সকল কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানান।

অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বক্তব্যে প্রতিষ্টাকালীন সভাপতি আব্দুল হাসিম হাসনু এই ব্যয় বহুল নৌবিহার আয়োজনে সহযোগিতা করার জন্য সংশিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।









রংপুর জেলা সমিতি ইন্ক ইউ, এস,এ এর বার্ষিক পিকনিক সম্পন্ন

নিউইয়র্কঃ রংপুর জেলা সমিতি ইনক ইউ,এস,এর বার্ষিক বনভোজন ২০২৩ এবং মিলনমেলা হয়ে গেল ২৭ আগষ্ঠ রোববার ,২০২৩। দিন টি ছিল সত্যিই সুন্দর আলোকোজ্জল,পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন সবুজে ঘেরা লং আইল্যান্ড নাসাউ কাউন্টির আইজান আওয়ার পার্কে ।সকল পরিচিত পুরাতন ও নতুন মানুষদের উপস্থিতিতে আনন্দঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশে দিনটিকে সবাই উপভোগ করেছে ।বনভোজনের আলাদা বৈচিত্র্য ছিল পার্কেই খাসি সহ সব ধরনের রান্না বান্নার আয়োজন এবং রায়ান তাজ ও প্রমি তাজের সুন্দর মনোমুগ্ধকর গানের পরিবেশনা যা সবার মন জয় করেছে। আরো বিশেষ আকর্ষন ছিল শ্রেনী ভেদে সকল বয়সের খেলাধুলার ব্যবস্হা এবং আকর্ষনীয় রাফেল ড্র ।দিনটি সবার কাছে উপভোগ্য এবং সত্যিই মিলনমেলায় পরিনত হয়েছিল।

সুন্দর স্বার্থক পিকনিক উপহার দেবার জন্য রংপুর জেলা সমিতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে আহবায়ক বাকী বিলাহ শিপন , সদস্য সচিব মেজবানুর রহমান নিক্সন সহ সকল সদস্য গনকে।

আপ্যায়ন বিভাগের উষ্ম অতিথীয়তা ও সুন্দর রন্ধন শৈলীর জন্য নূর আলম সিদ্দিকী, মো:নুরুন্নবী, ফারিদুল ইসলাম এবং সার্বিক ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য প্রাক্তন সভাপতি মো: মশিউর রহমান, মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল ইসলাম, মো: আতাউর রহমান, মারুফা বেগম, মুনমুন হাসিনা বারী,ফরিদা উদ্দীন,সাইফুন নাহার সুইটি, মোহ-সিনীন বেগম লিপি, সুলতানা বেগম,সালমা বেগম, পপি বেগম,মিলা বেগম, হোসনেআরা হ্যাপী, মিতু হোসেন, লাকী বেগম, নাসরিন নাহার , আলেয়া বেগম,মো: শবনম মোস্তারী, মুনতাহা ফেরদৌস, রাকিবুজ্জামান লিখন, মোজহারুল হোসেন খোকন, মোহাম্মদ হক মিন্টু,মোকাররম হেসেন,আব্দুল মান্নান, আরিফুল ইসলাম, জুয়েল তালুকদার, ডা: মোরছালীম,রবিউল ইসলাম সহ সকলের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ।

আরো কৃতজ্ঞতা যাদের পৃষ্ঠোপোষকতায় আমরা ধন্য:

এ আর এম রাকিব উদ্দীন (সিইও) স্টপ এন্ড ক্যারী, মেহেরুজ্জামান জেপলিন(বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজ সেবক),গিয়াস আহমেদ(প্রেসিডেন্ট ইমিগ্রান্ট হোম কেয়ার),নর্থ বেংগল ফাউন্ডেশন, বেলায়েত হোসেন বেলাল (প্রেসিডেন্ট বাংলা ট্রাভেলস), আসাদুল হক(সিইও এডভেনস একাউন্ট এন্ড টাক্স), জিমী(প্রেসিডেন্ট স্কয়ার মেডিকেল ক্লিনিক)।

যাদের উপস্হিতিতে আমরা ধন্য তারা হলেন :নাসির আলী খান পল, গিয়াস আহমেদ , আতাউর রহমান, এ বি এম মিজানুল হাসান, শাহ মোহাম্মদ নজরুল, মোখলেছুর রহমান, রাফায়েল তালুকদার, আবুল কাশেম, আশরাফুজ্জামান, এহছান হাবীব, জে এফ এম রাসেল, কামাল আহমেদ সহ আরো নাম না জানা অনেকে উপস্হিত হয়ে আমাদের পিকনিককে সুন্দর স্বার্থক করেছেন সেজন্য রংপুর জেলা সমিতি ইনক এর সভাপতি আসেফ বারী টুটুল ও সাধারন সম্পাদক এম এ মোতালেব সবাইকে আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।

(শেষের





TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MBA
CPA



নায়াগ্রা ঘুরে এলো বাংলা ট্যুর

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশী পরিচালিত ট্যুর কোম্পানী বাংলা ট্যুরের ব্যবস্থাপনায় ৫০ সদস্যের একটি ট্যুরিস্ট **(বাকি অংশ ৪১ পাতায়)**

শেষ হলো ফোবানার সবগুলো আয়োজন

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ কানাডার মন্ট্রিয়লে ১ সেপ্টেম্বর শুক্রবার শুরু হয়ে রোববার শেষ হলো '৩৭তম ফোবানা'র ৩ দিনব্যাপী সম্মেলন। ফোবানার নির্বাহী চেয়ারম্যান আতিকুর রহমান, নির্বাহী সচিব ড. রফিক খান, হোস্ট কমিটির কনভেনর দেওয়ান মনিরুজ্জামান শুক্রবার সন্ধ্যায় এক ডিনার পার্টির মধ্যদিয়ে সম্মেলনের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এ সময় ফোবানার সাবেক চেয়ারম্যান বেদারুল ইসলাম বাবলা এবং জাকারিয়া **(বাকি অংশ ০৩ পাতায়)**



ডালাসে ফোবানার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মেয়র রিক স্টাফার।



স্বামী-স্ত্রীর হক

মুফতি মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম

দাম্পত্যজীবন সুখকর ও মধুময় করার জন্য স্বামী-স্ত্রী একের প্রতি অন্যের কী কী হক বা অধিকার রয়েছে তা জানা এবং পালন করা আবশ্যক। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 'নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত **(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)**

৭ ও ৮ অক্টোবর হুমায়ুন আহমেদ সম্মেলন ও আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা

নিউইয়র্কঃ আগামী ৭ ও ৮ অক্টোবর শনিবার ওর রোববার দুইদিনব্যাপী নিউ ইয়র্কে হুমায়ুন আহমেদ সম্মেলন ও আন্তর্জাতিক বাংলা **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

বিএমএমসিসি ইসলামিক স্কুল এর সামার সেশনে পিটিসি ও পুরস্কার বিতরণ

রশীদ আহমদ: নিউইর্য়কের ব্রুকলীনের বায়তুল মুমুর মসজিদ এন্ড কমিউনিটি সেন্টারের আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান "বিএমএমসিসি ইসলামিক স্কুল এর সামার প্রোগ্রামচএর সমাপনী অনুষ্ঠান তথা প্যারেন্ট-টিচার্স কনফারেন্স, রিপোর্ট কার্ড, **(বাকি অংশ ৪০ পাতায়)**

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে 'শান্তির সংস্কৃতি' সেমিনারে -রাষ্ট্রদূত মুহিত

বিশ্বব্যাপী শান্তির সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিতে ডিজিটাল পাটফর্মের সঠিক ব্যবহারের আহবান

নিউইয়র্কঃ "বস্তুনিষ্ঠ তথ্য প্রচার এবং বিভিন্ন সমসাময়িক ইস্যুতে সুস্থ বিতর্ক উৎসাহিত করার মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন দেশ, সংস্কৃতি এবং ধর্মের মধ্যে শান্তির সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে ডিজিটাল মিডিয়ার শক্তিকে কাজে লাগাতে **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

মিরসরাইয়ে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী সাংবাদিক মনজুরুল হক সংবর্ধিত

নিউইয়র্কঃ চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে সংবর্ধিত হয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

জাতিসংঘের সামনে স্টেট বিএনপির বিক্ষোভ



নিউইয়র্কঃ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া এবং বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের মিথ্যা মামলা ও সাজা প্রত্যাহারের দাবিতে নিউইয়র্কস্টেট বিএনপির আয়োজনে বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। গত ২৮ অক্টোবর **(বাকি অংশ ০৩ পাতায়)**

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

৯ ও ১০ সেপ্টেম্বর লাগোর্ডিয়া মেরিয়ট হোটেলে বাংলাদেশ কনভেনশন

নিউইয়র্কঃ আগামী ৯ ও ১০ সেপ্টেম্বর দুই দিনব্যাপী লাগোর্ডিয়া মেরিয়ট হোটেলে অনুষ্ঠিত হবে পঞ্চম বাংলাদেশ কনভেনশন। কনভেশন প্রস্তুতি উপলক্ষ্যে কুইন্সের **(বাকি অংশ ০৩ পাতায়)**

ধিক্কার! প্রতিহিংসার রাজনীতি লজ্জা ১৭ কোটি মানুষের!

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ বাঙালি মুসলমান পৃথিবীর সবচেয়ে নিস্ফলা জাতিগোষ্ঠী। সংখ্যার বিচারে বাঙালি সম্ভবত চতুর্থ; চৈনিক হান, ইংরেজ, এবং আরবদের পরেই সবচেয়ে বড় সম্প্রদায় হল বাঙালি। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে বাঙালির অবদান প্র্যাকটিকালি জিরো। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রফেসর ইউনুসের মত একটা ম্যাজিকাল **(বাকি অংশ ০৩ পাতায়)**

খেলার খবর

আফগানদের উড়িয়েই সুপার ফোরে বাংলাদেশ

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ ক্যান্ডি থেকে লাহোর দূরত্ব প্রায় ২ হাজার ৭৭০ কিলোমিটার। ক্যান্ডির পালেরে **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

হেলথ টিপস

চোখের সংক্রমণ এড়াতে কী করবেন

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ নানা কারণে চোখে সংক্রমণ হতে পারে। সংক্রমণ হলে চোখ লাল হয়ে যাওয়া, চুলকানি, জ্বালাভাব, চোখ দিয়ে পানি পড়া **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

বিনোদন

কাবাঘরের সামনে আদিলকে স্মরণ করে রাখির আর্তনাদ

ঢাকা ডেস্ক: আলোচনায় থাকতে পছন্দ করেন বলিউডের 'কন্ট্রোভার্সি কুইন'খ্যাত মডেল ও অভিনেত্রী রাখি সাওয়ান্ত। মাঝে মাঝে খবরের **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

GOLDEN AGE HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেলথ কেয়ার এজেন্সী
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
Call: 718-775-7852
646-591-8396

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

বঙ্গবন্ধুর জীবনভিত্তিক নাটক

খান শওকত রচিত নাটক সিলেটে ও খুলনায় মঞ্চস্থ

নিউইয়র্ক : বিপুল উৎসাহ এবং উৎসব মুখর পরিবেশে বাংলাদেশের জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জীবনভিত্তিক নাটক নিয়ে খুলনায় মঞ্চস্থ হলো নিউইয়র্ক প্রবাসী নাট্যকার খান শওকত রচিত ঐতিহাসিক নাটক- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। **(বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)**



জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩০ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত ৩১ পাতায়

বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
গ্লোবাল এয়ার
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com